রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

কুন্তল মিত্র
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২


Ranjan

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনুজ্জ্বল কবি-প্রতিভা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের হাতেই বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সূচনা। পরবর্তীকালে চারজন কবি বাংলা কবিতাকে দৃঢ় ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই চারজন হলেন : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। ১৮৫৮ থেকে ১৮৯৬ খ্রি.—এই আটত্রিশ বছরের পর্বকে বাংলা কাব্যের বীরযুগ (Heroic Age) বলা হয়ে থাকে। তখন বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং উনিশ শতকের অন্যান্য গীতি-কবিদের উপস্থিতি-সত্ত্বেও, এই সময়কালটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে এই চার কবির কাব্য-প্রতিভা। এঁদের মধ্যে আদি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৫২ খ্রি. ৮ এপ্রিল বীটন (বেথুন) সোসাইটির এক সভায় জনৈক সভ্য বাংলা কবিতাকে কটূক্তি করে, খাটো করে একটি বক্তৃতা দেন। পরের মাসেই (১৩ মে) রঙ্গলাল এর উত্তরে ওই সভায় 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' পাঠ করেন। ভূমিকায় তিনি বলেন, 'বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদুত্তরেই এতৎপ্রবন্ধের অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে।' এই প্রবন্ধে তিনি বাংলা কাব্যের গুণকীর্তন করে একে বলেন সুমিষ্ট। এরপর ১৮৫৮ সালে তাঁর মৌলিক কাব্যের প্রকাশ।

রঙ্গলাল প্রথমজীবনে র.ল.ব-ছদ্মনামে 'সংবাদ-প্রভাকরে' অকিঞ্চিৎকর কবিতা লিখেছিলেন। তারপর ১৮৪৮ সালে কাশীভ্রমণ নিয়ে তাঁর লেখা 'কাশীযাত্রা' বা গীতিকাব্য 'ঊষাহরণ' পাওয়া যায় না। ১৮৫১ সালে তিনি কালিদাসের 'ঋতুসংহার'-এর পদ্যানুবাদ করেন। ১৮৫৮-তে লেখেন 'ভেক-মূষিকের যুদ্ধ'। একে ব্যঙ্গ মহাকাব্য বা Mock Heroic Epic বলা হয়। রঙ্গলাল হোমারের কাব্য-অবলম্বনে এই কাব্যটি লিখেছেন বললেও মনে হয় যেন এটি টমাস পারনেলের 'The Battle of the Frog and Mice' (১৭১৭) অবলম্বনে লেখা। তবে রঙ্গলালের কাব্যকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে জগবন্ধু ভদ্রের 'ছুচ্ছুন্দরী-বধ' কাব্য (১৮৬৮) বা পঞ্চানন্দের (ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) 'ভারত-উদ্ধার' কাব্য (১৮৭৮) লেখা হয়েছে।

রঙ্গলালের আসল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তার পরবর্তী চারটি কাব্যগ্রন্থ থেকে। এগুলি হল—'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' এবং 'কাঞ্চীকাবেরী'। প্রকাশকাল যথাক্রমে : ১৮৫৮, ১৮৬২, ১৮৬৮ ও ১৮৭৯ খ্রি.।

১৮৫৮ সালে 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' লিখে বাংলা কাব্যে বীরযুগের সূচনা করলেন রঙ্গলাল। ভূমিকায় ঐতিহাসিক কাব্য-রচনার কারণ হিসাবে বললেন, 'পুরাণেতিহাসে বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সর্বত্র সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়, বিশেষতঃ,

ওই সকল উপাখ্যান-মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকাতে অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের তত্তাবৎ শ্রদ্ধার্হ নহে, এবং এতদ্দেশীয় জনসমাজে বিদ্যাবুদ্ধির বান্ধব মহানুভবদিগের মতে তদ্রূপ অদ্ভুত রসাশ্রিত কাব্যপ্রবাহে ভারতবর্ষীয় যুবকদিগের অত্যুর্বর চিত্তক্ষেত্র প্লাবিত করা কর্তব্য নহে। পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালাবধি বর্তমান সময় পর্যন্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতনা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব-প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমন্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব-গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বনপূর্বক রচিত করিলাম।'

অর্থাৎ কবি আমাদের দেশের মধ্যেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের লড়াইকে, নিজ মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে, তুলে ধরলেন। এর কারণ, পরাধীন ভারতবর্ষের জনসাধারণের ঘুমন্ত মানসিক বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা। যাতে, জাতির শৌর্য-বীর্যের কাহিনী পাঠ করে শ্রোতারা পরাধীনতার জ্বালাকে বুঝতে পারে, ইংরেজদের বিরোধিতা করতে পারে। 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ রঙ্গলাল বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির প্রতি গভীর-আন্তরিক মমত্ব ও প্রেম প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেইসময়ে বাংলা সাহিত্য বা জাতির ইতিহাস তৈরি হয়নি। ফলে কবিকে রাজপুতের বীরত্ব-কাহিনীর দিকে নজর দিতে হয়েছে এবং ওই কাহিনী কাব্যাকারে দেশের জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে, তাদের অন্তরে নিহিত দেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে হয়েছে। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'-এ পাঠান-সৈন্যদের সঙ্গে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে বাদল। মৃত্যু আসন্ন হলে গর্বিত কণ্ঠে বলে মাকে :

> রণে যেই ত্যজে প্রাণ, ধন্য সেই পুণ্যবান
> কেবল কৈবল্য তার স্থান।
> জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌দশ
> কভু তার নাহি অবসান॥

—এ জাতীয় উক্তি মানুষের দেশপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করে। তেমনি পুত্রদের প্রতি রাণা ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য :

> কুলধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায়
> জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?

শুধুমাত্র রাজপুত পুরুষরাই নয়, নারীরাও সতীত্বধর্ম-রক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করেছে। তাতে নেই কোনো গ্লানি—তা নারীদের আত্মশ্লাঘাবোধকেই জাগ্রত করেছে। সহচরী বীরাঙ্গনাদের উদ্দেশ্যে বলছেন পদ্মিনী :

> এসো এসো সহচরীগণ, এসো সহচরীগণ।
> হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
> ধরো সবে মনোহর বেশ, বাঁধো বিনাইয়া কেশ,
> চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি-সম্পাদিত 'রঙ্গলাল-রচনাবলী'র ভূমিকায় ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী লিখেছেন, 'রঙ্গলালের সাহিত্য-সাধনার মূল উৎস ছিল স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ; রসসৃষ্টির মধ্য দিয়ে লোককল্যাণ-সাধনার মহান উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি অনলস সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।'

রঙ্গলালের চারটি প্রধান কাব্যই এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে। 'কর্ম্মদেবী'র শৌর্যগাথা শোনাতে বসে কবি অতীত-ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য-স্বপ্নে মগ্ন হয়েছেন, বেদনাবোধ করেছেন বর্তমান গ্লানির জন্য :

হায় কোথা সেইদিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥

* * *

হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন?

[কর্ম্মদেবী]

কবি ভারতের লুপ্ত গৌরবস্মৃতিতে বেদনাহত হয়েছেন। বীররসের অভাব জাতিকে দুর্বল, শক্তিহীন করে—এই খেদ প্রকাশ করেছেন। পাঠান সাধুর কাছে বাণিজ্য প্রস্তাব দিলে সাধু তার বিরোধিতা করে। তার যুক্তির মধ্যে ভারতের সব বিদেশী অত্যাচারীদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাণিজ্যের ছলে এদেশে এসে ইংরেজরা রাজ্যপাট দখল করেছিল। উনিশশতকে সদ্য সিপাহী-বিদ্রোহকালেই রঙ্গলাল প্রায় সরাসরি বলেন,

এরূপ বাণিজ্যছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে॥

ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের স্বরূপ উপলব্ধি করেই যেন কবি প্রশ্ন করেছেন,

অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি?

কোনো প্রীতি তো ছিলই না, বরং দেশপ্রেমকে জাগিয়ে তোলার জন্যই কবি পদ্মিনীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন,

পরম পৌরুষবল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ-আকর।

[পদ্মিনী-উপাখ্যান]

'শূরসুন্দরী' এবং 'কাঞ্চীকাবেরী'তেও রঙ্গলাল জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে তাঁর দেশাত্মবোধের সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ভীমসিংহের 'ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য' অংশটি। এই অংশটি প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। নতুন করে পাঠকদের সঙ্গে এই অংশটির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। শুধু স্মরণ করা উচিত : এটি স্বদেশপ্রেমকে এখনও জাগ্রত করতে পারে—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃংখল বল, কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে, নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গসুখ তায় হে, স্বর্গসুখ তায়।

* * *

অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে, চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তার তুল্য নাই হে, তুল্য তার নাই।

তবে রঙ্গলালের এই অংশটির সঙ্গে কবি টমাস মুরের 'Glories of Brien the Brow' কবিতার ঘনিষ্ঠ মিল দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে 'From Life Without Freedom' কবিতাটির কথাও স্মরণযোগ্য :

From life without freedom,
    Oh! who would not fly?
For one day of freedom.
    Oh! who would not die?
Hark!—hark, 't's the trumpet!
    The call of the brave,
The death-song of tyrants
    And dirge of the slave
Our country lies bleeding—
    Oh! fly to her aid ;
The arm that defends is worth
    Hosts that invade.

—হয়তো এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে রঙ্গলালের কবিতার, কিংবা, অনুসরণ—তবুও সেই সময়ে একজন সরকারি চাকুরিজীবী ভারতীয়ের পক্ষে এ ধরনের ওজস্বিতা দেখানো কতটা সাহসিকতার নিদর্শন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

কেবলমাত্র এই একটি-অংশেরই না, রঙ্গলালের কাব্যে শেক্সপীয়র, গ্রে, স্কট, বায়রন-প্রমুখদের প্রভাব সুস্পষ্ট। কবি তৎকালীন বাংলা কাব্যকে কুরুচি-মুক্ত করে পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠকদের রস-পিপাসা চরিতার্থ করেছেন। বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে স্থূলতা-গ্রাম্যতা-দোষমুক্ত করার জন্য পাশ্চাত্য-কাব্যের আদর্শে শ্রীমন্ডিত করতে চেয়েছেন। অথচ তিনি ইংরেজির হুবহু নকলনবিশি করেননি। আবার ঈশ্বর গুপ্তের ধারা থেকে কবিতাকে বার করে অন্য খাতে বইয়ে দিয়েছেন। তাই বোধহয় সুকুমার সেনের মন্তব্য : 'ইংরেজ কাহিনী-কাব্যের রোমান্স রসের যোগান দিয়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নবযুগের দিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের মুখ ফিরাইলেন, অবাস্তব কাল্পনিক পরিবেশে স্থূল প্রণয়লীলার স্থানে তিনি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় দেশপ্রেমকে কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করিলেন।'

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩য় খন্ড। পৃ. ৬২]

দেশপ্রেমই রঙ্গলালের কাব্যের প্রধান উপজীব্য। তাঁর এই স্বদেশপ্রীতিমূলক কবিতা পরবর্তী কবিদের প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত বীরযুগের দুই কবি হেমচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন এ-ব্যাপারে তাঁর কাছে ঋণী। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'-র 'রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়' গ্রন্থে লিখেছেন, 'যে জাতীয়তাবাদী ওজস্বী কবিতা পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্তক।' ব্রজেন্দ্রনাথের এ মন্তব্য অনস্বীকার্য। হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার'-এর একটি অংশ :

বাজরে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

'বৃত্রসংহার' বা নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' এবং এঁদের অন্যান্য কাব্যে এই-ধরনের প্রচুর উদাহরণ রয়েছে।

অথচ এই রঙ্গলালই ১৮৭৫ সালে প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর (যিনি পরবর্তীকালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড) ভারত-আগমন উপলক্ষে প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছিলেন। 'ভাবীপতি রাজোন্নতি নিকেতন শ্রীল শ্রীযুক্ত যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস বাহাদুরের প্রতি ভারতভূমির অভ্যর্থনা'-নামে কবিতা ১২৮২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। যুবরাজকে 'জাতিকুল-ধনমান-প্রাণের ঈশ্বর' বলে সম্বোধন করে কবি ভারতে তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন :

কহিছে ভারতভূমি এসো এসো নাথ তুমি,
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবা পিতা কিবা মাতা কিবা পতি কিবা ভ্রাতা,
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন।

রঙ্গলালের এই দ্বিমুখী আচরণ পাঠকদের বিস্মিত করে! কিন্তু সময়কালটা ভুললে চলবে না। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ-সরকারের চাকরিজীবী ছিলেন কবি। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সনদ গ্রহণের কুড়ি বছরও পার হয়নি। এবং বিপ্লব বা প্রতিবাদ সেভাবে দানা বাঁধেনি। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই কোনো চাপে পড়ে এ জাতীয় প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। শুধুমাত্র রঙ্গলালই নন, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-সহ অনেকেই এ-জাতীয় প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখেছেন। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এই ধরনের দ্বিচারী আচরণ খুব-একটা বিরল নয়। বিরল না হওয়ার কারণ, সেই-সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রশাসন।

'পদ্মিনী-উপাখ্যান' আখ্যান-জাতীয় কাব্য। পরের তিনটি কাব্য মহাকাব্যের মতো সর্গবন্ধে গ্রথিত। কিন্তু এরই মধ্যে 'শূরসুন্দরী'-কাব্যের 'মঙ্গলাচরণ' অংশে গীতিকবিতার আভাস পাওয়া যায় :

বহুদিন দেখি নাই শান্তি মুখশশী,
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা-মসী।
....
তুমি মোর কিশোরকালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা-বিভাবরী॥

বিজনে তটিনীতটে শষ্প শয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রম হরি॥

এই কবিতায় রঙ্গলাল কবিতা-সুন্দরীর দেখা পেয়েছেন। এই 'কবিতাসুন্দরী' বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' তথা 'জীবনদেবতা'র অগ্রবর্তিনী।

রঙ্গলাল কেবলমাত্র ইংরেজিনবিশই ছিলেন না, তিনি সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনুবাদও করেছেন। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যের পদ্যানুবাদ করেছেন আগেই। এছাড়া 'কুমারসম্ভব'-ও অনুবাদ করেছিলেন—তবে উল্লেখযোগ্য নয়। 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'-র পদ্য-অনুবাদে কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে :

মূল — 'দিব্যাং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দম পানীয়ং ভেকো মক্‌মকায়তে॥'

অনুবাদ — কোকিল গর্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক করে কর্দম খাইয়ে॥

'নীতিকুসুমাঞ্জলি'র দুটি ভাগে উল্লেখযোগ্য নীতিকথা আছে দ্বিশতাধিক। যেমন :

কার্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয়।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময়॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ-উদয়ে।
ভার্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে।

'ইউরোপ ও এস্যা খন্ডস্থ প্রবাদমালা' গ্রন্থে জার্মান, ইতালি, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ডাচ, ফরাসি, রুশি, চিনা, তামিল, মালয়ালম, পাঞ্জাবি, মারাঠি, হিন্দি, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষা থেকে প্রবাদ-প্রবচন অনুবাদ করেছেন। কবীরের দোঁহাও অনুবাদ করেছেন।

ভক্তিগীতি ছাড়াও রঙ্গলাল অন্য গানও লিখেছেন। কিন্তু পাঠকদের মনে তিনি স্থান দখল করে আছেন দেশপ্রেমমূলক কবিতার জন্য। তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে : 'রঙ্গলালের প্রকৃত কৃতিত্ব হইল যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন।' [ভূমিকা : আধুনিক বাংলা কাব্য : তারাপদ মুখোপাধ্যায়।]

আসলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যুগ-সন্ধিক্ষণের কবি। বাংলা কবিতাকে তিনি এক নতুন দিকে ফিরিয়েছেন। হয়তো তিনি প্রচুর রত্ন আহরণ করতে পারেননি,—তবে রত্নভান্ডার-আবিষ্কারের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। বর্তমান সংকলনে রঙ্গলালের কবিতার সঙ্গে নতুনকালের পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। আত্মবিস্মৃত আপামর-বাঙালির নিত্য-স্মরণীয় এবং প্রণম্য তিনি তাই এই প্রয়াস।

৬ ডিসেম্বর ২০০১ — কুন্তল মিত্র

সূ চি প ত্র

পদ্মিনী-উপাখ্যান (১৮৫৮)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

ভেক-মূষিকের যুদ্ধ (১৮৫৮)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

কর্মদেবী (১৮৬২)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

শূরসুন্দরী (১৮৬৮)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

কাঞ্চীকাবেরী (১৮৭২)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

নীতি কুসুমাঞ্জলি (রঙ্গলাল রচনাসংগ্রহ ১৯৫৯)

নির্বাচিত অংশের প্রথম পংক্তির সূচি

উমা (রঙ্গলাল রচনাসংগ্রহ ১৯৫৯)

বিবিধ রচনা (রঙ্গলাল রচনাসংগ্রহ ১৯৫৯)

পদ্মিনী-বর্ণন

দ্বিজ কন, "হে সুজন, কর মন সমর্পণ,
পদ্মিনীর বিচিত্র কথায়।
চৌহান কুলের দীপ, সিংহল-দ্বীপের নৃপ,
বিখ্যাত হামির শঙ্খ রায়॥
তাঁর কন্যা মনোরমা, তিলোত্তমা কিবা রমা,
পদ্মিনী-সৌন্দর্য-সার ভাগ।
ভীমসিংহে দুহিতায়, দিলেন হামির রায়,
সহ যথাযোগ্য, অনুরোগ॥
যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমনি পতি,
রাজকুলচক্রবর্তী ভীম।
ধর্মে ধর্মপুত্র, সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্যে পার্থ বিক্রমেতে ভীম॥
যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চিৎকার॥
মাধবী আকন্দ কায়, প্রকাশিত প্রতিভায়
বল তাহে কি শোভা অতুল।
আকন্দের দেহোপরে, যদ্যপি বিরাজ করে,
দেখিলে নয়নে বিঁধে শূল॥
সর্বসুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সে-রূপ প্রকৃতি তার,
কত গুণ কে কহিতে পারে,
পতিব্রতা পতিরতা, তবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃদি পদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা
মৃত-প্রায় পর পরশনে।

থাকুক সে পরশন, পরমুখ দরশন,
সহনীয় না হয় সতীর।
দৃষ্টিমাত্র সেই ক্ষণে, সবমের হুতাশনে,
দগ্ধ হয় কোমল শরীর॥
পদ্মিনীর পদ্মনেত্র, বিনোদ বিহার-ক্ষেত্র
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।
পলকেতে প্রতিপলে, বঙ্কিম কটাক্ষছলে
চারিদিকে অমৃত সঞ্চরে॥
সতীব শুভদ দৃষ্টি, করে নানা সুখ সৃষ্টি
অনলের বৃষ্টি পাপীজনে।
সতীরে হরিতে আশ, যে করে তাহার নাশ,
ভাব কি দুর্দশা দশাননে॥
পদ্মিনী রূপের নিধি, বিরলে গড়িল বিধি,
নীর-নিধি নন্দিনী সমান।
কি ছার পদ্মিনীচয়, সহ বিস-কিসলয়
পুষ্করে প্রকাশে অভিমান॥
অতুলনা রাজকন্যা, ভুবনে ভামিনী ধন্যা,
অগ্রগণ্যা রূপসী-সমাজে।
কিরূপ তাহার রূপ, কি বর্ণিব অপরূপ,
বর্ণিতে বিবর্ণ বর্ণ লাজে॥
কোন্ মূঢ় চিত্রকরে, পদ্মদেহ চিত্র কার,
করিলে কি বাড়ে তার শোভা?
কিংবা সেই কোকনদে, মাখাদলে মৃগমদে
অতি সুখ লভে মধুলোভা?
কষিত-কাঞ্চন-কায়, কিবা কার্য সোহাগায়
কিবা কার্য রসানের ছটা?
হেন মূর্খ আছে কে হে দিবে ইন্দ্রধনু-দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গঘটা?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি, প্রখর ভাস্কর ভাতি,
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে মাজি গজমুক্তাফলরজি
মাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল?
সেইরূপ ভূপজার, রূপ গুণ চমৎকার,
বর্ণনায় ব্যর্থ আকিঞ্চন।
মৃগপতি যুথপতি, দ্বিজপতি গজমতি,
তিলফুল কোকিল খঞ্জন॥

এই সব উপমার, প্রয়োজন নাহি আর,
নব-কবি-জনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা, পদ্মিনী-রূপের তুলা,
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত॥
এই শ্রুতি পূর্বাপর, যুবতীর মনোহর,
রূপ দৃষ্টে মুগ্ধ মুনি নরে।
কহ কোন নৃপ মুনি, রূপের ব্যাখ্যান শুনি,
মজিয়াছে পঞ্চশর শরে॥
পদ্মিনী রূপের যশ, পরিপূর্ণ দিক দশ,
শ্রুত মাত্র দুরন্ত যবন।
না শুনিল কারো মানা, সিংহপুরে দিল হানা,
সঙ্গে লয়ে সেনা অগণন॥"

চিতোর আক্রমণ

সাজিল সঘন, সেনা অগণন,
করিবারে রণ চলিল।
শিরোপরে তাজ যত তীরন্দাজ,
সাজ সাজ সাজ বলিল॥
ধূলায় গগন, ধূসর বরণ,
অদৃশ্য তপন হইল।
কুলবতীচয়, মনে পেয়ে ভয়,
নিভৃতে আশ্রয় লইল॥
বিষম বিশাল, মদে মাতোয়াল,
করিযূথ কাল ছুটিল।
পিঠেতে আমারি শোভে সারি সারি
তাহে ধনুর্ধারী উঠিল॥
মণি মুক্তা কাজ, ঝুলেতে বিরাজ,
রবি-ছবি লাজ পাইল।
কোমল কমল, সম মখমল,
শোভা নিরমল ছাইল॥
অগণিত বাজী, কিবা তাজি রাজী,
আসোয়ার সাজি ধাইল।
করে করবাল, পিঠে বাঁধি ঢাল,
যত সেনাপাল যাইল॥

হল হুলস্থুল করে করি শূল
কত সেনাকুল সাজিল।
শূন্য রাজপুরী, বিগত মাধুরী,
ভোঁ ভোঁ রবে তূরী বাজিল॥
চলে সেনাদল, তৃণহীন স্থল,
জলাশয়-জল শুকাল।
হেরিতে করাল, চলে পালে পাল,
নাহিক সকাল বিকাল॥
উঠে ডাক হাঁক, বাজে জয়ঢাক,
কত শত শাঁক ফুঁকিল।
সুখী কত মতে, যবন যাবতে,
হিন্দু-বধ-ব্রতে ঝুঁকিল।
দিল্লীর সম্রাট, সহ সেনা ঠাট্,
ত্যজি রাজ্যপাট মাতিল।
স্থির নহে মন, তাহাতে মদন,
নিজ সিংহাসন পাতিল॥
পদ্মিনী-স্মরণ, পদ্মিনী মনন,
পদ্মিনী জীবন দহিল।
পদ্মিনী দর্শন, পদ্মিনী শ্রবণ,
পদ্মিনী মন মোহিল॥
পদ্মিনী শয়নে, পদ্মিনী স্বপনে,
পদ্মিনী বচনে রাখিল।
সেই রূপ ধ্যান, কার রহে প্রাণ,
সেই রূপে জ্ঞান ঢাকিল॥
পদ্মিনী-উদ্দেশে, সমরের বেশে,
রাজপুত-দেশে আইল।
হয়ে কুতূহল, যত কবিদল,
ভূপতি মঙ্গল গাহিল॥
বাজে নওবৎ, সুধাবৃষ্টিবৎ,
সেনানী তাবৎ টলিল।
এমতি বাজনা, মত্ত ভীরু জনা,
সমরাগ্নিকণা জ্বলিল॥
রাজপুতনায়, কেবা কারে চায়
প্রলয়ের প্রায় করিল।
যে যাহারে পায়, লুটে নিয়ে যায়,
কত লোক তায় মরিল॥

আসি অবশেষ, চিতোরের দেশ,
সংগ্রামের বেশ জুড়িল।
নভঃস্থল ঢাকা, সহস্র পতাকা,
যেমন বলাকা উড়িল॥
বিষম কাওয়াজ, গোলার আওয়াজ,
যত গোলন্দাজ দাগিল।
মনে পেয়ে ভয়, নর নারীচয়,
ত্যজিয়ে আলয় ভাগিল॥
যবনে উল্লাস, খল খল হাস,
দুর্গ চারি পাশ ঘেরল।
ভীমসিংহ রায়, অধোভাগে চায়,
পাঠান-সেনায় হেরিল॥
ক্ষত্রিয়-নিকর, ক্রোধে গরগর,
প্রাচীর উপর চড়িল।
মারে মালসাট, যবনের ঠাট,
দুর্গের কবাট পাড়িল॥

রাজ-দম্পতির কথোপকথন

আসি ধীরে ধীরে, নিরখি পতিরে,
নেত্রনীর পদ্মিনীর।
ক্ষরে বিন্দু বিন্দু, সুধাসিক্ত ইন্দু,
হইল মুখ রুচির।
গদ গদ স্বরে, কন নৃপবরে,
"আজ কেন প্রাণেশ্বর।
হেরি হেন ভাব, স্বভাব অভাব,
অশ্রুপাত দর দর?
অধর মধুর বরণ সিন্দুর,
আজ হে পাণ্ডুর কেন?
সুধার সদন, সুধাংশু-বদন,
রাহুর গ্রাসেতে যেন॥
কেন হে উদাসী, আমি তব দাসী,
কও হে মনের কথা?
আমার কারণ, বুঝি হে রাজন্!
পেয়েছে প্রাণেতে ব্যথা?

আমারি কারণ,　　　হয় এই রণ,
দেশে এত অমঙ্গল।
আমি অভাগিনী,　　　তব সোহাগিনী
তাই হে দুঃখ প্রবল॥
যদি ওহে প্রিয়,　　　সামান্য ক্ষত্রিয়,
ঘরণী হত এ দাসী।
তবে হেন রণ,　　　দুরাত্মা যবন,
করিত কি হেথা আসি?
পরিপূর্ণ খনি,　　　কত শত মণি,
কে তার সন্ধান লয়?
ধনি-কণ্ঠহারে,　　　নিরখি তাহারে,
চোরের লালসা হয়॥
কি কব অধিক,　　　ধিক্ প্রাণে ধিক্,
শুন ওহে প্রাণাধিক।
ধিক্ এ জীবনে,　　　ধিক্ সে যৌবনে,
রূপে গুণে ধিক্ ধিক্॥
ধিক্ বিধাতায়,　　　কেন বা আমায়,
করিল লাবণ্যবতী?
দরিদ্রের দারা,　　　কুরূপা যাহারা,
আমা চেয়ে সুখী অতি॥"
এইরূপে রানী,　　　খেদে কন বাণী,
পদ্মপাণি হানি শিরে।
শুনি নৃপমণি,　　　অধৈর্য অমনি,
অভিষিক্ত অশ্রুনীরে॥
বাহু পসারিয়া,　　　আলিঙ্গন দিয়া,
রানীরে লইয়া কোলে।
অধর ধরিয়া,　　　আদর করিয়া,
কহেন মধুর বোলে॥
"কেন হে প্রেয়সি,　　　রূপসী শ্রেয়সি,
আপনায় অনুযোগ।
কিবা দোষ তব,　　　কথা অসম্ভব,
মম ভাগ্যে কর্মভোগ॥
পাইলে রতন,　　　করিয়ে যতন,
কেহ সুখে কাল হরে।
কেহ পদে পদে,　　　মজিয়ে বিপদে,
দস্যু-করে প্রাণে মরে॥

তুমি হে আমার,   প্রাণের আধার,
প্রাণ দিব তব লাগি।
যাক্ রাজ্য ধন, '   নাহি প্রয়োজন,
হই হব দুঃখভাগী॥
সব দিব ডালি,   তব কুলে কালি,
প্রাণ-সত্ত্বে না হইবে।
হাজার রাজার,   রাজ্য কোন্ ছার,
তব মূল্য কেবা দিবে?
কি কব বচন,   ক্রোধ-হুতাশন,
কহিতে জ্বলিত হয়?
তাই হে আমার,   আজ এ প্রকার,
হইয়াছে ভাবোদয়॥
শত্রু দুরাশয়,   সন্ধির আশয়,
ফেঁদেছে এ লিপি-ফাঁদ।
তবে ফিরে যায়,   দেখিবারে পায়,
যদি তব মুখ-চাঁদ।
রাজ্য নাহি চায়,   ধন-পিপাসায়,
না করে এ ঘোর রণ।
শুধু সুলোচনে,   তব চন্দ্রাননে,
নিরখিবে আকিঞ্চন॥
এ পণ তাহার,   কেমনে স্বীকার,
করিব থাকিতে প্রাণ।
গরল ভখিব,   জ্বলনে পশিব,
না সহিব অপমান॥
শুনিয়ে উত্তরে,   রানী নরেশ্বরে,
কহিছেন মৃদুস্বরে।
"কেন হে উদাস,   এরূপ নৈরাশ,
সর্বনাশ মোর তরে॥
দুষ্টের দমন,   শিষ্টের-পালন,
এই তো রাজার নীতি।
দুষ্ট নিসুদন,   না হলো সাধন,
সাধুর পালন রীতি॥
যদ্যপি যবনে,   পরাভূত রণে,
করিবারে না পারিলে।
প্রখর প্রবল,   সমর-অনল,
নিবাও সন্ধি-সলিলে॥

পাল প্রজাকুল, হয়েছে আকুল,
অনাহারে নষ্ট হয়।
একের কারণ, মনে অগণন,
এ দুঃখ কি প্রাণে সয়?
নিরখি আমায়, শত্রু যদি যায়,
সব দিক্ রক্ষা পায়।
তবে হে আমারে, দেখাও তাহারে,
নিরুপায়ে সদুপায়॥
সাক্ষাৎ আমায়, যদি দেখে রায়,
হবে তবে কুলে কালি।
দেখুক দর্পণে, ছায়া দরশনে,
বংশেতে না রবে গালি॥"
এ কথা সতীর, শুনি ভূপতির,
আনন্দের নাহি পার
অতি কুতূহলী, ধন্য ধন্য বলি,
প্রশংসা করেন তাঁর॥
"তুমি বুদ্ধিমতী, অতি সাধ্বী সতী,
রমণীর শিরোমণি।
তোমার সুযুক্তি, সুমধুর উক্তি
শ্রবণে সৌভাগ্য গণি॥
ধিক্ মন্ত্রিদল, কি করে কৌশল?
অসার গণনা করি।
তুমি দেবী-অংশ ধন্য ক্ষত্র-বংশ,
যাহে তব অবতরি॥
কিন্তু সুবদনে, এই ভয় মনে,
হইতেছে হে আমার।
মুকুরে আকৃতি, হেরিতে স্বীকৃতি,
পাবে কি সে দুরাচার?"
কহেন মহিষী, "ভাবনা ঈদৃশী,
করা হে উচিত নয়।
পরাস্ত যে জন, সন্ধি-সংস্থাপন,
তাহারি বাসনা হয়॥
রাবণ সোসর, দিল্লীর ঈশ্বর,
যদিও পরাস্ত নহে।
তার সেনাকুল, হয়েছে আকুল,
তাহারি লিপিতে কহে।

অতএব রায়, দর্পণে আমায়,
হেরিতে সম্মত হবে।
শক্র-হস্তে শেষ, মুক্ত হবে দেশ,
কুরব না রবে ভবে॥"
শুনিয়ে ভূপতি, সুযুক্তি ভারতী,
মানস প্রফুল্ল অতি।
পত্র লিখি রায়, পাঠান যথায়,
পাঠান চঞ্চলমতি॥

রানীর আর্তনাদ

"কোথা হে প্রাণের পতি, রহিলে এখন?
কি হবে আমার গতি, কে করে রক্ষণ?
কি হেতু বিপক্ষ-পুরে, করিলে গমন।
কেন দেখালে মুকুরে, দাসীর বদন?
তোমার কি দোষ নাথ, ছিল না মনন।
আমা হ'তে এ উৎপাত, হইল ঘটন॥
কেন কহিলাম হায়! এমন বচন?
দর্পণে আমায় রায়, দেখুক দুর্জন॥
ধর্মভয়হীন হেন, পাপিষ্ঠ যবন!
তাহারে বিশ্বাস কেন, করিলে রাজন॥
ভাল গেলে করিবারে, শিষ্ট আলাপন।
বদ্ধ হলে কারাগারে, ওহে প্রাণধন॥
মনে হয় চিতানলে, ত্যজিতে জীবন।
নিবাইতে চিতানলে, পারে কি দহন?
প্রাণ ত্যজিয়াছে দাসী, করিলে শ্রবণ।
তখনি হয়ে উদাসী, ত্যজিবে জীবন॥
তোমার এ দুঃখ ভাবি, স্থির নহে মন।
মরণে অনিচ্ছা ভাবি, করিয়ে স্মরণ॥
কি করিব কোথা যাব, চিন্তা অনুক্ষণ।
কেমনে নিস্তার পাব, না দেখি লক্ষণ॥
তোমা ভিন্ন শূন্যময়, নিরখি ভুবন।
তমোপূর্ণ সমুদয়, তুমি হে তপন॥
এসো নাথ অন্ধকার, কর হে মোচন।
দীপ্তিহীন হে আমার, হয়েছে লোচন॥"

এইরূপে রাজদারা, করেন রোদন।
অবিরত অশ্রুধারা, বরিষে নয়ন।।
দীর্ঘশ্বাস সমীরণ, ঘন প্রবহণ।
শিরে করাঘাত স্বন, বজ্র নির্ঘোষণ।।
ললাটেতে বার বার, প্রহারে কঙ্কণ।
রণৎকার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন্ ঝন্।।
তাহে রুধিরের ধার, হতেছে পতন।
যেন বিজলীর হার, দেয় দরশন।।
আলুয়িত চারু বেণী, কবরী-বন্ধন।
কিবা ঘন ঘন শ্রেণী, ছাইল গগন।।
কভু যেন পাগলিনী, করেন ভ্রমণ।
যথা ভ্রমে কুরঙ্গিণী, দাবদগ্ধ বন।।
ধূলায় ধূসর তনু, নিন্দিয়া কাঞ্চন।
প্রভাতকালের ভানু, মেঘে আচ্ছাদন।।
পরিপূর্ণ শোক-স্বরে, নৃপ নিকেতন।
চারিদিকে খেদ করে, সহচরিগণ।।

ভীম সিংহের পরিত্রাণ

হেথা ভীমসিংহ রায় দেখিয়া স্বাক্ষর।
কিছুকাল মূর্চ্ছিত ছিলেন মহীপর।।
মোহভঙ্গে পুনর্বার বাড়িল যাতনা।
চক্ষে অশ্রু সহ শোভে ক্রোধ-অগ্নিকণা।।
এ কি বিপরীত ভাব জলে অগ্নি জ্বলে।
কবি কহে বিজলী চমকে মেঘদলে।।
মোহ-মেঘে ক্রোধ-সৌদামিনী দেয় দেখা।
সেই হেতু জলে জ্বলে অনলের রেখা।।
ভাবে রায় "হায় হায় কি করি উপায়।
পদ্মিনী অসতী হয়ে বঞ্চিল আমায়।।
এত দিনে শাস্ত্র মিথ্যা হইল নিশ্চয়।
অবলা সরলা জাতি কোন্ মূঢ় কয়?
প্রতারিতে আমারে তাহার ছিল মনে।
সেই হেতু বলেছিল দেখাতে দর্পণে।।
ধিক্ ধিক্ পদ্মিনী ধরিলি মিছে নাম।
কামচরী নিশাচরী সম তোর কাম।।

কঠিন হৃদয় তোর কঠোর পাষাণ।
তোর মায়া, রাক্ষসীর মায়ার সমান॥
তোর চেয়ে নিশাচরী রাখে ধর্মভয়।
হিড়িম্বার পতিভক্তি কথা সুধাময়॥
তুই লো নিদয়া অতি সূর্পণখা সমা।
মায়ায় মোহিয়ে মন ছিলে মনোরমা॥"
পুনর্ব্বার ভাবে মনে "এমন কি হয়।
আমারে বঞ্চিয়া যাবে যবন নিলয়?
কোন্ দোষে দোষী আমি তাহার নিকটে?
কভু নহি অপরাধী প্রকাশ্য কপটে?
লিখেছে প্রথমে আসি দেখিবে আমায়।
জনমের মত তাহে লইবে বিদায়॥
এ কথার ভাব কিছু বুঝিতে না পারি।
কেন বা আসিবে আর, যদি হবে তারি?
বুঝি মম মনোব্যথা বাড়াইয়ে তায়।
একেবারে জ্ঞানশূন্য করিবারে চায়॥
আমারে করিয়া ক্ষিপ্ত, লিপ্ত হবে সুখে।
ক্ষণমাত্র সন্তাপিত না হইবে দুঃখে॥
এমনকি হবে কভু তার অভিপ্রায়।
তবে কেন লিখিয়াছে লইবে বিদায়॥
বিশেষত লিখিয়াছে করি আবিষ্কার।
সঙ্গেতে সহস্র দাসী আসিবে তাহার॥
জনেক কি সাধু নাই তাহার ভিতর?
একেবারে ধর্ম কি হয়েছে দেশান্তর?
অবশ্য ইহার আছে গূঢ় অভিপ্রায়।
মম ত্রাণ হেতু কোন করেছে উপায়॥
যে হোক্ রহিল প্রাণ এই প্রতিজ্ঞায়।
পদ্মিনী আসিবে যবে লইতে বিদায়॥
ধরিয়ে রাখিব দিয়ে দৃঢ় আলিঙ্গন।
কোন মতে ছাড়িব না থাকিতে জীবন॥
তাহে যদি প্রাণ যায় কিবা দুঃখ তায়?
জীবন ত্যজিব নিজ রমণীর দায়?
করিব আপন কর্ম যথাধর্ম-নীতি।
সে ভুগিবে যোগ্য ফল যার যে প্রকৃতি॥"
এখানে পদ্মিনী সতী অন্তরে বিচারি।
ধরিলেন সামরিক বেশ মনোহারী॥

দুই স্কন্ধে প্রলম্বিত যুগ্ম শরাসন।
কটিতটে খর করবাল সুশোভন॥
করে ধরিলেন শূল অতি খরশান।
পৃষ্ঠে বাঁধা অসি চর্ম, বর্ম পরিধান॥
ধরণী-চুম্বিত চারু বেণী চিকণিয়া।
বিচিত্র কিরীটে বদ্ধ করে বিনাইয়া॥
হইল অপূর্ব শোভা কি কব বিশেষ।
যেন জগদ্ধাত্রী দেবী সমরে প্রবেশ॥
ধন্য রাজ্যপুত্র-দেশ বীরত্ব-আশ্রম।
ধন্য ধন্য রাজপুত্র-বংশ পরাক্রম॥
যেই বংশে অবতীর্ণ বীর-প্রসূ সবে।
ধর্ম অনুরাগে মাতে সমর-আসবে॥
দূরে ফেলি বেশভূষা গন্ধ বিলেপন।
দূরে ফেলি বীণার বাদন-বিনোদন॥
লাজ-ভয় পরিহরি ধরি প্রহরণ।
আরোহি তুরঙ্গোপরি করে ঘোর রণ॥
বীণার বাদন চেয়ে তাদের নিকটে।
রণবাদ্য সে সময় আনন্দ প্রকটে॥
স্বভাবত যাহাদের সদা ভীত মন।
ভীরু কুরঙ্গের তুল্য যুগল নয়ন।
কুসুম-চয়নে যারা শ্রান্তিমতী হয়।
কোমলা অবলা বলি যাহাদের কয়॥
হেন সুকুমারী নারী রণ-রঙ্গে ধায়।
অক্ষয় বংশের ধর্ম, কিছুতে কি যায়॥
ধন্য রাজপুত্র-দারা সাহস সুন্দর।
কত পুরাবৃত্তের তার ব্যাখ্যা মনোহর॥
দেখে যদি সেনাপতি স্বীয় প্রাণেশ্বর।
সমরে শত্রুর করে ত্যজে কলেবর॥
সে সময় অশ্রুজল না করে মোক্ষণ।
পতি-পদ ধরি করে সেনার চালন॥
যদি কেহ পলায় নিস্তার নাহি তার।
দলে দলে গিয়া করে শত্রুর সংহার॥
পতি-ঋণ পরিশোধ-করণতৎপর।
রাজপুতনারী তুল্য কে আছে অপর!

এইরূপে পদ্মিনী প্রাণেশ-পরিত্রাণে।
চলিলেন শত্রুর শিবির-সন্নিধানে॥

আজ্ঞা পেয়ে নারীবেশ ধরে সেনাগণ।
পুষ্প-কোলে লুকাইল বরটা যেমন।
ভিতরে কবচ আঁটা উপরে ঘাগরা।
উড়ানিতে ঢাকে মুখ বীর-চিহ্ন ভরা।।
রমণী পুরুষ সাজে, পুরুষ রমণী।
যাহার কৌশল, ধন্য ধন্য সেই ধনী।।
শুভক্ষণে করে রানী শিবিকারোহণ।
চারি দিকে ছদ্মবেশে যত সেনাগণ।।
পদ্মিনীর আগমন-সংবাদ পাইয়া।
অতি সুখী দিল্লীপতি দুরু দুরু হিয়া।।
শিবিরে দিতেছে ঢেঁড়ি, যত সৈন্যদলে।
"আজি সবে রত হও আনন্দ-মঙ্গলে।।
পাঠাও নিশান ডঙ্কা পদ্মিনীর সম্ভ্রমে।
ত্রুটি মাত্র যেন নাহি হয় কোন ক্রমে।।
বচহ বিবিধ ফুলে ফটক সুন্দর।
ছিটাও সকল পথে গোলাব আতর।।
করহ আতসবাজী অশেষ প্রকার।
নৃত্য গীত বাদ্যভাণ্ড যা ইচ্ছা যাহার।
এরূপে পদ্মিনী-মন মোহিবারে শাহ্।
সেনার সাগরে তোলে আনন্দ-প্রবাহ্।।
হেন কালে মহিষী আসিয়ে উপনীত।
চারি দিকে সহস্রা শিবিকা সুবেষ্ঠিত।।
প্রহরী সকলে গেল নৃপে পরিহরি।
পতি-কারাগারে ধীরে প্রবেশে সুন্দরী।।
দেখি ভীম, ভীমবেশে ভামিনী রমণী।
হইলেন একেবারে বিস্মিত অমনি।।
ভাবিছেন কি ভাব প্রভাব পদ্মিনীর।
বীরবেশে ঢাকি কেন কোমল শরীর?
নিশ্চয় এসেছে মম উদ্ধার কারণ।
আমি তারে বৃথা নিন্দিলাম এতক্ষণ।।
এইরূপ নব ভাব মানসে উদয়।
পূর্ব-প্রতিকূল ভাব পাইল বিলয়।।
প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে।।
সাদরে লইয়া কোলে মৃগলোচনায়।
তুষিছেন কত মত মধুর কথায়।

রানী কন "হে রাজন্, নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয়॥
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রু-হস্তে মুক্ত করি আগে॥"
এত বলি চারুনেত্রা পতি-কর ধরি।
বেগে ধান শত্রুর শিবির পরিহরি॥
অদূরেতে সুসজ্জিত ছিল দুই হয়।
দম্পতি উঠেন তায় অভয় হৃদয়॥
খরতর তুরঙ্গ ছুটিল তীরপ্রায়।
পবনেরে উপহাস করি কিবা ধায়॥
যেই অশ্বে ছিলেন ভূপতি গুণধাম।
বিখ্যাত কেশর-কোল সে অশ্বের নাম॥
পলকেতে পয়স্বিনী-পারে যেতে পারে।
কলিত কেশর চারু চামর আকারে॥
পদ্মিনীর প্রিয় হয় শ্রীপঞ্চ-কল্যাণ*।
বাজার সমাজে সেই প্রধান শ্রীমান্॥
অসিত বরণ যেন দলিত অঞ্জন।
কিবা অপরূপ গতি নয়ন-রঞ্জন॥
চলিল যুগল অশ্ব, দম্পতি লইয়া।
প্রভু-পরিত্রাণ হেতু প্রফুল্ল হইয়া॥
মধ্য দিয়া যায় ঘোড়া, দুই পাশে যান।
শত্রুর শিবিরে কেহ না পায় সন্ধান॥
চপলার প্রায় তেজে প্রবেশে নগরী।
পতিসহ পুরী-প্রাপ্ত পদ্মিনী সুন্দরী॥

বাদশাহের সমর-বিজয়

বল বল বলে ধরাতলে,
লোকবল বল মাত্র ফলে।
সেই বলে যেই বলী, বলবান্ তারে বলি
যদি বল প্রকাশে কৌশলে॥
ধৈর্য, বীর্য সাহস সম্বল,
কি করিবে শুদ্ধ এ সকল?

* যে অশ্বের পাদ-চতুষ্টয় এবং নাসিকোর্দ্ধভাগ শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার নাম পঞ্চ-কল্যাণ।

কত ক্ষণ থাকে ধৈর্য,		কতক্ষণ বীর্য স্থৈর্য,
কতক্ষণ শরীরের বল?
বলাধান প্রধান মাতঙ্গ,
তৃণদল বাঁধে তার অঙ্গ।
সুরাসুর একমতে,		মন্দরে সাগর মথে,
রজ্জু যাহে বাসুকি ভুজঙ্গ॥
একতায় হিন্দু-রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি,		পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন?
এখানেতে দিল্লীর সম্রাট,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট।
যেন পঙ্গপালদল,		ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ কিবা ঘাট বাট॥
রাজপুত-সেনানী হাজার,
পদাতিক চারিগুণ তার।
শত্রুসংখ্যা অগণন,		তাহাতে সম্মুখ-রণ,
কতক্ষণ করিবেক আর?
অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে,		যুদ্ধ করি প্রাণপণে
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন॥
বিক্রমেতে এক এক বীর,
কত শত কাটি শত্রুশির।
শরাঘাতে জরজর,		শক্তিশূন্য কলেবর,
পরিশেষে ত্যজিল শরীর॥
চিতোরের সেনানী প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্।
বিনাশি সহস্র অরি,		খর শর-শয্যা করি,
ভীষ্ম প্রায় ত্যজিলেন প্রাণ॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর।
বাদল তাহার নাম,		বীরত্ব ধীরত্ব ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর॥
চপলার প্রায় যথা তথা,
অতি বেগে ধায় মহারথা।

যেন প্রলয়ের ঝড়ে, অসংখ্য যবন পড়ে,
বিক্রমের কি কহিব কথা?
সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর।
নাহি স্থান নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে যবন-নিকর।
নব অনুরাগের অনল,
প্রজ্বলিত মানস-কমল।
তুরঙ্গে ত্বরিত ছোটে, খর শর অঙ্গে ফোটে,
নহে মাত্র তাহাতে বিকল।।
হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হয়ে রণস্থলে।
মুখে শব্দ "মার মার" বাদলের চারিধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে।।
যথা ব্যূহ রচি সপ্ত রথী,
অভিমন্যে বদ্ধ করে স্বথি।
সেইরূপ বাদলেরে, ঘেরিলেক কত ফেরে,
রাজপুত্রসেনা সিন্ধু মথি।।
বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্মে চর্মে ঠেকে বান, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায়।।
হেন কালে নিশা আগমন,
অস্তাচলে চলিল তপন।
তিমিরে পূরিল বিশ্ব, কিছুই না হয় দৃশ্য,
অস্থির হইল সেনাগণ।।
একে শরাঘাতে হতবল,
তাহে ক্ষুধা তৃষায় চঞ্চল।
সর্বাঙ্গে রুধির ঝরে. ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে
কাতর হইল সৈন্যদল।।
বীর শিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া।
জীবনাশা পরিহরি, এক দিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জিয়া।।
ব্যূহভেদ করি শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায়।

অতিশয় ক্লান্ত-দেহে,　　　যেমন প্রবেশে গেহে,
　　মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায়॥
　　হেরি পুরবাসিনী সকলে,
　　"হায় কি হইল" সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি,　　　নয়নের জলে ভাসি,
　　ধূলায় লুটায় সেই স্থলে॥
　　কতক্ষণ গতে এ প্রকারে,
　　মোহ ত্যাগ করায় তাহারে।
প্রকাশি নয়নাম্বুজ,　　　প্রসারিল দুই ভুজ,
　　জননীর কোলে যাইবারে॥
জননী অমনি তায়,　　　মণি প্রাপ্ত ফণী প্রায়,
　　কোলে লয় চুম্বিয়ে বদনে।
বলে "ওরে বাছাধন,　　　হেরিব ও চন্দ্রানন,
　　এমন ছিল না আর মনে॥
হাঁ রে একি অসম্ভব;　　　কাল-প্রায় শত্রু সব,
　　তুই অতি বয়সে শৈশব।
কেমনে করিলি রণ?　　　দুরন্ত যবনগণ,
　　কালানল প্রায় সে আহব॥
করি প্রায় তারা বলী,　　　তুই রে কমলকলি
　　সুকোমল ননীর পুতলী।
ভাবিয়াছি এতক্ষণ　　　বুঝি ওরে বাছাধন,
　　ফাঁকি দিয়ে গিয়াছ রে চলি॥
শর বিদ্ধ দেহময়,　　　ইহা কিরে প্রাণে সয়?
　　রুধির বহিছে ধীরে ধীরে।
বিধি কি পাষাণ দিয়ে,　　　গঠিল যবন-হিয়ে,
　　ধিক্ ধিক্ ধিক্ যত বীরে॥"
প্রবোধিয়ে জননীরে,　　　কহিছে বালক ধীরে,
　　"তব গর্ভে জন্মেছি যখন।
বিধাতা আমার ভালে,　　　লিখিয়াছে সেই কালে,
　　আমার ব্যবসা হবে রণ॥
ধরাধামে ক্ষত্রিবংশ,　　　শৌর্য-বীর্য অবতংস,
　　তাই প্রিয় জ্ঞান করি তারে।
শত্রু-হস্তে মুক্ত দেশ,　　　যশোলাভ হয় শেষ,
　　কত গুণ কে কহিতে পারে?
রণে যেই ত্যজে প্রাণ,　　　ধন্য সেই পুণ্যবান্,
　　কেবল কৈবল্য তার স্থান।

জীবনে মরণে যশ, পরিপূর্ণ দিগ্‌দেশ,
কভু তার নাহি অবসান॥"
এইরূপ আলাপনে, প্রসূতি পুত্রের সনে,
সুখে কাল করেন হরণ।
হেন কালে দ্রুত-গতি, গোরার প্রেয়সি সতী,
তথা আসি দিল দরশন॥
শ্রাবণের ধারাকারা, নয়নে বহিছে ধারা,
পতির সংবাদ জানিবারে।
বাদলে লইয়ে কোলে, কহিছে মধুর বোলে,
বিম্বাধর চুম্বি বারে বারে॥
"কহ ওরে বাছাধন, কেমন হইল রণ,
কোথা তোর পিতৃব্য এখন?
একত্রে দুজনে গেলি, একা ঘরে ফিরে এলি,
তিনি কি রে হলেন নিধন?"
বাদল কহেন "মাতা" আজ নিদারুণ ধাতা,
চিতোরের সর্বনাশ হেতু।
হরিল সকল গর্ব, ক্ষত্রকুল হলো খর্ব,
ভাঙ্গিয়াছে বীরত্বের সেতু॥
কিন্তু খুল্লতাত মোর, যেরূপ সংগ্রাম ঘোর,
করিলেন কহিতে ভয়াল।
সেরূপ বীরত্ব আর, ধরাধামে হওয়া ভার,
খ্যাতি তাঁর রবে চিরকাল॥
আমি শিশু ক্ষুদ্রমতি, রণ-রীতে অজ্ঞ অতি,
কিছু কাল ছিলাম দোসর।
আমার বিপদ দেখি, যুঝিলেন যে একাকী,
প্রবেশিয়ে শত্রুর ভিতর॥
সংগ্রাম হইল ভারী, অসংখ্য বিপক্ষ মারি,
সহস্র আঘাতে জরজর।
শত্রু শবে শির রাখি, শরজালে অঙ্গ ঢাকি,
কালনিদ্রাগত বীরবর॥"
পতির নিধনবাক্যে, অশ্রুধারা সরোজাক্ষে
স্থগিত হইল সেই ক্ষণ।
কাতরা না হয়ে সতী, হৃদয় প্রফুল্ল অতি,
বাদলেরে কহিছে বচন॥
"কি হেতু বিলম্ব আর? রাখ ধর্ম ব্যবহার,
শুন ওরে প্রাণের নন্দন।

আমার বিলম্বে পতি, হবেন চঞ্চলমতি,
কর শীঘ্র চিতা আয়োজন॥
কিরূপে রে যাদুমণি! সেই বীর চূড়ামণি
শত্রু সহ করিলেন রণ।
এই কথা শুনিবারে, এতক্ষণ দেহাগারে,
ওরে বাছা রেখেছি জীবন॥”
এত বলি গৃহে গিয়া, চিতা-সজ্জা সাজাইয়া
দিবাকরে করিয়ে প্রণতি।
প্রদক্ষিণ করি চিতা, অনলে যেমন সীতা,
সাহসে প্রবেশে পুণ্যবতী॥

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়!
এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয়॥
তখনি জ্বলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয়?
অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ॥
চল চল চল সবে, সমর-সমাজ হে,
সমর-সমাজ।

রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
ক্ষত্রিয়ের কাজ।।
আমাদের মাতৃভূমি রাজপুতানার হে,
রাজপুতানার।
সকল শরীরে ছুটে রুধিরের ধার হে,
রুধিরের ধার।।
সার্থক জীবন আর বাহু-বল তার হে,
বাহু-বল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।।
কৃতান্ত-কোমল-কোলে আমাদের স্থান হে,
আমাদের স্থান।
এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
হইব শয়ান।।
কে বলে শমন-সভা ভয়ের নিধান হে,
ভয়ের নিধান?
ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম বেদের বিধান হে,
বেদের বিধান।।
স্মরহ-ইক্ষ্বাকু বংশে কত বীরগণ হে,
কত বীরগণ।
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন।।
স্মরহ তাঁদের সব কীর্তি-বিবরণ হে,
কীর্তি-বিবরণ!
বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে?
ক্ষত্রিয়-নন্দন?
অতএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
চল ত্বরা যাই।
দেশহিতে মরে যেই, তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।।
যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে,
চিতোর না পাই।
স্বর্গসুখে সুখী হব, এসো সব ভাই হে,
এসো সব ভাই।।

সহচরীদিগের প্রতি উৎসাহ বাক্য

এসো এসো সহচরিগণ,
এসো সহচরিগণ।
হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ॥
ধর সবে মনোহর বেশ,
বাঁধ বিনাইয়ে কেশ।
চলহ অমরাবতী করিব প্রবেশ॥
ওরে সখি আজি রে সুদিন,
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ॥
আজি অতি সুখের দিবস,
পাব সুখ-মোক্ষ যশ॥
বিবাহের দিন নহে এ-রূপ সরস।
পরিণয় প্রমোদ-উৎসবে,
ভেবে দেখ দেখি সবে।
পতি যে পদার্থ কিবা কে জানিতে তবে?
সবে তবে ছিলে লো বালিকা,
যথা মুদিতা মালিকা।
অলি যে আনন্দদাতা জানে কি কলিকা?
সকলেতে জেনেছ এখন,
পতি অতি প্রাণধন।
যার জন্যে যুবতীর জীবন যৌবন॥
হেন ধন নিধন অন্তরে,
এই ছার কলেবরে।
রাখিবে এ ছার প্রাণ আর কার তরে?
বিশেষত যবনের ঠাঁই,
কোনরূপে রক্ষা নাই।
ভাবিলে ভাবীর দশা মনে ভয় পাই॥
সতীত্ব সকল ধর্ম্ম সার,
যার পর নাই আর।
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার॥
অতএব এসো লো সকলে,
গিয়ে প্রবেশি অনলে।
যথা পতি তথা গতি লোকে যেন বলে॥

স্বর্গগত রাজপুত্র সবে,
প্রাণ ত্যজিয়া আহবে।
বিহরিছে নিত্যধামে আনন্দ উৎসবে॥
তোমাদের আসার আশায়
আছে চাতকের প্রায়।
তোমরা জগতে রবে কার ভরসায়?
সকলের পরীক্ষা হইবে,
ভাল ঘোষণা রহিবে।
কে কেমন পতিব্রতা লোকেতে কহিবে।
এসো যাই অমর-নগরে
সবে আনন্দ অন্তরে।
বিলম্ব উচিত নহে এসো লো সত্বরে॥
এত বলি নৃপতিললনা,
পতিভক্তি পরায়ণা।
দিবাকরে করে স্তব কুরঙ্গনয়না॥

স্তোত্র

"জয় সুরপতি ভাস্কর!
সমুদয় সুখ-পুষ্কর!
ধরম-করম-রক্ষক!
সকল-চরিত-লক্ষক!
কলুষ-কলস-ভেদক!
ভব-ভয়-চয়-ছেদক!
সুমতি-সুরতি-চালক!
সুবিনত জন-পালক!
তিমির-তুহিন-মোচন!
জয় জয় বিভুলোচন!
ফুল-ফল-দল-জীবন!
জলধর-তনু-সীবন!
খরতর-কর-বর্ত্তন!
জয়দ জয় বিকর্ত্তন!
উদয়-অচল-শোভন!
কমল-নলদ-লোভন!

নৃপকুল-চয়-আকর!
প্রণত পতিত, যা কর!
মুহি তুহ কুল-কামিনী।
হর মম দুখ-যামিনী।"
পরে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করি,
পতি-পদাম্বুজ হৃদয়ে স্মরি।
প্রবেশে প্রোজ্জ্বল চিতা সাহসে নির্ভরি॥
অস্তাচলে করিলে গমন,
যথা রোহিণী-রমণ।
একে একে প্রভাতে অদৃশ্য তারাগণ॥
সেইরূপ পদ্মিনীর পর
পুরবাসি-ললনানিকর।
অনলে প্রবেশ করি ত্যজে কলেবর॥
হলো অতি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ভাবে শিহরে অন্তর।
প্রচণ্ড দহন-শিখা পরশে অম্বর॥
চট্ চট্ মহাশব্দময়,
ধূমপূর্ণ পুরীময় হয়।
চন্দন-গুগ্‌গুলু-গন্ধে সমীরণ বয়॥
রণস্থলে ভীমসিংহ রায়,
অগ্নি দেখিবারে পায়!
জানিল পদ্মিনী সতী ত্যজিলেন কায়॥
যেন নিষাদের খর শরে,
জরজর কলেবরে।
মৃত্যুকালে কুরঙ্গ গরজে ঘোর-স্বরে॥
তাহে যদি করে দরশন,
কুরঙ্গিনীর নিধন।
বিষম বিক্রম মৃগ প্রকাশে তখন॥
সেইরূপ মহারাণা ভীম,
হৃদে সন্তাপ অসীম।
চরম সময়ে যুদ্ধ করে অতি-ভীম॥
কত শত শত শত্রু পড়ে,
যেন প্রলয়ের ঝড়ে।
পতিত অসংখ্য তরুস্খলিত শিকড়ে।
অবশেষে শক্তিশূন্য কায়,
সিন্ধুছাড়া তিমি প্রায়
পড়িল বীরের চূড়া ভীমসিংহ রায়॥

দীর্ঘ ত্রিপদী

কহে ব্রহ্মা, "একি দায়, অকালে প্রলয় প্রায়,
রুধির সমুদ্র সমুদ্ভব!
শব দেহ স্তূপে স্তূপে, দৃশ্য গিরি শ্রেণীরূপে,
অসম্ভব অদ্ভুত আহব॥
এক দিবসের রণে, হেন কাণ্ড ত্রিভুবনে
কভু না দেখিল কোন জনে।
বহু দিনে হেন-ভাব, হয়েছিল আবির্ভাব,
দাশরথি দশানন রণে॥
অসিত বরণধর, সূচীমুখ বীরবর,
সূচী শরে ছাইছে গগন।
সরোবরে পড়ে শর, ভেক দলে হাহাস্বর,
তরঙ্গ বহিছে ঘন ঘন॥
হেন অনুভব হয়, ভেক জাতি হবে ক্ষয়,
কোন মতে নাহি দেখি ত্রাণ।
কি দেখহ দেবগণ! মম দৃষ্টি সংহরণ,
ইহাতে আমারি অপমান॥
যদ্যপি তোমরা কেহ, কৃপা দৃষ্টি নাহি দেহ,
ভেককুল হইবে নির্মূল।
অতএব বাক্যধর, কেহ হয়ে অগ্রসর,
সেই পক্ষে হও অনুকূল॥
সাজ গো চামুণ্ডা রঙ্গে! দল বল লয়ে সঙ্গে,
মূষিকের দর্পচূর্ণ কর।
তব চন্দ্রহাস ধারে, কভু কি থাকিতে পারে,
বর্বরের গর্ব ঘোরতর॥
অথবা হে ষড়ানন! দেব সেনা বিমোহন,
ভেক প্রতি করুণা প্রকাশ।
নিপাতিয়ে সূচীমুখে, রক্ষা কর মৃত্যুমুখে,
নিপতিত মণ্ডূক সঙ্কাশ।"

এত বলি বসে বিধি হয়ে খিন্নমতি।
উত্তরে কহিছে তবে দেব সেনাপতি॥
"অবধান কর দেব আমার বচন।
এই যুদ্ধ অগ্রসর হবে কোন জন?
কাহারো না সাধ্য হবে হইতে সহায়।
এ যুদ্ধ সামান্য নহে প্রলয়ের প্রায়॥
এক এক মূষাবীর অগ্নি অবতার।
প্রবেশি সমর ক্ষেত্রে করে মহামার॥
আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ দেবরাজ।
মূষিকে নিবৃত্ত করা তাঁহাবই কায॥"
কুমাবের কথা শুনি মবালবাহন।
বাসবেরে ইঙ্গিত করেন সেই ক্ষণ॥
সাজিলেন দেবরাজ মেঘগণ সঙ্গে।
বহে উনপঞ্চাশ পবন নানা রঙ্গে॥
ঐবাবতে থাকি ইন্দ্র মূষা লক্ষ্য করি।
ছাড়িল বিষম বজ্র দেব গুরু স্মবি॥
চমকে চপলা বালা করি চক্‌মক্।
উঠিল ভেকের পুরে শব্দ মক্‌মক্॥
কাঁপিল উন্দুর সেনা কুলিশ নির্ঘোষে।
তথাপিও ভেক প্রতি ধায় বোষে রোষে॥
দেখিয়ে সে ভাব সুচিন্তিত দেবগণ।
হেনকালে দেখ সবে দৈব নির্বন্ধন॥
জলদের আগমনে ছাড়ি সরোবর।
উঠিলেক এক জাতি, ভেক হিতকর॥
সুকঠিন বর্মধর বজ্রের সমান।
লাগিল বিপক্ষ বাণ হয় খান খান॥
কূর্মাবৃতি কলেবর বক্রভাবে চলে।
চারিদিগে সুখর নখর অস্ত্রছলে॥
জোড়া জোড়া কাঁচী শোভে মুখের দু-পাসে
স্বভাসত মাংসোপরি অস্তি পবকাশে॥
প্রতিপদে, পদে পদে গ্রন্থি বহুতর।
বক্ষস্থলে শোভে চক্ষু কৃষ্ণ নিভাধর॥
আঁটা সাঁটা গাঁটা গোঁটা দৃঢ় দেহ ধরি।
দুই পাশে আছে দশ চবণ বিস্তারি॥

দুই দিগে দুই মুখ দৃশ্য শোভাকর।
কর্কট নামেতে খ্যাত পৃথিবী ভিতর।।
দেবলোকে যোগ্য নাম অবশ্যই আছে।
জীবের বিকৃত নাম আমাদেরি কাছে।।
এদেশে কর্কট সেনা উঠি চারি ভিতে।
ঘেরিল উন্দুর দলে ভেকদের হিতে।।
দাঁড়ায় দাঁড়ায় ধরে আঘুর শরীর।
ল্যাজকাটা হয়ে ছুটে কত শত বীর।।
কেহ বা হারায়ে পদ পলাতে না পারে।
গড়াগড়ি যায় সেই সরোবর ধারে।।
স্তূপে স্তূপে অস্ত্র শস্ত্র পড়ে যথা তথা।
পলায় মূষিক দল, মুখে নাহি কথা।।
ভয়েতে বাড়িল ভয় ভেবাচেকা হয়ে।
ভঙ্গ দিয়ে যায় নিজ নিজ প্রাণ লয়ে।।
কেহ কেহ শ্রান্ত হয়ে গর্ত অন্বেষিয়া।
নিমিষে ঢুকিয়া তায় রহে লুকাইয়া।।
হেনকালে অস্তাচলে চলিল তপন।
ঘোরতর তিমিরে পূরিল ত্রিভুবন।।
এইরূপে এক দিনে এহেন সমর।
সত্ত্বত সমাপ্ত হলো বর্ণিতে বিস্তর।।
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা কে খণ্ডিতে পারে।
পাত্র ভেদে এইরূপ ঘটে এ সংসারে।।

কর্মদেবী
১৮৬২

প্রথম সর্গ

যশল্মীর-অন্তঃপাতী, দেশেছিল ভট্টিজাতি,
অধিপ অনঙ্গদেব তার।
পুগল দেশের নাম, তাঁর পুত্র গুণধাম,
সাধুনামা, বিক্রম-আধার॥
মহা পরাক্রান্ত বীর, কভু নহে নতশির,
প্রতাপেতে প্রখর তপন।
সঙ্গে সব সহচর, শূরবীর পরিকর.
প্রভুর সেবায় প্রাণপণ॥
হঠ-ধর্মে হর্ষ অতি, হঠ্ হঠ্ সদাগতি,
সদাগতি পরাভূত তায়।
দড় বড় দড় বড়, অশ্বচালনায় দড়,
ছোট বড় জানা নাহি যায়॥
হয় যবে মনোরথ, পাঁচ দিবসের পথ,
পাঁচ দণ্ডে উপনীত হয়।
ধনিক বণিকগণ, ভীত-চিত্ত অনুক্ষণ,
কখন আসিয়া লুটে লয়॥
বাল বৃদ্ধ-বনিতারে, সদা তোষে সদাচারে,
যথা সমাদরে রক্ষা করে।
কিন্তু মিলে সমযোগ্য, সমররসের ভোগ্য,
একেবারে ভীমবেশ ধরে॥
বিশেষ যবন প্রতি, সরোষ আক্রোশ অতি,
জ্বলিতাঙ্গ হয়ে একেবারে।
লাফ নিয়ে চড়ে ঘাড়ে ভূমিতলে টেনে পাড়ে,
শতখণ্ড করে তরবারে॥
পূর্বদিকে বিষ্ণুপদী, পশ্চিমেতে সিন্ধুনদী,
সাধুর শূরত্ব অধিকার।
বিনশন* মহাটবী, যথা খর রবি-ছবি,
মরীচিকা করে আবিষ্কার॥

ব্যাপিয়া বৃহৎ দেশ, নাহি বারি-বিন্দু-লেশ,
নাহি ছায়া নাহি তরু লতা।
দূর থেকে দৃষ্ট হয়, অপরূপ জলাশয়,
তাহে চারু তটিনী সঙ্গতা॥
তটে পুষ্প-উপবন, শোভা পায় সুশোভন,
বৃক্ষ-বল্লী ছায়া করে দান।
শ্রান্ত-পান্থ চিত্তহর, নয়নের তৃপ্তিকর,
ভাল বটে, ভানুর এ ভাণ॥
ধন্য সে নন্দিনী তাঁর, মরীচিকা নাম যার,
মিথ্যায় সত্যের দেয় বোধ।
এইরূপ মিথ্যাদৃষ্টি, এ জগতে করি সৃষ্টি,
মহামোহ জ্ঞান করে রোধ॥
সাধু এই বিনশনে, সহচরগণ সনে,
অনায়াসে করিত ভ্রমণ।
মরীচিকা তুচ্ছ করি, ভয়ানক বেশ ধরি,
করেছিল গহন শাসন॥
পাঁচ হাতিয়ার ধরা, আপাদ মস্তকপরা,
অয়স রচিত পরিচ্ছদ।
সুশোভিত সন্নহন, শব্দ হয় ঝন্-ঝন্,
ঝক্ মক্ ঝলক বিশদ॥
শীতল কঠোর ধর্ম, অসিচর্ম আর বর্ম,
সাজ সজ্জা তাহাই সকল।
ঢালেতে রাখিয়ে শির, নিদ্রা যেত যত বীর,
কিছুমাত্র না হয়ে বিকল॥
সেই ঢালে পিত জল, সেই ঢালে খেত ফল,
সেই ঢালে ভোজন-ভাজন।
কটিতটে চন্দ্রহাস,** চন্দ্রহাস পরকাশ,
তাহে সিদ্ধ নানা প্রয়োজন॥
দিবানিশি এক সাজ, অভিপ্রেত এক কাজ,
অস্ত্র শস্ত্র তিলেক না ছাড়ে।
বীর-রসে বিচক্ষণ, তাই মাত্র আলাপন,
উগ্রতা অনল হাড়ে হাড়ে॥

---

* কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমান্তরাল।

** তরবারি বিশেষ।

এত যে উগ্রতা রস,　　　　কিন্তু কামিনীর বশ,
শিব যথা শৈলজার প্রতি।
অবলার অনুরাগ,　　　　অন্তরে সোহাগ যাগ,
সতীর সেবায় রতি মতি॥
যথা শিলা-সন্নিধান,　　　　বিতরে মধুর ঘ্রাণ,
বিকশিয়ে কাশ্মীরী সুসুম।
কঠোর শিলার ধর্ম,　　　　কঠোর তাহার মর্ম,
কিন্তু তাহে জনমে কুঙ্কুম॥
সতীর সেবায় মন,　　　　প্রাণপণ আকিঞ্চন,
সতীর সম্মান রক্ষা হেতু।
অপবিত্র ভাবহীন,　　　　কুরস-বাসনা লীন,
সভয়ে পালায় মীনকেতু॥
সরল অখল সবে,　　　　ভাসমান প্রেমার্ণবে,
সখ্যভাবে সুখে কাল হরে।
মৃগয়া আখেট বনে,　　　　দ্বন্দ্বে মন্দ লোক সনে.
কালান্তের কালমূর্ত্তি ধরে॥
কারু প্রতি ক্ষমা নাই,　　　　হউক আপন ভাই,
সমুচিত শিক্ষা দিবে তারে।
অন্যায় না সহ্য হয়,　　　　মিথ্যাবাদ নাহি সয়,
সত্যের পরীক্ষা তরবারে॥
হায় কোথা সেই দিন,　　　　ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়্যেছে বিষম।
সত্যের আদর নাই,　　　　সত্য হীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম॥
সব পুরুষার্থ শূন্য,　　　　কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদ জ্ঞান হইয়াছে গত।
বীর কার্যে রত যেই,　　　　গোঁয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত॥
নাহি সরলতা-লেশ,　　　　দ্বেষেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন,　　　　ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী॥
হায় কবে দুঃখ যাবে,　　　　এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন!
কবে পুনঃ বীর-রসে,　　　　জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ?

আর কি সে দিন হবে,		একতার সূত্রে সবে,
বদ্ধ রবে মননে বচনে?
পূজিবে সত্যের মূর্তি,		প্রণয় পাইবে স্ফূর্তি,
সুখদ সরল আচরণে?

কিবা অপরূপ,		নিরখি অনুপ,
সাধুর সদলে গতি।
প্রসারিত বুক,		প্রমোদ কৌতুক,
সকলে প্রসন্নমতি॥
কিবা তড়-বড়,		বহে যেন ঝড়,
তুরগের পদধ্বনি।
ঝক্ মক্ ঝক্,		আয়ুধ ঝলক,
জ্বলে যেন দিনমণি॥
ঝন্ ঝন্ ঝন্,		ঝনন্ ঝনন্,
ঘুঁঘুঁর ঘোড়ার গলে।
হয় চয় সাজে,		নানা নিধি সাজে,
কিবা শোভা শিরনলে॥
হেলিছে টোপর,		মাথার উপর,
শ্বেত-মেঘমালা যেন।
কিবা নদী-কোলে,		পবন হিল্লোলে,
খেলিয়া বেড়ায় ফেন॥
সব শির উচ্চ,		গালে গাল-মুচ্চ,
যেন দুই মেঘ পশি।
ললাট-ফলকে		অগুরু তিলকে,
বিলেখিত আধ শশী॥
লোহিত কমল,		নয়ন-যুগল,
অলি তাহে দুটি তারা।
চপল ভ্রূভঙ্গী,		হয়ে অঙ্গ-অঙ্গি,
যুগল খঞ্জন-ধারা॥
লুকিতেছে ভল্ল,		যত সব মল্ল,
নিরখিতে ভয়ঙ্কর।
ঝাঁপানিয়া ঢাল,		বিষম করাল,
পিঠে ঝুলে নিরন্তর॥
পাদুকায় আঁটা,		খরধার কাঁটা,
অশ্বের পঞ্জরে মারে।

বেগে বাড়ে তায়, বায়ু সম ধায়,
শ্রবণ-যুগল সারে॥
এইরূপ সাজে, অরণ্যের মাঝে,
সাধুর সদলে গতি।
শিহরিত কায়, পলাইয়ে যায়,
মৃগপতি যূথপতি॥

* * *

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী শাস্ত্রের লিখন।
সকল দেশের তায় উন্নতি সাধন॥
ক্রেতা-বিক্রেতার সুখ, বাণিজ্যের ফল।
বাণিজ্য রাজ্যের শক্তি, সাধ্য আর বল॥
কি কারণে এ হেন বাণিজ্য-সুখ সেতু।
অবরোধ করি আমি, শুন তার-হেতু॥
পূর্বে এই পুণ্যভূমি বাণিজ্যের ধনে।
ধনবতী হয়েছিল, বিখ্যাত ভুবনে॥
দিগ্‌দিগন্তর হতে বাহিয়া সাগর।
এ দেশে আসিত কত বণিক-নিকর॥
বাণিজ্য-সামগ্রী নানা লয়ে যেত দেশে।
ভারতের ধনবৃদ্ধি হত্যো সবিশেষে॥
এক এক নগরের কত ছিল ধন।
অদ্যাপি না নয় তার সংখ্যা নিরূপণ॥
একা কান্যকুব্জপুরে, অপূর্ব আখ্যান।
বাইশ হাজার ছিল গুয়ার দোকান॥
সুবর্ণ-কলস-পাত্র আগারে আগারে।
দেবালয়ে রত্নরাশি ছিল স্তুপাকারে॥
সোমনাথ মথুপুরী আর কালিঞ্জরে।
নিধিপূর্ণ মন্দিরের পঞ্জরে পঞ্জরে॥
কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন?
কে হরিল সে সকল কুবেরের ধন?
কে করিল পুণ্য ভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।
কে করিল তাহাদের মর্যাদা হরণ?
কে করিল নশ্বর নিকর শোভা নাশ?

তোমরা জান না কি হে সেই ইতিহাস?
যেই দুষ্ট দুরাশয় হরিল এ সব।
তোমরা তাহার জাতি, জ্ঞাতি গোত্রভব।।
হাজার মঙ্গলাব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।।
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে।।
অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি?
দুর্গতির প্রতিফল, স্বরূপ দুর্গতি।।
কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্যে এ দেশে এনেছ?
তোমাদের দেশ বড় উর্বর জেনেছ?
জান না ভারত-ভূমি লক্ষ্মীর আবাস?
কত শস্য জন্মে ইথে বিরহে প্রয়াস?
কোন্ 'মেবা' নাহি জন্মে ইহার ভিতর?
করো্যে এস্যো হিমালয়ে নয়নগোচর।।
ঈরাণেতে যত 'মেবা' জনমিয়া থাকে।
এ দেশের কত স্থানে কত বৃক্ষে পাকে।।
তা ভিন্ন অনেক 'মেবা' হেনরূপ আছে।
এ দেশ ব্যতীত আর কোথা নাহি বাঁচে।।
রসাল রসাল ফল, কিবা তুল্য তার?
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার।।
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
কারণ সলিলে পূর্ণ তাহার উদর।।
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর?
পান মাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর।।
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি ক্লান্তি-ক্ষুধা তৃষ্ণা নাশ।।
আর এক ফল আছে, নাম আনারস।
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস।।
নন্দনপতির ন্যায় সহস্রলোচন।
উদ্যান উজ্জ্বল করে কাঞ্চন-বরণ।।
শিরেতে পল্লব-গুচ্ছ পুচ্ছের আকার।
হেমময় কিরীট কাননে অবতার।।
অপূর্ব সৌরভামোদে মেতে উঠে মন।
ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে জুটে মধুকরগণ।।
বিফলে ছুটিয়ে আসা, বিফল সে জোটা।
অলির অসাধ্য খেতে রস এক ফোঁটা।।

যথা কৃপণের ধনে, যাচক বঞ্চিত।
গতায়াত সার, লাভ না হয় কিঞ্চিৎ॥
এই রূপ, কত রূপ, এ দেশের ফল।
বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সে সকল॥
আনিয়াছ রঞ্জন, সুগন্ধ, সঙ্গে যাহা।
এ দেশের দুর্লভ কিছুই নহে তাহা॥
ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে, কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তুরী মৃগমদ!
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিষদ॥
এই দেশে মল্লিকা, যূথিকা, আর জাতি।
এই দেশে মালতী, শ্বেবতী নানা ভাতি॥
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চূয়া, পুগ আদি ফল॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এ দেশে!
পূর্ব-পয়োধির দ্বীপমালায় বিশেষে॥
আমোদে আমোদ পেয়ে প্রভাত-পবনে।
হাস্যোদয় হয় বৃদ্ধ-বারিধি বদনে॥
সেই সব অপূর্ব সুগন্ধ দ্রব্য চয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥
ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
জগতে সর্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥
এই দেশে এত বিধ দ্রব্যের প্রকাশ।
এই দেশে এতবিধ লোকের নিবাস॥
অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই॥
লয়ে যাও যত পার পেস্তা আখ্‌রোট।
লয়ে যাও বেদানা দাড়িম মোট মোট॥
পেয়েছি উত্তম অশ্ব, উষ্ট্র সারি সারি।
ইহারা আমার পক্ষে হবে উপকারী॥
এ চেয়ে অনেক ধন অমূল্য রতন।
তোমরা দেশ থেকে করছে হরণ॥
লহ এক এক অশ্ব এক এক জন।
দ্রুতবেগে সিন্ধু পারে কর পলায়ন॥
ধন আশে পুনঃ আর এসো না এ দেশে।
যদি এসো প্রতিফল পাবে তার শেষে॥

দ্বিতীয় সর্গ

শুন শুন অপরূপ, সুরস সলিল-কূপ,
কর্মদেবী-কথা তার পর।
ছিল প্রথা পুরাকালে, অন্তঃপুর অন্তরালে,
থাকিত উদ্যান মনোহর॥
দিবা-অবসান-কালে, কুসুমিত কুঞ্জ-জালে,
খেলিতে যতেক কুলবালা।
তুলি ফুল চারু করে, পতির সোহাগ-ভরে,
কেহ বা রচিত গুচ্ছ মালা॥
কেহ বসি তরুমূলে, বঞ্জিত তুলিকা তুলে,
লিখিত বিচিত্র চিত্র, পটে।
নায়কের ভগ্ন স্নেহ, কবিতা রচিত কেহ,
বসিয়ে নির্ঝর-সন্নিকটে॥
নির্ঝরের ঝরে জল, সেইরূপ অবিকল,
নায়িকা-নয়ন উৎস ঝরে।
উভয়ের এক দশা, তাই বুঝি মদালসা,
নির্ঝর-সন্নিধি খেদ করে॥
কেহ-বা ললিত স্বরে, প্রেমময় গান করে,
তান ধরে আর এক জন।
এমনি মধুর তান, বিহঙ্গ ত্যজিয়ে গান,
স্তব্ধ হয়ে করয়ে শ্রবণ॥
কেহ জলে কেলি করে, যেন শোভে সরোবরে,
অভিনব প্রফুল্ল কমল।
মুখ মাত্র দেখা হয়, কুঞ্চিত কবরী তায়,
যেন মধুমত্ত ভৃঙ্গ-দল॥
কেহ বা বাজায় বীণা, তাধীনা তাধীনা ধীনা,
মৃদঙ্গ দিতেছে কেহ সঙ্গ।
সুরস বীণার ধ্বনি, অন্তরে উল্লাস গনি,
স্থির-নেত্রে শুনিছে কুরঙ্গ॥
চাঁচর চিকুর খোলা, কেহ-বা দোলায় দোলা,
ধাবা-ধাবি বকুলের তলে।
কেহ-বা দুলিছে তায়, মরি কিবা শোভা হায়,
তড়িৎ চমকে মেঘ-দলে॥
বিনোদ-ব্যায়াম-ছলে, কপোলেতে রঙ্গ ফলে
আরক্তিম বিম্ব-ফল জিনি।

ঘন ঘন বহে শ্বাস, হৃদয়ে উল্লাস-ত্রাস,
কঙ্কণ বাজিছে রিণি ঝিনি॥
উড়িছে ওড়না বাস, পক্ষ প্রায় পরকাশ,
পরী যেন হেলিছে অম্বরে।
থেকে থেকে কহে কেহ, "ধীরে সই দোল দেহ",
লাজ-ভরে অম্বর, সম্বরে॥
এইরূপে সখীসনে, বিলসে বিহার বনে,
প্রদোষেতে মাণিক্য-দুহিতা।
কর্মদেবী নাম তাঁর, রূপে লক্ষ্মী-অবতার,
চৌষট্টি কলায় প্রকাশিতা॥
ষোড়শী রূপসী বালা, লাবণ্য পুষ্পের ডালা,
অনূঢ়া সরলা চারুশীলা।
তরুণ বসন্ত সম, যৌবনের উপক্রম,
দেহে তার আসি দেখা দিলা॥
এই ছিল মুকুলিত, মঞ্জরীতে আকুলিত,
কবে হল্যো ললিত ফলিত?
দিন দিন চারু রেখা, ঈষৎ যেতেছে দেখা,
পূর্বভাব হইল স্খলিত॥
বয়স্থা দেখিয়া তায়, চিন্তিত মাণিক্য রায়,
নানারূপ প্রস্তাব প্রবন্ধ।
অবশেষে হল্যো স্থির, মন্দোরের ভূপতির,
নন্দন সহিত সুসম্বন্ধ॥
অরণ্য-কমল নাম, কুলের গৌরবগ্রাম,
রাঠোর প্রসিদ্ধি রাজস্থানে।
কর্মদেবী-সহ বিভা, প্রেম-পদ্মরাগ-নিভা,
দিবা-নিশি জ্বলে তার প্রাণে॥
হেথা শুন সমাচার, মাণিক্যের সদাচার,
বশীভূত করিল সাধুরে।
দলবল লয়ে সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদ-রঙ্গে,
প্রবাস করিল তার ঘরে॥
নিত্য নব নব খেলা, মল্ল-ভূমে হয় মেলা,
কত লোক আসে দেখিবারে।
অপরূপ মল্লযুদ্ধ, চমকিত সভা শুদ্ধ,
নিরখি বিক্রম বারে বারে॥
গদাযুদ্ধে গুণধাম, কিবা দেব বলরাম,
কিবা ভীম কিবা দুর্যোধন।

কিবা-দ্রোণ-কৃত দীক্ষা, অপরূপ শর-শিক্ষা,
লক্ষ্য-ভেদে নরনারায়ণ ॥
অসিচর্যা পরিপাটি, বিপক্ষের অসি কাটি,
তিল তিল ধরাতলে পাড়ে।
এ সকল প্রকরণ, দেখেন পুরস্ত্রীগণ,
বসি বস্ত্র-কাণ্ডারের আড়ে ॥
দেব-সেনাপতি প্রায়, সাধুর সুন্দর কায়,
তাহে বীর বীর-চূড়ামণি।
সুখী মাত্র শৌর্যসুখে, কীর্তি-কথা মুখে মুখে,
যশোরসে ভরিল ধরণী ॥
রূপে গুণে অদ্বিতীয়, এ ছাড়া নারীর প্রিয়,
বল আর হয় কোন্ জন?
ভুলিল মাণিক্য-সুতা প্রেম-অনুরাগযুতা,
সাধুবর-প্রাপণ মনন ॥
সেই দিন ফুলবনে, কহিল সঙ্গিনীগণে,
আপনার মন অভিলাষ।
নিরখিয়ে নীরধরে, চাতকীর মনোহরে
গুপ্ত কভু রাখে কি উল্লাস?
ফুল্ল ফুল দৃষ্টি করি, কতক্ষণ মধুকরী,
গুঞ্জরণে থাকে বা বিরত।
নিজ-দলে চারুস্বরে, মধুময় গান করে,
প্রকাশ করিয়ে মনোগত ॥
কহে "সই, শুন কই, মানস হরিল ওই,
দিবা-দস্যু অনঙ্গ-কুমার।
যেইরূপ গোত্র রটে, সেরূপ প্রকৃতি বটে,
মোহিল রে মানস আমার ॥
দেখি নাই হেন নীতি, সাধু হয়ে চোর-রীতি,
নাম সাধু কার্যকালে চোর।
শুনিয়াছি কত শত, যবনেরে করি হত,
বীর-রসে হয়েছে বিভোর ॥
হোক তাহে নাই ক্ষতি, রাজপুত্র যোগ্য রতি,
নারী-চিত চুরি ধর্ম কিবা?
ধন-চোর ভারি ভুরি, রজনীতে করে চুরি,
এর চুরি বিদ্যমানে দিবা ॥"
শুনি বাক্য সুধাময়, কোন সহচরী কয়,
"সে কি গো ঠাকুর-কন্যা সতি?

হয়েছে সম্বন্ধ তব, রাঠোরের বংশোদ্ভব,
সেই ত তোমার ধর্ম্মপতি॥
অন্য-পূর্ব্বা হবে বালা, জান না কতই জ্বালা,
কুলে চড়ে কলঙ্কের দাগ।
ধৈর্য ধর ধীরা ধীরে, মনেরে আন গো ফিরে,
হর পর-বর-অনুরাগ॥”
কর্ম্মদেবী কন রোষে, “কে আমার কথা দোষে,
কিবা ধর্ম্ম অধর্ম্ম বিচার।
জন্ম মৃত্যু পরিণয়, এ সব সামান্য নয়,
ইহা লয়ে চলিছে সংসার॥
ইচ্ছামত মুনিগণ, কত মত বিচরণ,
করিলেন প্রাণপণ করি।
যুগে যুগে নিরন্তর, কেন তবে মতান্তর,
হয়ে থাকে কহ সহচরি?
এই বা কেমন বিধি, পরিণয়-সুখ-নিধি,
জাত প্রেম পয়োধি মন্থনে।
নাহি দেখা পরস্পর, পর-পরিচিত বর,
উপজিবে প্রণয় কেমনে?
দৈবাধীন সংমিলন, হয় বটে সংঘটন,
কোথাও না মেলে এক রতি।
কেবল ধর্ম্মের ভয়ে, কুলবালা থাকে সয়ে,
কিন্তু দুঃখে দহে তার মতি॥
রাহু-সহ শশি-কলা, করে কভু কেলি-কলা,
ভয়গ্রস্ত গ্রস্ত তার মুখে।
মত্ত মাতঙ্গের প্রতি, কোমলা নলিনী সতী,
দেহ-দানে নাহি থাকে সুখে॥
এ কুবিধি যদি সার, এইরূপ ব্যবহার,
অবাধে চলিত অবিরত।
অন্যথা হইলে পর, অন্য-পূর্ব্বা ঘর ঘর,
অসতী হইত কত শত॥
ভীষ্মক-নন্দিনী সতী, চারু-মতি গুণবতী,
রামারত্ন রুক্মিণী রূপসী।
শিশুপালে বরিবার, সম্বন্ধ হইল তাঁর,
দৈত্যে দান সুধার কলসি॥
কৃষ্ণগত তাঁর প্রাণ, কৃষ্ণধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান,
কৃষ্ণে লিপি পাঠান গোপনে।

বিবাহের দিনে হরি, আসি লয়ে যান হরি,
দুষ্ট দল পরাভূত রণে॥
শুন কই প্রাণ-সই, তাঁর চেয়ে সতী কই,
দ্বাপরেতে ছিল বিদ্যমান।
সাবিত্রী সীতার প্রায়, লোকে যার যশ গায়,
রমা-রূপে যাঁহার সম্মান॥
শ্রীকৃষ্ণের গুণ-গান, শুনিয়ে হরিল জ্ঞান,
মানসে বরিলা যদুলাল।
সে-রূপ আমার প্রাণ, সাধুর সুযশ গান,
শুনে শুনে মুগ্ধ বহুকাল॥
আগে বরিয়াছি তাঁয়, লাজ ভয়ে বাপ মায়,
মর্ম্ম-কথা প্রকাশ না করি।
পিছে রাঠোরের সনে, কি ছার অশুভক্ষণে,
সম্বন্ধ হয়েছে সহচরি॥
রুক্মিণীর কৃষ্ণপ্রতি, গুণ শুনে মজে মতি,
শ্রুতি-পথে প্রণয় তাঁহার।
আমি শুধু শুনি নাই, নয়নে দেখেছি ভাই,
রূপ-সিন্ধু গুণের আধার॥
যে হোক্ সে হোক্ সই, মনে ধ্রুব জ্ঞান অই,
সাধু মাত্র মম প্রাণপতি।
সাধু ভিন্ন অন্য জনে, পতি-শব্দে সম্বোধনে,
না করিব আপনা অসতী॥
যদি অন্যে হয় স্বামী, জীবন ত্যজিব আমি,
অথবা ত্যজিব নিকেতন।
বিজন-বিপিন-মাঝে ভ্রমিব যোগিনী-সাজে,
ভবব্রত করি উদ্‌যাপন॥
আত্মহিত-যজ্ঞ ভাঙ্গি, সাধুর মঙ্গল মাঙ্গি,
দিবানিশি করিব যাপন।
বনচারী মৃগদল, নাহি জানো কোন ছল,
তারা হবে সহচরগণ॥
অপার এ দুঃখ-নদী, এর পারে নিতে যদি,
তোমাদের থাকে অভিলাষ।
কহিলাম যেইরূপ, কহ গিয়ে যথা ভূপ,
কহ গিয়ে জননীর পাশ॥"
বলিতে বলিতে কথা, বাড়িল মনের ব্যথা,
মূর্চ্ছাগতা, পতিতা ধরায়।
নিরখিয়ে সখীগণ, হইল চঞ্চল মন,
ভয়ার্ত্ত হরিণীদল প্রায়॥

তৃতীয় সর্গ

"একি কহ গো কুমারী, একি কহ গো কুমারী?
কেমন তোমার কর্ম বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগদত্তা যেই, কহ বাগদত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই?
তাহে চণ্ডদেব রায়, তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্তণ্ডের প্রায়॥
একে অযশ সমূহ, একে অযশ সমূহ।
প্রবল প্রচণ্ড তাহে, তার সেনাব্যূহ॥
হবে অন্যায় সমর, হবে অন্যায় সমর।
বিগ্রহ তাহার সহ, নহে শোভাকর॥
মনে দেখহ বিচারি, মনে দেখহ বিচারি।
রাজপুত মাত্রে হবে তার সহকারী॥
যথা ধর্ম তথা জয়, যথা ধর্ম তথা জয়।
বুধ, বিধি, বেদবর্গ, এক বাক্যে কয়॥"
শুনি পিতার বচন, শুনি পিতার বচন।
কর্মদেবী মৌন-মুখে রন কিছুক্ষণ॥
যথা ধারাপাতকালে, যথা ধারাপাতকালে।
কেতকী কলিকা মুগ্ধ থাকে পুষ্পজালে॥
হলে মেঘের অত্যয়, হলে মেঘের অত্যয়।
তখন প্রকাশ করে আপন হৃদয়।
তার সৌরভ-সুধায়, তার সৌরভ-সুধায়।
মত্ত হয়ে মারুত অন্তরে দ্রুত ধায়॥
সেইরূপ ভূপসুতা, সেইরূপ ভূপসুতা।
ক্ষণ পরে, কহিছেন কথা সুধাযুতা॥
"নিবেদন শ্রীচরণে, নিবেদন শ্রীচরণে।
মাগুণে শ্রুতিং দেহি, দাসীর বচনে॥
কথা বেদের বিহিতা, কথা বেদের বিহিতা।
অন্য বরে অবিহিতা ধরিতা দুহিতা॥
কিন্তু এই বিধি কাল, কিন্তু এই বিধি কাল।
অবাধে চলিত কভু নহে সর্বকাল॥
কত পতিব্রতা সতী, কত পতিব্রতা সতী।
একে দত্তা পরে, পরে বরে অন্য পতি॥
বাগদান মন্দ-রীতি, বাগদান মন্দ রীতি।
ইহাতে হতেছে কত কুকীর্তি কুনীতি॥

পিতৃস্বত্ব দুহিতায়,   পিতৃস্বত্ব দুহিতায়।
কিন্তু অন্য স্বত্ব সহ শ্রেষ্ঠ তুলনায়॥
নহে ধেনু ধান্য ধন,   নহে ধেনু ধান্য ধন।
নহে ভূমি, নহে ভূষা, রজত কাঞ্চন॥
যার ধর্মে অধিকার,   যার ধর্মে অধিকার।
ইহকাল, পরকাল, আচার বিচার॥
সুখদুঃখ ভোগাভোগ,   সুখদুঃখ ভোগাভোগ।
চিন্তনীয় কিসে দূর হবে ভব-রোগ॥
তারে যতনে লালন,   স্নেহে করিয়া পালন,
বহুদিন করি যোগ্য নহে বিসর্জন॥
দেখ অন্য ধন দিলে,   দেখ অন্য ধন দিলে।
দাতা স্বত্ব গতে, নাহি উপস্বত্ব মিলে॥
কন্যাদানে ভিন্ন মত,   কন্যাদানে ভিন্ন মত।
দাতা গ্রহীতার স্বত্ব কভু নহে গত॥
বিশেষত অপুত্রকে,   বিশেষত অপুত্রকে।
সর্বথা পুত্রত্ব অর্হে দুহিতা সুতকে॥
যেই জননে মরণে,   যেই জননে মরণে।
কল্যাণদায়িনী হয় খ্যাত ত্রিভুবনে॥
যারে বলহ নন্দিনী,   যারে বলহ নন্দিনী।
সুরভিনন্দিনী প্রায় আনন্দবর্ধিনী॥
কহ তারে না জিজ্ঞাসি,   কহ তারে না জিজ্ঞাসি।
পরে সমর্পণে কত দুঃখ রাশি রাশি॥
কুল শীল রূপ গুণ,   কুল শীল রূপ গুণ।
সর্বমতে যদি কেহ হয় সুনিপুণ॥
তবু নহে ত শোভন,   তবু নহে ত শোভন।
কন্যার অমতে তারে অপরে অর্পণ॥
বীরভোগ্যা এ মেদিনী,   বীরভোগ্যা এ মেদিনী।
সেইরূপ বীরভোগ্যা বীরের নন্দিনী॥
দেখ সীতা গুণবতী,   দেখ সীতা গুণবতী
মানসেতে বরিলেন রাম রঘুপতি॥
ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল,   ধনুর্ভঙ্গ সুকৌশল।
রঘুবীর ভিন্ন ভাঙ্গে কার হেন বল?
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে,   দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে।
সেইরূপ পুরস্কার পার্থ ধনুর্ধরে॥
দময়ন্তী সেইরূপ,   দময়ন্তী সেইরূপ।
দেব তুচ্ছ করি করিলেন নল ভূপ॥

এই নীতি অনুপম   এই নীতি অনুপম
দম্পতি-সুখের এই বীজ মনোরম॥
যথা এ রীতি না চলে,   যথা এ নীতি না চলে।
নানা বিড়ম্বনা প্রায় ঘটে সেই স্থলে॥
আর কহিলে আপনি   আর কহিলে আপনি।
প্রতাপে মার্তণ্ড চণ্ডদেব নৃপমণি॥
সাধু কভু নন ন্যূন,   সাধু কভু নন ন্যূন।
রাজস্থানে তাঁর সহ কেবা সমগুণ?
দেখিলেন সাক্ষ্য তার,   দেখিলেন সাক্ষ্য তার।
বড় বড় বলবান্ হত অহঙ্কার॥
কেহ বাকি নাহি ছিল,   কেহ বাকি নাহি ছিল।
কত দূর থেকে কত ক্ষত্রিয় আইল॥
সভে মানিলেক হারি,   সভে মানিলকে হারি।
সভায় সাধুর জয় দিল নরনারী॥
ধর্মপক্ষ কিবা হয়,   ধর্মপক্ষ কিবা হয়?
বিচারিয়ে দেখুন জনক মহাশয়॥
লোকে এই পরিজ্ঞান,   লোকে এই পরিজ্ঞান।
ধর্ম তারি পক্ষে যারে করে বাগ্‌দান॥
যদি ইহাই প্রমাণ,   যদি ইহাই প্রমাণ।
কি হেতু অন্যথা বাদ প্রকাশে পুরাণ?
দেখ রুক্মিণী-হরণে,   দেখ রুক্মিণী-হরণে।
সুতাবান্দা শিশুপাল পরাভূত রণে॥
আর সুভদ্রা-হরণে   আর সুভদ্রা-হরণে।
অপমান হৈল সার মানী দুর্যোধনে॥
অতএব নিবেদন,   অতএব নিবেদন।
অধর্মের উত্থাপনে নাহি প্রয়োজন॥
এই শাস্ত্র সুশোভন,   এই শাস্ত্র সুশোভন।
যার প্রতি রতি, মতি, পতি সেই জন॥
হলে অন্যথাচরণ,   হলে অন্যথাচরণ।
"নিশ্চয় তোমার পদে ত্যাজিব জীবন॥"

চতুর্থ সর্গ

জয়তঙ্গের উক্তি

"ন্যায় ধর্মে সকলে রাখিয়ে নিজ চিত।"
প্রতিকূল প্রতি দেহ শাস্তি সমুচিত॥

আদেশ পাইল, অমনি ধাইল,
বাজিল সমর তুরী রে।
ভাগে ভয়াতুর, হিয়া দুরু দুর,
বজরী ঝলরী ভূরি রে॥
বাধিছে ঝগড়া, নাদিছে দগড়া,
কড়া কড়া কড়া করি রে।
বাজিছে ঝম্প, সহিত ডম্ফ,
লম্ফ দম্ভ ভরি রে॥
বাজনের তাল, পরম রসাল,
সেই তালে তাল রাখি রে।
কাঁপাইয়া ঢাল, যায় সেনাপাল,
শিরোদেশ সব ঢাকি রে॥
গোমুখে যেমতি, ভাগীরথী গতি,
বাঁধা ছিল কিছু কাল রে।
করিবল বলে, ভেদিল অচলে,
ধাইল স্রোত বিশাল রে॥
বাজনের বলে, সেইরূপ চলে,
উভয় দলের সেনা রে।
শিরোপরে পর, উড়ে ফর ফর,
তরঙ্গে উঠিল ফেনা রে॥
দুই খর নদী, মিলে আসে যদি,
ভাবহ ভাবুক দল রে।
ভাঙি ঝক্কা ঝোড় ভয়ানক তোড়,
শত পাকে ফেরে জল রে।
হয় কাটাকাটি, নাহি কারো ঘাটি,
সমরে উভয় সম রে।
সবে সমগুণ, কেহ নহে ঊন,
কেহ নহে কিছু কম রে।
আপন আপন, বাদী যেই জন,
তারি সহ সেই লড়ে রে॥

রণে প্রাণ যায়, চিতে এই চায়,
সুখে রণভূমে পড়ে রে॥
সে রণ বিস্তার, কি বলিব আর,
শুনহ ভ্রমণকারী রে।
আমি হীনমতি, বিহীন ভারতী,
স্বরূপ রচনে নারি রে॥
যুঝে দুই বীর, রুধিরে শরীর,
প্লাবিত হইল অতি রে।
খর তরবার দামিনী আকার,
অম্বরে করিছে গতি রে॥
পরাক্রমে পাহু, খ্যাত মহাবাহু,
মিহিরজ মিহিরজ রে।
তুল্য দুই জন, করিতেছে রণ,
যেন দুই দিগ্‌গজ রে॥
কিবা মনোহর, দুই হয়বর,
তীর তারা সম ধায় রে।
মুখে ফেন লাল, খাড়া কেশজাল,
স্বেদ বহে সব কায় রে॥
আখেটক প্রায়, ছুটে ছুটে যায়,
প্রভুর মানস বুঝে রে।
খুলে খাড়া খাপ, মারে কোপকাপ,
সহিত প্রতাপ যুঝে রে॥
শির হাড় ভাঙি, মারিতেছে টাঙি,
লোহে যায় রাঙি শরীরে।
উচ্চ স্বর কণ্ডরি, কেহ কহে রহি,
কেহ কেহ মরি মরি রে।
কাটা কারো শির, কাহার শরীর,
বেঁধা শত তীর-ফলে রে।
কেহ গাঁথা শূলে, দুই আঁখি তুলে,
পড়িয়ে ধরণীতলে রে॥

* * *

অনন্তর সাধু সদাশয়।
অরণ্য-কমল সহ সমরে প্রবিষ্ট হয়॥
কর্মদেবী দুই করে, সজ্জা লয়ে যত্ন-ভরে,
সাজাইতে সমাদরে, স্বীয় প্রিয় রসময়॥

রূপ হেরি রতি পায় লাজ।
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতীগণ সমাজ।
চকিত মৃগ-লোচনা, অমৃত-মিত-বচনা,
কিবা ভুরুর রচনা, বারিজে অলি বিরাজ।।
কল্যাণী কমলা-অবতার।
কুল-কমল-আকারে ফুল্ল পদ্মিনী আকার।
গুণময়ী চারুশীলা, লীলা হেতু জনমিলা,
প্রিয়বরে সাজাইলা, কিবা শোভা চমৎকার।
কুরুবক-নিভ দুটি কর।
বিচিত্র কবচ-দানে ঢাকে নাথ-কলেবর।
শিরে দিল শিরস্ত্রাণ, কৃপাণ করিয়ে দান,
অশ্রুজলে করে স্নান, নয়ন নীলেন্দীবর।।
হেরি বীর হইল ব্যাকুল।
কোলে লয়ে প্রেয়সীরে চুম্বয়ে-মুখ রাতুল।
শিরে দিয়ে পদ্মপাণি, কহিছে আশ্বাস-বাণী
"ধৈর্য ধর হে কল্যাণি, কালী কুলাবেন কূল।।
রণে মারি রাঠোর দুর্জয়।
জয় জয় রবে আমি ফিরিব সন্ধ্যাসময়।"
এত বলি পুনরায়, চুম্বি প্রাণপ্রমদায়,
রণস্থলে যায় রায়, আরোহণ করি হয়।।
ও দিগেতে অরণ্য-কমল।
বীরমদে ক্রোধমদে আরক্ত আঁখি-যুগল।।
আরোহি তুরঙ্গবর, হইলেক অগ্রসর,
হরি সহ যুঝিবারে যেন আখণ্ডল।।
মিলিল আসিয়ে দুই বীর।
বঙ্কিম ভাবেতে চূড়া উন্নত আয়ত শির।
যেন এক সিংহী তরে, দুই সিংহ রণ করে,
গরজিত ঘোর স্বরে, কম্পিত দুই শরীর।।
কিরূপে বর্ণিব সেই রণ।
বর্ণনায় বর্ণ হারে, কে পারে করিতে বর্ণন?
কোন বীর নহে ঘাটি চটাপটি কাটাকাটি,
ফুটি সম ফোটে মাটি, তুরগ-খুর-ঘাতন।।
ভীষণ গর্জন ঘন ঘন।
যেন দুই দ্বিপ-দ্বন্দ্বে দিগন্তে করে ঘোষণ।

কিবা জহ্নুমুনি-কন্যা, ধারা-পাতে ধরা ধন্যা,
আইলে প্রবল বন্যা, গরজে অতি ভীষণ॥
জ্বলে চারি চঞ্চল নয়ন।
যেন আসি চারিখণ্ডে উদয় হল তপন।
চারি চক্ষে রক্তচ্ছবি, অনল লভিত হবি,
কিবা কালান্তের রবি, প্রকাশ করে গগন॥
হতচিত যত সেনাগণ।
দুই বীর পরাক্রম দূরে করে নিরীক্ষণ।
বচাবচ দুই দলে, ধন্য সাধু কেহ বলে,
কেহ অরণ্যকমলে দেয় জয়-সম্বোধন॥
তরবার ঘোরে বন্ বন্।
সিন্ধুতটে শত পাকে আবর্ত ফেরে যেমন।
এই সোজা এই বঙ্ক, কটিতটে ঝুলে টঙ্ক,
টুটে তরবার অঙ্ক, বরিষয়ে হুতাশন॥
টপাটপ টপকে টাঙ্গন।
নিজ নিজ প্রভু-প্রাণ রক্ষণেতে সযতন।
বিপক্ষের অসি লক্ষ্যে, স্থাপন করিয়া চক্ষে,
বাঁচাইছে নিজ পক্ষে, চালনা করি চরণ॥
অস্ত্রাঘাতে অরণ্যকমল।
যেন দিবা দ্বিপ্রহরে লোহিত সহস্র দল।
প্রায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, তবু রণে জ্ঞানহত,
বিষম বিক্রমে রত, হৃদে জ্বলে ক্রোধানল॥
হের দেখ এমন সময়।
হয় ছেড়ে সাধুবীর ধরায় পতিত হয়।
পুনঃ না উঠিতে বসি, অরণ্যকমল পশি,
হৃদয় উপরে রুষি, মারিল অসি দুর্জয়॥
যেন যজ্ঞোপবীতের প্রায়
মুহূর্তেকে কাটিলেক সাধুর কাঞ্চনকায়।
রণভূমে ডাকে শিবা, বিগত হইল দিবা
ভানু অস্ত শোভা কিবা, সিন্ধুর জলে লুকায়।

সহচরীদিগের উক্তি-গীত

"হায়! এ সময়ে সতি, রহিলে কোথায়? হায়!
তোমা ভিন্ন চারুশীলে, কি কাজ এ শূন্য কায়?
ধন্য ধন্য পুণ্যবতী, দেবী-অংশ তুমি সতী,
পবিত্র এ বসুমতী, তোমার কৃপায় হায়।
তুমি নিজ পুণ্যবলে, দিব্য লোকে গেলে চলে,
দাসীদের স্নেহচ্ছলে, আর কে সুধায়? হায়!
আমাদের প্রীতি জন্য, নাহি ছিল ভাব অন্য,
সবে সহোদরা গণ্য, করিতে মায়ায়! হায়!
চারি মাস অন্তে, হয়ে অন্তরে বিকল।
প্রাণত্যাগ করিলেন অরণ্য-কমল॥
সাধুর হইল যেই দিনেতে পতন।
সেই দিনে কমলের চৌমাসী ঘটন॥
সেই বৈর-শোধনার্থ পুরুষানুক্রমে।
ভট্টিসহ রাঠোর যুঝিল পরাক্রমে॥
অবশেষে ভট্টিদের হইল বিজয়।
গ্রাম্য গীতে সে সকল ব্যক্ত দেশময়॥
যেই সরোবর-কথা কহিলে ধীমান্।
সেই কর্ম-সরোবর পুণ্যতীর্থ স্থান॥
রত্নশিলা বিরচিত সতীর আকৃতি।
ধরাধামে অবতীর্ণা যেন দেবী ধৃতি॥
সতীত্ব সাধ্বীত্ব গুণে বরণীয়া অতি।
অধুনা তাহার তুল্য আছে কে বা সতী?
এ হেন অমূল্য নিধি ধরায় কি ধরে?
দিব্যলোকে পতি সহ সুখে কাল হরে॥
এত বলি নিবারিলা সারঙ্গের তান।
শ্রোতৃগণ যেন মুগ্ধ মধুপ সমান॥

শূরসুন্দরী
১৮৬৮

মঙ্গলাচরণ ॥ কবিতাশক্তির প্রতি

কোথা গো কবিতা সতি সুধাস্বরূপিণী।
কেন গো আমার প্রতি এ-রূপ কোপিনী॥
তুয়াপদ-সরসিজ পরিহরি আমি।
হইয়াছি বিফল চিন্তার অনুগামী।
সে চিন্তাগরলে মম মন জর জর।
স্থির নহি ঠাকুরাণি! কাঁপি থর থর॥
বহুদিন দেখি নাই শান্তিমুখশশী।
দিবানিশি ঘেরিয়াছে মলিনতা মসী॥
অনুতাপে অনুদিন কাঁদি উভরায়।
ভাবি আমি কি কর্ম করিনু হায় হায়॥
তুমি মম কিশোর কালের সহচরী।
তব সঙ্গে যেত রঙ্গে দিবা বিভাবরী॥
বিজনে তটিনীতটে শম্পশয্যা করি।
তরুচ্ছায়ে মৃদুবায়ে সুখে শ্রম হরি॥
তুমি গো আমার কাছে বসি হাসি হাসি।
দেখাইতে নিসর্গের যত রূপরাশি।
স্থলজ জলজ পুষ্প-প্রকাশ-মাধুরী॥
বিধাতার তাহে কত চিকণ চাতুরী॥
তুমি চারু মন্ত্রবলে মোহিতে নয়ন।
অতি পুরাতন বস্তু হইত নূতন॥
দিনকর নিত্য নিত্য নব ভাব ধরি।
বিস্তারিত দিগন্তরে লাবণ্য লহরী॥
এই যেন নব জবা কুসুম-সঙ্কাশ।
এই তপ্ত কাঞ্চনের প্রতিভা প্রকাশ॥
সে কাঞ্চনে তুমি দিতে অপূর্ব রসান।
নিরখিয়া হইতাম আনন্দে অজ্ঞান॥
প্রদোষে পশ্চিম দিকে সিন্দুরের রাগ।
যেন সোম করে তথা অগ্নিষ্টোম যাগ॥

বিন্দু বিন্দু হিম-পাতে স্নিগ্ধ দিক্‌ দশ।
সোম-মুখ হতে কিবা চ্যুত সোমরস॥
উদয়ে তারকাবলী, তব সহোদরা।
শিয়রেতে বসি প্রজ্ঞা, দেবীরূপধরা॥
কাহিতেন কত কথা সীমা নাহি তার।
ভ্রান্তি-অপগমে মুক্ত বিজ্ঞানের দ্বার॥
স্তম্ভিত হইত তনু অভিভূত মন।
সে ভাব কি কেহ ব্যক্ত করেছে কখন॥
শেখর সাগর-শাভা প্রথমে যখন।
নয়ন ভরিয়া আমি করি দরশন॥
দর দর প্রপতিত পুলকাশ্রুবারি।
সে ভাবের কণামাত্র বর্ণিতে কি পারি॥
ফিরাইতে নারিলাম যুগল নয়ন।
নিরমল নীলনিভা নিমজ্জিত মন॥
বেলাকূলে অপরূপ শোভার সঞ্চার।
উপজিত অপনিত হীরকের হার॥
ইন্দ্রনীল হিল্লোলেতে বিষদ ঝলকে।
অমনি অদৃশ্য হয় পলকে পলকে॥
তমোময় মানুষের মানসে যেমন।
বিজ্ঞান-বিমল-বিভা দেয় দরশন॥

এখন সে সব ভাব বল গো কোথায়।

ইতর ধাতুর লোভে ক্ষোভে প্রাণ যায়॥
কোথায় আছ গো দেবি দেহ দরশন।
আর আমি পাব নাকি শান্তি-সংমিলন॥
কভু কভু স্বপ্নাবেশে হইয়া উদয়।
অপ্সরার বেশে মুগ্ধ কর গো হৃদয়॥
জাগ্রতে ছায়ার প্রায় কভু দেহ দেখা।
শূন্যে জাত যথা মন্দাকিনী ফেনলেখা।
ধরি পায় কৃপা করি হৃদি সিংহাসনে।
বসো গো বিনোদদাত্রী লয়ে স্বীয়গণে॥
ভাবামৃতে মুগ্ধমন কর একবার।
রচিব পুরাণকথা সুধার ভাণ্ডার॥
করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারদ্বয়।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয়॥
তোমা বিনা জ্ঞান হয় সব অন্ধক্ষপা।
ছেড়ো না গো মম সঙ্গ থাকিতে অজপা॥

দেহ ভাবরূপিণি গো! লেখনীতে বল।
এইমাত্র আশা মম কর গো সফল॥
স্বদেশীয় সতীগণ অবলা অখলা।
জ্ঞানবলে বুদ্ধিবলে কর গো সবলা॥
ছল বল কৌশলের কতই বিস্তার।
দুরন্তের হাতে নাহি তাদের নিস্তার॥
এইমাত্র কর, শূরসুন্দরীর মত।
দুষ্টদল অভিসন্ধি সরিয়া বিহত॥
গৃহমেধি ফলদাত্রী হইন সকলে।
ভারতে ভাবিনী ধন্যা লোকে যেন বলে॥

প্রথম সর্গ

ভ্রমভরা এই ভবে মানুষের মন।
কবে কোন্ ভাবে থাকে নহে নিরূপণ॥
এই শান্ত দান্ত, ক্ষান্ত ভ্রান্তির প্রলোভে॥
এই পাপপঙ্কে মগ্ন ভগ্ন চিত্ত ক্ষোভে।
এই ঋষি বিবেকের ভক্তদাস অতি।
এই মোহমাদকে প্রমত্ত ঘোর মতি॥
এই ছিল বিদ্যারসে রসিক সুজন।
এই অবিদ্যার বশ মূর্খ অভাজন॥
এই প্রিয়া পরিণীতা বনিতার বশ।
এই পরকীয়া-প্রেমে পিয়ে সুধারস।
এই মত্ত মাতঙ্গের মত বলবান্।
এই ক্ষীণ ক্ষুধাতুর কিখীর সমান॥
তড়িৎ জড়িত যথা জলদঘটায়।
শশলেখা দেয় দেখা শশীর ছটায়॥
কমলে কণ্টক যথা সাগরে লবণ।
স্থান বিবেচনা যথা না করে পবন॥
সেইরূপ মানুষের গতি স্থির নয়।
এই এক রূপ, এই অন্য রূপ হয়।
এক ক্ষণে পাপজ্ঞানে যার প্রতি রোষ।
পরক্ষণে সেই পাপে চিত্ত পরিতোষ॥
কে বুঝিতে পারে এই ভবের মরম।
কিছুই নহেক স্থির ইহার চরম॥

এ সুধায় কেন বিষ-সঞ্চার ঘটিল।
এ ক্ষীর কলস কেন কু-রসে নটিল।।
বিমল হইবে কবে কেহ না জিজ্ঞাসে।
ঘনঘটা মোহ-মেঘ হৃদয় আকাশে।।
ভেবে ভেবে পরিহার করিয়া আশ্রম।
কেহ যায় বনে, সেও ব্যর্থ পরিশ্রম।।
মনে ভাবে ত্যজিয়াছি প্রবৃত্তিসঙ্গম।
সঙ্গী সব পাপহীন স্থাবর জঙ্গম।।
কিন্তু হায় এ কথার মীমাংসা কোথায়।
বনে কেন বিবেকী পাতক-পথে যায়।
সুরগুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি মহাযশ।
এমন নিষ্কামী কেন কামেতে বিবশ।।
ধর্ম ধ্যান ধৃত পরাশর বীতরাগ।
মীনগন্ধ-প্রতি কেন তাহার সোহাগ।।
বৃন্দা-বিলোকনে কেন ধর্ম ধর্মহীন।
সতীশাপে কলিকালে হইলেন ক্ষীণ।।
কামিনী-কুহকে নারদের নানা গতি।
হরিল হরিণনেত্রা হরিপদে রতি।।
কিছুই না থাকে বোধ সম্বন্ধ-বিচার।
ভ্রাতৃপ্রেম বন্ধুপ্রেম হয় ছার খার।।
অশ্বিনীকুমার সম এক-তনু মন।
সুন্দ উপসুন্দ নামে দনুজ দুজন ;
তন্বী তিলোত্তমা তরুণীর তন্ত্রবলে।
ভ্রাতৃভেদ গৃহচ্ছেদ বিলীন বিপলে।।
কোথায় সুমেরুচূড়া সুবর্ণপত্তন।
রম্ভাশাপে রাবণের সবংশে নিধন।।
কোথা গেল হস্তিনার বিপুল বিভূতি।
যাজ্ঞসেনী-রোষানল-যজ্ঞের আহুতি।।
যতদিন মানুষের ধর্মে থাকে মতি।
ততদিন সব দিগে উদিত উন্নতি।।
অধর্মে ধাইলে রতি অমনি সংহার।
ক্ষীরপূর্ণ কুম্ভে যথা অম্বলসঞ্চার।।
ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায় যত কিছু সার।
বিনাশের হাতে আর না থাকে নিস্তার।।
যথা ফুল ফল দল পল্লব শোভন।
বনের ভূষণ তরু নয়ন লোভন।।
অন্তরে লাগিলে কীট ক্রমশ শুখায়।
সহসা বাহিরে কিছু দেখা নাহি যায়।।

দ্বিতীয় সর্গ

যৌবনে যুবতী যথা পতিহীনা হয়।
সকল সম্পদ হত ব্যাকুল হৃদয়॥
বসন-ভূষণ ভোগ রাগে বীতরাগ।
দিবানিশি গত লয়ে ব্রত পূজা যাগ॥
সেইরূপ তরুণী যতিনী প্রায় তুমি।
প্রতাপের রাজ্যকালে ছিলে মেরুভূমি*।
তব দুর্গ দেহে আর নাহি পূর্বশোভা।
যেই শোভা শূর বীরগণ মনোলোভা॥
উদয়ের সহ যবে যবনের রণ।
তাহে অন্তগত তব প্রতিভাতপন॥
একবার আলার প্রবল কোপানলে।
কত কীর্তিকলা তব গেল রসাতলে॥
তার পর বেয়াজীদ করে আক্রমণ।
পুনঃ তাহে তোমার লাবণ্য সংহরণ॥
অনন্তর আকবর সাজিয়া আসিল।
যে কিছু বা ছিল বাকী সকলই নাশিল॥
কে বলে জগদ্‌গুরু সে মোগলবরে।
কেন বা তাহার মুদ্রা লোকে সমাদরে॥
কোন রূপে নহে ক্ষান্ত অশান্ত মোগল।
শ্যালকের অপমানে হইল পাগল॥
বিশেষত প্রতাপের প্রতাপ দুঃসহ।
পাঠাইয়ে দিল পুত্রে সেনাসিন্ধু সহ॥
সঙ্গেতে আইল মানসিংহ মহাবেত।
হায় ভিন্ন ধাতু প্রসবিল এক ক্ষেত॥
এই মহাবেত রাণাবংশেতে সম্ভূত।
প্রতাপের কনীয়ান সাগরের সুত॥
ধনলোভে ধর্ম্মচ্যুত হইল দিল্লীপুরে।
দ্বেষানল যথা কাশ্যপেয় সুরাসুরে॥
প্রতাপের অন্য ভাই শক্তিসিংহ নাম।
সেও স্বীয় জাতি জ্ঞাতি ভ্রাতৃ প্রতি বাম॥
মোগলের অনুগত, তারি সেবাকারী।
স্বদেশ-বিরুদ্ধে অদ্য প্রহরণধারী॥

---

* মেবারের প্রাচীন নাম।

ধনহীন, উপায়বিহীন, ভ্রাতৃহীন।
মনে কর প্রতাপের কি রূপ দুর্দিন॥
কিন্তু যথা সাগর-তরঙ্গ-প্রতিঘাতে।
মহেন্দ্র অচল কভু শরীর না পাতে॥
প্রতি প্রতিঘাতে তার মূলবদ্ধ হয়।
সে-রূপ সুদৃঢ়চেতা উদয়তনয়॥
এই পণ সভাস্থলে করে মহাবল।
"জননীর স্তন্য দুগ্ধ করিব উজ্জ্বল॥"
সেই পণ পালন করিল মহাশয়।
হেন কীর্তি হয় নাই হইবার নয়॥
সকল সাম্রাজ্য সুদ্ধ বিরুদ্ধ তাহার।
একেশ্বর সহিল, রাখিল অধিকার॥
কত শত শত্রুভূমি দিল ছারখারে।
কভু বনে বাস, কভু পর্বত মাঝারে॥
আহার বনের ফল, পেয় নদীজল।
সুখের শয়ন কাননের তৃণ দল॥
বন্য পশু বন্য নর সহিত বসতি।
এরূপে পালিল দারা-সুত মহামতি॥
মনে ভাবে, আমি শিলাদিত্য বংশধর।
নমস্য কে আছে মম ভুবন ভিতর॥
দূরে থাক্, যবনেরে সুতা সম্প্রদান।
প্রাণ সত্ত্বে না মানিল বলিয়া প্রধান॥
অদ্যাপি প্রতাপ-নাম শ্রুত মুখে মুখে।
কীর্তিকলা লেখা যত রাজপুত্র-বুকে॥
কহিতে সে কথা কবি-নেত্রে বহে নীর।
সত্য সেই প্রদীপ্ত করিল মাতৃক্ষীর॥
কেবল ঠাকুর পঞ্চ প্রতাপের বল।
প্রাণপণে প্রভুসেবা হৃদয় সরল॥
হিন্দুরাজ-চক্রবর্তী-কীর্তি হয় শেষ।
ভাবিয়া অস্থির কিসে রক্ষা পাবে দেশ॥
প্রভু পাশে সমরে জীবন যদি যায়।
সেও শ্রেয় মোগলদাসত্ব ঘোর দায়॥
প্রভুপাত্র উচ্ছিষ্ট প্রসাদ উপাদেয়।
অমিয় তাহার সহ নহে উপমেয়॥

* * *

হেথা শুন সমাচার সমরসমিদে।
আইল সলিম রৌদ্ররস-পূর্ণ হৃদে॥
আরাবলী-পর্বত-পশ্চিম দিয়ে ধায়।
প্রবেশিল মেরুদেশে কালানল প্রায়॥
হলদিঘাটে প্রতাপ পাতিল নিজ থানা।
অমরের সাধ্য নহে তথা দিতে হানা॥
বাইশ হাজার মাত্র সেনার যোগান।
গিরিকূটে সুসজ্জিত রাখে মতিমান্।
গিরিব্রজে রাজধানী ঘেরা অনুপম।
জরাসন্ধ-দুর্গসম বিষম দুর্গম॥
কিবা উপত্যকা কিবা অধিত্যকা স্থলে।
নিবিড়-কানন প্রায় শোভা সেনাদলে॥
অট্টালিকা-শিখরে কি পর্বত-শিখরে।
কোষমুক্ত অসি, নির্ঝরের ভাতি ধরে॥
কৃতান্তকিঙ্কর সম দেখিতে করাল।
প্রহরণ প্রস্তর ধনুক শরজাল॥
প্রভুভক্ত অনুরক্ত ভীল নামা জাতি।
সকলের আগে ভাগে রহে থানা পাতি॥
বনেবাস সভ্যতা ভব্যতা নাহি জানে।
কিন্তু প্রভুভক্তি যোগসার জ্ঞানে মানে॥
শশদীয়া-বিপদ্-সাগর-পার-সেতু।
কত শত হত, প্রভু-পরিত্রাণ হেতু॥
হইল বিষম যুদ্ধ, কি বলিব আর।
স্বধর্মপালন-ব্রত, সর্বব্রত সার॥
এক এক রাজপুত্র কুলের ঈশ্বর।
ক্রমে ক্রমে স্বদলে হইল অগ্রসর॥
নির্ভয়-হৃদয়ে ধায় কেশরীর প্রায়।
হুহুঙ্কার হর হর শব্দ উভরায়॥
মহাবীর্যবান্ সবে মদমত্ত হিয়া।
বরিষে বরশী ভল্ল অশ্বে আরোহিয়া॥
আপন সেনায় হেরি বিক্রম বিশাল।
আনন্দ-রসেতে ভোর হইল ভূপাল॥
সমর-তরঙ্গে ভাসে সকলের আগে।
যথা যায় শত্রুভটা ভঙ্গ দিয়ে ভাগে॥
উড়ে বৈজয়ন্তী ভানু-ভাসিত লোহিত।
বাজীরাজ চাতকের পৃষ্ঠে আরোহিত॥

বৈর-শোধ-গ্রহণার্থ ব্যাকুল অন্তরে।
কুলের কজ্জল মানসিংহে তত্ত্ব করে॥
সন্ধান না পেয়ে তার ঘন ঘন ফেরে।
সম্মুখে পাইল শাহ-সুত সলিমেরে॥
শত শত যবনেরে করিয়া সংহার।
মহাতেজে তথায় হইল আগুসার॥
যেমন দেবতা, যান ভূষণ তেমনি।
ঘন ঘন চাতক করিরা হ্রেষাধ্বনি॥
সলিমের করিশুণ্ডে করে খুরাঘাত।
ঝলকে ঝলকে হয় রুধির-সম্পাত॥
ভাগ্যবশে আয়সে হাউদা ছিল আঁটা।
তাই বাদশাহসুত নাহি গেল কাটা॥
তুরুকসোবারগণ দিয়েছিল হানা।
কদলীর বন প্রায় কাটিলেন রাণা॥
কাটা গেল মাহুত, মাতঙ্গ মাতোয়াল
চাতকের পদাঘাতে ক্ষেপিল বিশাল॥
পলায় আপন সেনা শিবির সন্ধানে।
তাহে তৈমুরের বংশ রক্ষা প্রাণে প্রাণে॥
ঘোরতর সমর হইল সেই স্থলে।
দুইদল সমতুল কেহ নাহি টলে॥
সলিমের রক্ষা হেতু যবনে যতন।
রাণা-রক্ষা-হেতু রাজপুতের পতন॥
মহামার-মদে মত্ত মেরুদেশপতি।
শরে শরে জরজর কলেবর অতি॥
খরতর করবালে বিক্ষত শরীর।
কিন্তু মনে কিঞ্চিৎ বিকল নহে বীর॥
তিলেক না ছাড়ে রাজচ্ছত্র শিরোপরে।
শত্রুসেনা তার প্রতি একলক্ষ্য করে॥
সেই দিগে ধেয়ে সবে বর্ষে প্রহরণ।
প্রাবৃটের মেঘমালে তপন যেমন॥
প্রতাপে প্রতাপ বার বার তিন বার।
শত্রুসেনা মথি করে আপন উদ্ধার॥
যেন ঘোর আখেটে ভীষণ সিংহবরে।
পাল পাল গৃহপাল ঘেরি শব্দ করে॥
ব্যূহভেদ করি হরি যত যায় দূরে।
ততোই তাহারে বেড়ে আখেটি কুকুরে॥

সেইরূপ অবসন্ন হৈল মহোদয়।
পরিত্রাণপথ আর দৃশ্য নাহি হয়।।
হেন কালে ঝালবর দেশের ঈশ্বর।
প্রভুর উদ্ধার-হেতু হন অগ্রসর।।
ছত্র দণ্ড নিশান অন্যথা তথা করি।
ধরাইল হেমচাঙ্গী স্বীয় শিরোপরি।।
মোহিল মোগলসেনা দেখি ছত্র দণ্ড।
সেই দিকে প্রহরণ প্রহরে প্রচণ্ড।।
সেই অবকাশে রাণা অন্য পথে যায়।
ধন্য ধন্য ঝালবরপতি মহাকায়।।
প্রভুরে বাঁচায়ে দিয়ে স্বীয়গণ সহ।
শত্রুদলে সমর করিল দুর্বিষহ।।
অনন্তর আয়ুধ-আঘাতে হতবল।
প্রাণ পরিহরে ঝালী সহিত স্বদল।।
অনুপম প্রভুভক্তি, দেহ দিল ডালি।
রাখিল অপূর্ব কীর্ত্তি নিজ ধর্ম পালি।।
কীর্ত্তিকলা পুরস্কার থাকে মাত্র শেষ।
করিলা প্রতাপ এই নিয়ম নির্দ্দেশ।।
বংশ-অনুক্রমে ঝালবরপতিগণ।
রাজচ্ছত্র দণ্ড আর নিশান শোভন।
নিজ ধামে ধরাইবে ধরাধীশ প্রায়।
রাণার দক্ষিণে স্থান পাইবে সভায়।।
অদ্যাপি উদয়পুরে আছে এই রীতি।
ভক্তির তনয় স্নেহ কহে ধর্ম্মনীতি।।
কিন্তু বল, একের বীরত্বে কি উপায়।
মোগলের সেনা সীমাহীন সিন্ধু প্রায়।।
চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিলে হুতাশন।
ঘটপূর্ণ জলে কভু হয় নিবারণ?
লক্ষ লক্ষ মোগল করিল আক্রমণ।
অগণিত কামানে অনল-বরিষণ।।
দলে দলে উটের উপরে বাঁধা তোপ।
যেই দিগে বর্ষে গোলা সেই দিকে লোপ।
কি কহিব হলদিঘাটে দুঃখের কাহিনী।
বাইশ হাজার ছিল রাণার বাহিনী।।
থাকিল হাজার অষ্ট চরম প্রহরে।
বহিল রুধিরনদী কন্দরে কন্দরে।।

প্রভুভক্তি-প্রস্রবণ-জাত তরঙ্গিণী।
যশোরূপ জাম্বুনদ-রেণু প্রস্রবিনী॥
শৌর্য-সুধাময় ফল ফলে যার জলে।
যে পায় আস্বাদ সেই ধন্য ধরাতলে॥
প্রদোষে প্রতাপ পুরে করিলা প্রস্থান।
নির্ভয় চাতক-গতি পবনসমান॥
পুরোভাগে পয়স্বিনী বহিছে ঝঙ্কারে।
এক লাফে তুরঙ্গ যাইল তার পারে॥
অশ্বে ছুটে যুগল মোগল তার পাছে।
থমকিল তারা সেই তটিনীর কাছে॥
প্রভু-প্রায় চাতক আহত অতিশয়।
নিকট হইল শত্রু জানিল নিশ্চয়॥
খুরের আঘাতে শৈলে উঠিছে অনল।
জলধরে যেন ক্ষণপ্রভা ঝলমল॥
এমন সময়ে রাণা করেন শ্রবণ।
কহিতেছে স্বদেশ ভাষায় একজন॥
কহে ঘন "ওহে নীল ঘোড়ার চালক।"
শুনি সম্বোধন রাণা ফিরান মস্তক॥
দেখিলেন অশ্বারোহী আর কেহ নয়।
আপন অগ্রজ শক্তিসিংহ মহোদয়॥
পিতা দিন অনুজেরে নিজ রাজ্যভার।
ক্ষোভানলে স্বদেশ ত্যজিল গুণাধার॥
ধিক ধিক ধিক রে ধনাশা দুরাশয়।
ভ্রাতৃপ্রেম অমৃতে গরল উপজয়॥
শাহের সেবায় শক্তি তদবধি রত।
স্বদেশের প্রতিকূলে সম্প্রতি আগত॥
মোগলসেনায় থাকি করে বিলোকন।
একেশ্বর প্রতাপ করিছে পলায়ন॥
সেই ক্ষণে দ্বেষানল নির্বাণ পাইল।
পুনঃ আসি ভ্রাতৃস্নেহ হৃদয় ছাইল॥
মনে ভাবে হায় ধিক্ আমি দুরাচার।
আমার স্বরূপ কেবা আছে কুলাঙ্গার॥
ভ্রাতৃভেদে বিচ্ছেদে স্বদেশ পরিহার।
পরের প্রসাদ-লোভে প্রবৃত্তি আমার॥
জন্মভূমি আর নিজ ভ্রাতৃপ্রতিকূলে।
আসিয়াছি মদে মেতে ধর্মনীতি ভুলে॥

এই রূপ তিতিক্ষায় হয়ে দ্রবমনা।
সলিমে কহিল, "অবধান জাঁহাপনা॥
আর কারো কার্য নহে প্রতাপেরে ধরা।
আমি যাই তারে আনিয়া দিব ত্বরা॥
এইরূপ কৌশল করিয়া বীরবর।
যুগল যবন সহ ধাইল সত্বর॥
পথে সেই তুরঙ্ক তুরঙ্গীদ্বয়ে নাশি।
অনুজসমীপে শক্তি উত্তরিল আসি॥
দুই ভেয়ে দেখামাত্র কোথা থাকে দ্বেষ।
পরস্পর আলিঙ্গন প্রণয় আবেশ॥
হায় হায় ভ্রাতৃভাব বুঝে উঠা ভার।
কখন কি ভাবে হয় আবির্ভাব তার॥
সদ্ভাবে শীতল যথা উষার তুষার।
অভাবেতে যেন কালানল অবতার॥
ধরাসনে চাতক পড়িল সেইখানে।
একদৃষ্টে নয়ন আরোপি প্রভুপানে॥
শক্তি স্বীয় তুরঙ্গ ওঙ্কার নামধর।
অনুজেরে অর্পণ করিল বীরবর॥
যেই স্থলে চাতক ছাড়িল নিজ প্রাণ।
সেই স্থলে হৈল এক মণ্ডপ নির্মাণ॥
অদ্যাপিও চাতকের চবুতরা নামে।
প্রতিষ্ঠিত আছে সেই হলদিঘাট গ্রামে॥
হাসি ভ্রাতৃপ্রতি শক্তি কহে, "এ কি রীতি।
রণভূমি ত্যাগ করা কোন ক্ষত্রনীতি॥
হেন কার্য যেন ভাই আর নাহি হয়।
কুলের অযশ তাহে হইবে নিশ্চয়॥
যা হবার হইয়াছে শুন মহোদয়।
এখানে বিলম্ব আর সুবিহিত নয়॥"
এত বলি হত তুরঙ্গীর অশ্বে চড়ি।
সলিম সমীপে ফিরে গেল দড়বড়ি॥
কহে "জাঁহাপনা পথে প্রতাপের করে।
মরিল সর্দারদ্বয় তুমুল সমরে॥
মরিল তাহার করে তুরঙ্গ আমার।
একা আমি কি করিতে পারি বল তার॥"
শুনি শাহসুত হৃদে করে অবিশ্বাস।
শক্তিসিংহ প্রতি কহে মুখে মন্দ হাস॥

"রাজপুত ধর্ম নহে অসত্য কথন।
কেন রাণাবৎ হেন কর বিড়ম্বন॥
সত্য কথা কহ দেখি নির্ভয় হৃদয়।
বীর যেই কভু সেই ভীত নাহি হয়॥"
শুনি শক্তি কহে যথাযথ সমাচার।
"নিবেদন করি ওহে সম্রাট কুমার॥
রাজ্যভারে ভারাক্রান্ত অনুজ আমার।
গুরুভারে চঞ্চল চরণযুগ তাঁর॥
ভারাক্রান্ত ভাই যদি ভূমিশায়ী হয়।
কেমনে দেখিব আমি, কহ মহোদয়॥
ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখী নহে যেই নরাধম।
বিফল তাহার দেহ বিফল জনম॥
শুনি কথা সলিম কহেন তাঁর প্রতি।
"কহ বীর কৃতঘ্নের কি হয় দুর্গতি॥
দেশ ত্যজি, ভ্রাতৃ ত্যজি, ত্যজি আত্মজন।
দিল্লির আসনতলে লইলা শরণ॥
যে দিল আশ্রয়, কর অহিত তাহার।
কহ রাণাবৎ কোন ধর্মের বিচার॥
অতএব এ স্থান তোমার যোগ্য নয়।
প্রস্থান করহ যথা অভিরুচি হয়॥"
কথামাত্র শক্তিসিংহ লইল বিদায়।
স্বীয় দলে বলে চলে ভেটিতে রাণায়॥
উপহার রূপ কিছু দান সমুচিত।
কি দিব অনুজে এই চিন্তায় চিন্তিত॥
চারিদিকে মোগল জুড়েছে অধিকার।
মিবারের পূর্বরূপ নাহিকো বিস্তার॥
ভইস্রোর নামে দেশ করিতে উদ্ধার।
পড়িল যবন সৈন্যে অনল আকার॥
দুই দিনে দেশোদ্ধার করি মহামার।
উদয় উদয়পুরে উদয়কুমার॥
উদার হৃদয় রাণা পেয়ে পরিতোষ।
অগ্রজে সে দেশ দিল সহ রত্নকোষ॥
অদ্যাপি শক্তির বংশ বিরাজিত তথা।
অমৃতের খনি রাজপুতনার কথা॥

তৃতীয় সর্গ

কিবা অপরূপ শোভা নাগরীয় হাট্।
নভূত নভাবী কীর্ত্তি করিল সম্রাট॥
বিবিধ কুসুম যেন কুসুম কাননে।
কুসুম-সময়ে হাসে প্রফুল্ল আননে॥
কোন পুষ্প প্রভায় প্রকাশে পরিপাটী।
শূন্য থেকে তারা কি আইল পুষ্পবাটী।
কোন পুষ্প লালিত্য রসের চারুধাম।
ভানুকরে ম্লানমুখ হয় অবিশ্রাম॥
কোন পুষ্প কষিত-কাঞ্চন-কান্তিধর।
কারু বর্ণ যেন সুশীতল বৈশ্বানর॥
কেহ শোভে নবীন নীরদরেখা প্রায়।
কেহ-বা তুষার-ছবি অমলিন কায়॥
নহে স্থির ছোট বড় রূপের বিচারে।
এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমারে॥
যার দিগে পড়ে দৃষ্টি, তারি দিকে রয়।
পালটিতে পলকেরে প্রমাদ নিশ্চয়॥
কাহার সৌরভে মন প্রাণ করে চুরি।
নয়নেরে দাস করে কাহার মাধুরী॥
এইরূপ নানদেশজাত নানা নারী।
বসাইল মণিহারী মুনিমনোহারী॥
কোন নারী গারজিয়া* নাম দেশে জাতা।
জনমিয়া জানে নাই কেবা পিতা মাতা॥
কুমার কুমারকালে পরকরগত।
বিক্রিত শরীর পণ্য পুতুলের মত॥
ইস্তাম্বুলে ক্রয় করে যত বিলজ্জিত।
অনঙ্গ-যজ্ঞের বলি স্বরূপ সজ্জিত॥
বড় রূপে বড় মূল্য হয় ডাকাডাকি।
দক্ষিণা দীনার দানে নাহি রাখে বাকি॥
ধিক্ ধিক্ দ্রবিণাশা দূরিত এমনি।
অপত্যের স্নেহ ছাড়ে জনক জননী॥
ধিক্ পুষ্পশরহত পামরনিকরে।
যুবতী জাতিরে যারা পশু-জ্ঞান করে॥
বসিয়াছে বিজাতীয় বারাঙ্গনাগণ।
শিশির-সময়ে যথা সরোজকানন॥

জর্জিয়া দেশের পারস্য নাম।

রূপ বড় বটে কিন্তু লাবণ্যবিহীন।
পিঞ্জরে কোথায় সুখী বনের হরিণ॥
নানা ভোগ-রাগ বটে দিল্লী-অন্তঃপুরে।
কিন্তু তাহে মনের মানস নাহি পুরে॥
হীরকশৃঙ্খল পদে হেমদণ্ডে বাস।
সারিকা তাহাতে হৃদে লভে কি উল্লাস।
না বসিলে নয় তাই বসিয়াছে হাটে।
মনোদুঃখ আবরিয়া কাপট্য-কপাটে॥
বসিয়াছে আরাগণ প্রদেশের নারী।
অপাঙ্গের পরে পঞ্চশর মানে হারি॥
স্বর্ণ-বর্ণ চিকণ চিকুর কমনীয়া।
বসিয়াছে রোমক রমণী রমণীয়া॥
আরক্ত কপোল কিবা প্রকাশে প্রভায়।
গোলাব ত্যজিয়ে অলি তার দিকে ধায়॥
বিস্ফুরিত বিপুল বিনোদ কলেবর।
যুগল মরালবর চারু পয়োধর॥
হৃদয় সুরস সরোবরে মোদমান।
লোহিত চুচুকপুট চঞ্চুর সমান॥
বসিয়াছে আরমানী গত আরমান্।
মোগলমন্দিরে কোথা থাকে আর মান॥
মস্তকে মুকুট ধরা অমরী-আকার।
অঙ্গের আভায় হারে রত্ন-অলঙ্কার॥
বসিয়াছে য়িহুদী অবলা সুপ্রবলা।
রসিকা রসনা ছল-কলায় চঞ্চলা॥
অলকে ঝলকে হেমমুদ্রা থরে থরে।
বিজড়িত মুক্তামাল স্তনপরিসরে॥
বসিয়াছে ঈরাণী তুরাণী কত আর।
কি বর্ণিব বিশেষ বর্ণন করা ভার॥
সহস্র সহস্র নারী অপ্সরী-আকার।
দেশে দেশে বাছিয়া এনেছে সার সার॥
যথা নানা দেশীয় কুসুম বিমোহন।
শোভা করে বাদশার প্রমোদকানন॥

চতুর্থ সর্গ

জয়মল্ল নামধর তার এক বীর।
উজ্জ্বল করিল সেই জননীর ক্ষীর।

রাঠোর বংশীয় বীর বেদনোর-পতি।
কুলকুবলয়ে সুধাকর মহামতি॥
চিতোরের তিজোশকে বীরত্ব তাহার।
স্বকরে ছেদিল শত্রু হাজারে হাজার॥
অন্যায় সমরে তারে মারে আকবর।
আগন্তুক গোলাঘাতে হত বীরবর॥
যে বন্দুকে মরিল সুরেন্দ্র গুণধাম।
'সংগ্রাম' বলিয়ে শাহ্ রাখে তার নাম॥
নিজ গ্রন্থে গুণ তার গায় বারে বারে।
প্রতিমূর্তি আরোপিল দিল্লীপুরদ্বারে॥
দ্বিতীয় প্রতাপ নামা চণ্ডবংশজাত।
জগবৎ শ্রেণীর ঠাকুর সুবিখ্যাত॥
ষোড়ষবর্ষীয় শিশু সিংহের সোসর।
চিতোর দুর্গের দ্বারে ত্যজে কলেবর॥
কতিপয় দিন পূর্বে জনক তাহার।
রণক্ষেত্রে ঘোর যুদ্ধে পাইলে সংহার॥
জননী কুমার প্রতি করিল আদেশ।
পিতৃবৈর-শোধে ধর অরুণিত বেশ॥
পুত্রে পাঠাইয়ে সেই বীর প্রসবিনী।
কুঙ্কুম রঞ্জিত বর্ম পরিল ভাবিনী॥
সাজাইল বধূরে বিবিধ প্রহরণে।
সহচরী দলে বলে প্রবেশিল রণে॥
প্রাণপ্রিয়তমা আর আপন জননী।
সমর-তরঙ্গে দেহ ঢালিল যখনি॥
জীবনের আশা ছাড়ি প্রতাপ তখন।
মোঘল সহিত আরম্ভিল ঘোর রণ॥
সেই সেনা মত্ত মাতঙ্গিনীর সমান।
চালাইল শিশু বীর ধীমান্ শ্রীমান্॥
স্বপুরে হইল হত রাণার কল্যাণে।
অদ্যাপি তাহার গুণ গীত নানা গানে॥
সেই দুই বীরেন্দ্রের প্রতিমা ভীষণ।
অদ্যাপি দিল্লীর দ্বারে আছে সুশোভন॥
বীরের সম্মান জানে বীর যেই জন।
আকবরে ছিল এই উদার লক্ষণ॥
রবি শশী উপহাসে সিংহদ্বারচূড়া।
অদ্যাপি নহিল কাল-দশনেতে গুঁড়া॥
কি ছার রাবণপুরী দিল্লী-তুলনায়।
প্রবেশিতে কেঁপে যায় কৃতান্তের কায়॥

কত কাণ্ড কি বর্ণিব ব্যর্থ আকুঞ্চন।
কত দেশে কত কবি করিল বর্ণন।
তিনধারে সুগভীর পরিখানিচয়।
কলিন্দ-নন্দিনী রঙ্গে এক ধারে বয়।।
লোহিত উপবলে বপ্রব্যূহ বিরচিত।
স্থানে স্থানে পুঞ্জ পুঞ্জ কুঞ্জ সুশোভিত।।
নৌরোজার দিনে ঘোর ঘটা আড়ম্বর।
দেবানী-আমেতে বার দিলা আকবর।।
কিবা সেই সিংহাসন মণি বিরচন।
অলক্ষিত বাসব বিরিঞ্চি বিরোচন।।
কুবেরের ধনে তার মূল্য নাহি হয়।
মহেন্দ্র স্বরূপ শাহ তাহাতে উদয়।।
প্রসন্ন প্রসরতর উন্নত ললাট।
যেন তাহে লেখা পাঠ ধরা-রাজ্য-পাট।
হোমাপুচ্ছ গুচ্ছ গুচ্ছ কিরীটে কলিত।
মুখে তার বিন্দু বিন্দু হীরক ফলিত।।
ললিত লুলিত লোল পবন হিল্লোলে।
বারি-বিন্দু দোলে যেন তুষারের কোলে।।
বসিয়াছে ওমরা আমীর মীরগণ।
রাজা মহারাজা বড় বড় মহাজন।।
সুকবি সুধীর বক্তা পণ্ডিত গায়ক।
মিয়া তানসেন আদি বিবিধ নায়ক।।
কোথায় সঙ্গীত-বাদ্য সুরস লহরী।
জনগণ মন প্রাণ জ্ঞান লয় হরি।।
কোথায় তর্কের সিন্ধু তরঙ্গিত হয়।
ন্যায়েতে অন্যায় বটে, বিতণ্ডার জয়।।
খ্রীষ্টিয়ানী হিন্দুয়ানী মুসলমানী লয়ে।
মিছে বাদ বিবাদ সময় যায় বয়ে।।
বালকের দ্বন্দ্ব মত নাহি আগা গোড়া।
জ্ঞানী হাসে বলে ধর্মনাশে যত গোঁড়া।।
এক দিকে মল্লযুদ্ধ মহা মালসাট।
আর দিকে হইতেছে ভেড়ুয়ার নাট।।
আর দিকে মাতঙ্গে মাতঙ্গে ঠেলাঠেলি।
আর দিকে রণসজ্জা চমূচয় মেলি।।
আর দিকে তুরঙ্গে তরুঙ্গী শোভমান।
দেখাইছে হয়শিক্ষা বিবিধ বিধান।।

প্রথম সর্গ

সূচনা

দক্ষিণ জলধি-তীরে, নীলগিরি নীল নীরে,
শোভিত কলিঙ্গ নাম দেশ।
কন্দর কেদার বন, অগণন সুশোভন,
প্রবাহিত তটিনী অশেষ।।
বিন্ধ্যপাদে সমুদ্ভূতা, অমৃত-উদক-পূতা,
রত্ন-রেণুময়ী মহানদী।
মেঘাসন সমাশ্রিয়া, ব্রাহ্মণী ব্রহ্মার প্রিয়া,
মাননীয়া যথা বিষ্ণুপদী।।
স্বর্ণরেখা, চিত্রোপলা, খরস্রোতা, সুবিমলা,
অতি পুণ্যতরা বৈতরণী।
দেবী, দয়া, প্রাচী, সতী, কুশভদ্রা, গন্ধবতী,
ভুবনেশ গমন-শরণী।।
প্রগাঢ় ভক্তির ফল, পঞ্চদেবতার স্থল,
ভারতে প্রসিদ্ধ পঞ্চপুর।
নিরখি জুড়ায় নেত্র, বিরজার চারু ক্ষেত্র,
যাজপুর তীর্থের ঠাকুর।।
গয়াসুর-নাভিকুণ্ডে, পিণ্ড দিয়ে পিতৃমুণ্ডে,
কৃতকৃত্য হয় জনগণ।
দ্রুপদ-নন্দিনী সঙ্গে, পঞ্চ পাণ্ডু-পুত্র রঙ্গে,
করিলেন যথাবগাহন।।
হর-ক্ষেত্র ভুবনেশ, ধরি গোপালিনী বেশ,
গোচারণ করেন অভয়া।
একাম্র-কাননে লীলা, মহামায়া প্রকাশিলা,
সঙ্গেতে বিজয়া আর জয়া।।
গোপালের বেশে হর, তাঁর প্রেম-ভিক্ষাপর,
গোপালিনী তৃষায় কাতরা।

শূলাঘাতে স্মরহর নামে শ্রীবিন্দু-সাগর,
সরোবর রচিলেন ত্বরা ॥
ভোগবতী ফুঁড়ি জল, প্রবাহিত অনর্গল,
যথা গৌরীকুণ্ড প্রস্রবণ।
আয় মন পুন যাই, নিরখিয়া আসি ভাই,
কীর্তিকলা পাষাণে লিখন ॥
বুদ্ধ বা বিষ্ণুর স্থান, ধরাব্যাপী যশস্বান্,
পুরীর প্রধান যেই পুরী।
যেখানে প্রেমের স্ফূর্তি, চৈতন্য কনক-মূর্তি,
প্রকাশিলা ভক্তির মাধুরী, ॥
ত্যজি জাতি-অভিমান, যেখানেতে অন্ন পান,
একচ্ছত্রে জাতি মাত্রে খায়।
খাইয়া প্রসাদ ভাত, মাথায় মুছয়ে হাত,
শৌচাশৌচ কিছুই না চায় ॥
সৌরতীর্থ কোণারক, মহারোগ-সংহারক,
আছে মাত্র ভগ্ন-অবশেষ।
দেখিয়া ভাস্কর-কার্য, মনে মনে হয় ধার্য,
দেবকারু-শিল্পের উন্মেষ ॥
জিনি উগ্র শ্রবা হয়, তুরঙ্গ পাষাণময়,
দিগ্‌গজ জিনিয়া মাতঙ্গ।
পাষাণে রচিত নারী, কিবা ভঙ্গী মনোহারী,
অনঙ্গেরে দান করে অঙ্গ ॥
সরোবরে নিরখিয়া, নগ্না যত পিতৃপ্রিয়া,
ব্যাধিগ্রস্ত সন্তাপিত মনে।
হেথা শাম্ব কৃষ্ণসুত, মহা মাতৃ-ভক্তিযুত,
রোগমুক্ত ভানু-আরাধনে ॥

এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য-পশু-শাল,
মহারণ্যময় এই দেশ।
প্রকৃতির আদিমূর্তি, কাননে পাইত স্ফূর্তি,
মনুষ্য না করিত প্রবেশ ॥
পরাক্রান্ত আর্যজাতি, করে লয়ে বেদবাতী
এল পঞ্চনদ পার হয়ে।
ব্যাপ্ত আর্যাবর্তময়, অনার্য অসভ্যচয়,
কাননে পলায় প্রাণ লয়ে ॥
উত্তরেতে হিমালয়, দক্ষিণেতে শিলোচ্চয়,
বিন্ধ্য নামে সীমার নির্দেশ।

পশ্চিমেতে বিনশন,   পূর্বসীমা নিরূপণ,
পুণ্যময় প্রয়াগ প্রদেশ॥
এ সীমা লঙ্ঘন করি,   পুণ্যভূমি পরিহরি,
যে যাইত তার জাতি নাশ।
দক্ষিণাপথ বা অঙ্গে,   কিবা ত্রিকলিঙ্গ বঙ্গে,
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস॥
কিন্তু মধুমক্ষিকার,   যত বাড়ে পরিবার,
ততই চক্রের সীমা বাড়ে।
সেইরূপ আর্যবংশে   অনার্য করিয়া ধ্বংস
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে।
এই সে অরণ্য-দেশে,   প্রথমেতে ছিল এসে,
আর্য-ভয়ে ওড্র ভিল্ল কুলী।
দ্বাপরের শেষ-ভাগে,   রণজয় অনুরাগে,
সমাগত আর্য কতগুলি।
ক্রমে যত অনাচার,   ম্লেচ্ছ করে পরিহার,
আর্য-ভূমি হল ম্লেচ্ছ-দেশ।
কত তীর্থ প্রকটন,   করিলেন মুনিগণ,
দেব-দেবিগণের প্রবেশ॥
ক্রমে যত খর রবি,   ধরা ধরে অন্য ছবি,
সেই রূপ সমাজের গতি।
জাগে হিংসা অপকর্ম,   অহিংসা পরম-ধর্ম,
প্রকাশিলা গৌতম সুমতি॥

মৃত্তিকা পাষাণ দারু,   বিরচিত বিশ্বকারু,
পুন প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে।
বাজাইয়া ঢাক ঢোল,   করি মহা গণ্ডগোল,
ছেলে-খেলা দেব-দেবী লয়ে॥
বর্ষ পঞ্চদশ শত,   অধুনা হইল গত,
মগধ-ঈশ্বর ভবগুপ্ত।
বার বার আক্রমণে,   তাড়াইল বৌদ্ধগণে,
বিশ্বজিত মত তাহে লুপ্ত॥
যযাতি-কেশরী নাম,   সেনাপতি গুণধাম,
সন্ধি-বিগ্রহের অধিকারী।
বৌদ্ধের গৌরবহর্তা,   প্রথম শাসনকর্তা,
কটকের সূত্রপাতকারী॥
অন্বেষিয়া জগন্নাথে,   বলভদ্র ভদ্রা সাথে,
দেউলেতে বসাইলা পুনঃ।

বলি যাগ-যজ্ঞ হোম,　　পঞ্চ-দেব পূজাস্তোম,
　　কলিঙ্গেতে বৃদ্ধি বহুগুণ॥
নৃপতি কেশরী নাম,　　স্থাপিলা কটক ধাম,
　　দুইধারা মহানদী-মুখে।
পাঠান করিল ক্ষয়,　　তাঁর কীর্তি-কলাচয়,
　　স্মরণে হৃদয় দহে দুঃখে॥
খর স্রোতে ভাঙে তীর,　মকর-কেশরী বীর,
　　পাষাণের বন্ধে বন্ধ করে।
অদ্যাপি দেখহ আসি,　　কি অক্ষয় কীর্তিরাশি,
　　আছে এই কটক নগরে॥
কালে সব হয় ধ্বংস,　　কালে এ কেশরী-বংশ,
　　উড়িষ্যায় পাইল বিরাম।
তেজি গোদাবরী-তীর,　　এল এক মহাবীর,
　　গঙ্গাবংশী চৌরগঙ্গ নাম॥
তাঁর পুত্র গঙ্গেশ্বর,　　মহা কীর্তি-কলাধর,
　　পঞ্চ কটকের অধীশ্বর।
উত্তরেতে বিষ্ণুপদী,　　দক্ষিণেতে কৃষ্ণানদী,
　　শাসনের সীমা সুবিস্তর॥
সে বংশে মহিমাসীম,　　ভূপাল অনঙ্গ-ভীম,
　　বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা।
কটকেতে পরিপাটি,　　কিবা দুর্গ বারোবাটি,
　　এবে শুধু মনস্তাপদাতা॥
হায় রে ইংরাজ রাজ,　　করিলি গর্হিত কাজ,
　　তোরা নাকি কীর্তির প্রহরী?
তবে কেন করি চুর,　　সেই বারোবাটি পুর,
　　হিন্দুর গরিমা নিলে হরি?
তাঁর পৌত্র গুণাকর,　　নরসিংহ নরবর,
　　কোণার্ক তীর্থের প্রতিষ্ঠাতা॥
শিবাই সান্ত্রার কাজ,　　বিশ্বকর্মে দেয় লাজ,
　　এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা!
নেত্র বাসুদেব নাম,　　ছিল রাজা গুণগ্রাম,
　　চারি শ-পঁচিশ বর্ষ গত।
অপুত্রক নরপতি,　　সতত বিষণ্ণ মতি,
　　রাজকার্যে উৎসাহ-বিহত॥
একদিন শ্রীমন্দিরে,　　দেব-দর্শনান্তে ফিরে,
　　যাইবার সময় রাজন।

দেখিলেন মতিমান,   অতিশয় রূপবান,
যুবা এক করিছে ভ্রমণ।।
সূর্যবংশী রাজপুত,   সর্বসুলক্ষণযুত,
বিভূষিত বহু গুণ-জ্ঞানে।
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে,   রাজা তাঁরে সঙ্গে লয়,
রাখিলেন নিজ সন্নিধানে।।
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ,   পাইলেন উৎকলেশ,
পুত্ররূপে করিতে গ্রহণ।
কপিলেন্দ্র দেব নাম,   অসীম যশের ধাম,
যৌবরাজ্যে পাইলা বরণ।।

দ্বিতীয় সর্গ

কথাবস্তু

নেত্র-বাসুদেব অন্তে কপিলেন্দ্র রাজ।
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ।।
সহস্র সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী।
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজ্য হরি।।
শাসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর।
রাজধানী ছিল রাজ-মাহেন্দ্রী নগর।।
বিশ পুত্র নৃপতির বড় বলীয়ান্।
হাম্মীর বলিয়া তারা পাইল আখ্যান।।
অগ্রজ বলহাম্মীর বলরাম প্রায়।
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায়।।
দ্বিতীয় কালহাম্মীর দুই স্কন্ধে তূণ।
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ।।
যযাতি-হাম্মীর নামে তৃতীয় কুমার।
অসি-চালনায় তাঁর তুল্য নাহি আর।।
এইরূপ অস্ত্রে-শস্ত্রে পটু বিশ সুত।
কিন্তু কেহ নহে বিদ্যা-বিজ্ঞান-বিযুত।।
ব্যসনে সময় হরে, নিরখি রাজন।
বিজনে বসিয়া সদা ব্যাকুলিত মন।।
পরস্পর ঈর্ষাভাব, বিবাদ প্রবল।
হায় রে দৈহিক বল! অনর্থ কেবল।।

রাজা ভাবে মম অন্তে এই পুত্রগণ।
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ॥
অনুদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ।
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রভুর আদেশ॥
এক দিন স্বপ্নে দেব দেন প্রত্যাদেশ।
"মম অভিলাষ যাহা শুনহ নরেশ॥
কালি সন্ধ্যা আরতির সময় যখন।
দর্শনার্থে মন্দিরে করিবে আগমন॥
বাইশ সোপান আরোহণের সময়।
পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয়॥
অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ।
ধীরে করিবেক তব পদানুসরণ॥
তাহারেই যৌবরাজ্যে করিবে বরণ।
তব অন্তে উড়িষ্যার রাজা সেই জন॥"
প্রত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরষিত মন।
পরদিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ॥
দেব দরসনে যান সহ সব সুত।
দেখ দেখি! ঈশ্বরের খেলা কি অদ্ভুত॥
ভাবি প্রত্যাদেশ-কথা অস্থির নরেশ।
বাইশ সোপানোপরে করিলা প্রবেশ॥
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে।
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণান্তরালে॥
পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক সুন্দর।
সীমা উঠাইয়া ধরে যেরূপ কিঙ্কর॥
মুখ ফিরাইয়া রাজা করেন দর্শন।
নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেই জন॥
নামেতে পুরুষোত্তম রূপের নিধান।
ভূপতির প্রতিকৃতি, পরম ধীমান্॥
কিবা জন্ম-ক্রটি তার খণ্ড তপোফলে।
কলঙ্কী শশাঙ্ক প্রায় উদিত ভূতলে॥
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন।
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে করিছে গমন॥
তাঁহার উদ্বেগে মাত্র উৎকণ্ঠিত নয়।
পাষণ্ড কি ষণ্ড তারা তনয় ত নয়॥
পুরুষোত্তমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ।
অতিশয় স্নেহভরে করেন ঈক্ষণ॥

তৃতীয় সর্গ

পদ্মাবতী

কিবা অপরূপ, পদ্মাবতী রূপ,
অলপ বয়সী বালা।
কেতকী কুসুম, কেশর কুঙ্কুম,
লাবণ্য ফুলের ডালা॥
নয়ন সুন্দর, নীল-নিভাধর
কাজলে উজল ভাতি।
যেন ইন্দীবরে, অলি শোভা করে,
রবহীন মদে মাতি॥
পলকে পলকে, দামিনী দলকে
চমকে যুবক-প্রাণ।
আকর্ণ সন্ধান, কামের কামান,
যুগল ভুরুর টান॥
অধরোষ্ঠ কিবা, প্রবালের ডিবা,
দশন মুকুরাধার।
মৃদু মৃদু হাসে, দর পরকাশে.
কি শোভা করে সঞ্চার॥
নাসিকার কোলে, গজমোতী দোলে,
তিলফুলে হিমকণা।
প্রলম্বিত বেণী, নাগিনীর শ্রেণী
উভে কি বিস্তার ফণা॥
প্রতিভার খনি চন্দ্রসূর্য মণি,
সীমন্ত শ্রীমন্ত করে।
রত্ন কর্ণফুল, শোভে কর্ণমূল
দোলে কি আনন্দভরে?
পাটলী কি রসে, কপোলে বিকসে
কপাল কি আধ ইন্দু?
মৃগাঙ্কের প্রায়, শোভিছে কি তায়,
মৃগমদ লেখা বিন্দু?
রাঙা কোকনদ. শ্রীকর শ্রীপদ,
অঙ্গুলি চাঁপার কলি।
রস-প্রস্রবণ, প্রথম যৌবন,
কিবা ভাব টল-টলি॥
নানা গুণবতী, সুশীলা সুমতী,
ঈশ্বরে অচলা রতি।

মধুর গভীর, সুধাসম গির,
মোহিত করয়ে মতি॥
কিবা নতশিরে, গতি অতি ধীরে,
সলজ্জ মধুর ভাব।
সুলক্ষণযুতা, কিবা সিন্ধুসুতা,
কাঞ্চীপুরে আবির্ভাব॥
বীণা বেণু আদি, সুস্বর-সম্বাদী,
যন্ত্রতন্ত্রে মূর্তিমতী।
সারদা সমানা, নৃত্যগীত নানা,
শিখিয়াছে চারুমতি॥
নাটক নাটিকা, শব্দশাস্ত্র টীকা,
কাব্য আর অলঙ্কার।
ছন্দ ব্যাকরণ, দর্শনে দর্শন,
শ্রুতি শ্রুতি-অলঙ্কার॥
সর্ব কলাবতী, যথা ভানুমতী,
চিত্রে চিত্রলেখা বালা!
অপূর্ব রমণী, নারী-শিরোমণি,
কিবা বৈজয়ন্তী-মালা॥
দিন দিন তার, পদ্মবনাকার,
প্রকটিত হেরি রূপ।
সমযোগ্য বর না হয় গোচর
চিন্তিত হইলা ভূপ॥
সচিবের সহ, বসি অহরহ,
কতরূপ যুক্তি করে।
বিভবে বিপুল, রূপেতে অতুল,
কে আছে ভব-ভিতরে?
স্থির অবশেষ, উড়িষ্যা-নরেশ,
শ্রীপুরুষোত্তম রায়।
কন্দর্প সমান, রূপের নিধান,
বিক্রমে বিক্রম প্রায়॥

চতুর্থ সর্গ

মানিক গোপালিনী

হেথা শুন সমাচার তার অনন্তর।
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর॥
কর্ণাটের রাজধানী কাঞ্চী-পরাজয়ে।
সমবেত অগণিত নানা সৈন্যচয়ে।
পাটজোষী* যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল।
দক্ষিণ-যাত্রায় গ্রহ নহে অনুকূল॥
রাজা কন "যোগ লগ্ন কিছুই না মানি।
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাণি॥
তাঁর আজ্ঞা মানি যিনি গ্রহগণ-স্বামী।
এখনি বিজয় যাত্রা করিব হে আমি॥"
নানা বল সৈন্যদল অপ্রমেয় সাজে।
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে॥
বলদ, তুরঙ্গ, উট, হাতি সারি সারি।
শকটে সম্ভার কত যায় ভারী ভারী॥
অনেক অগ্ন্যস্ত্র জম্ভ-নল গোলাগুলি।
পদাতিগণের অঙ্গে মাখা রঙ্গ-ধূলি॥
শিরস্ত্রাণ-বর্ম-চর্মে সজ্জিত সকলে।
রণমদে মাতোয়াল, টেড়া ভাবে চলে॥
ধনুর্বাণধারী চলে হাজারে হাজার।
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার॥
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির ঠমক্।
শূলকী বল্লম করে, করে চক্‌মক্।
চলে অগণিত ঢাল-তরবালধারী।
চলে মল্ল থেকে থেকে উল্লম্ফন মারি॥
চলে গদা ঘুরাইয়া কত দলবল।
চলিল বিস্তর হস্তে সর্বল কেবল॥
রাজ-অগ্রভাগে-রাজ-হস্তির প্রয়াণ।
বিষ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়া নিশান॥
উটের উপরে বাজে দামামা টিকারা।
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকার॥
হস্তির গলায় ঘন্টা বাজে টন্ ঠন্॥
পদাতির জয়ধ্বনি সিন্ধুর গর্জন।

পট্টজ্যোতিষী শব্দের অপভ্রংশ—যদিও এই উপাধিহিন্দু রাজাদিগের সময়ে রাজকীয় জ্যোতিষীরসম্পত্তি ছিল, কিন্তু এক্ষণে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণেরা সাধারণত তদুপাধি এবং রায়-গুরু প্রভৃতি মহামহোপাধি ধারণ করে।

জগন্নাথ দর্শনের নাহিক সময়।
দক্ষিণ প্রাচীর তেজি অগ্রসর হয়।।
মনে মনে ইষ্টদেবে নমে জুড়ি হাত।
শ্রীদুর্গা মাধব পদে করে প্রণিপাত।।
নীলচক্র* প্রতি চাহি কহে নরপতি।
"কর্ণাটের জয়ে, দীনে দেহ অনুমতি।।
প্রথমে সে যুদ্ধে যাহা হস্তগত হবে।
তোমার মণ্ডনে চক্র! ব্যয় তাহা হবে।।
কটকের পদভরে কাঁপিতেছে ক্ষিতি।
চলিলেন গজপতি নাহি মাত্র ভীতি।।
অতি বেগে যায় রায় শূন্যপথে চায়।
মাংস-মুখে গৃধ্র এক দেখে উড়ে যায়।
তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর।
মনে ভাবে এ শকুন অশুভ-আকর।।
রাজা কন, "প্রভুর আদেশ মাত্র সার।
এ শকুন অ-শকুন, মানি সব ছার।।"

ষষ্ঠ সর্গ

সংগ্রাম

নিদ্রাভঙ্গে গজপতি হরষিত মতি।
পুনরায় রণোৎসাহে সমুৎসুক আতি।।
না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোর রণ।
অন্তরীক্ষে শ্রুতমাত্র শব্দ শন্ শন্।।
কত মল্ল, করে ভল্ল, সাজে থাকে থাকে।
মারে লম্ফ, দিয়ে ঝম্প, ধায় ঝাঁকে ঝাঁকে।।
দুই নেত্র, মদক্ষেত্র, জবাপুষ্প-ভাতি।
ধৃত বর্ম, সৃত চর্ম-আবরিত ছাতি।।
ফুলে অঙ্গ, ভরুভঙ্গ, দশন-কবাটী।
খড়্গে খড়্গে অরিবর্গে ফেলিতেছে কাটি।।
পড়ে রক্ত, কি অলক্ত, ধরা-অঙ্গে সাজে।
শুধু হেলি, শবঢেরি, জয়ভেরী বাজে।।
ও কি মূর্তি, পায় স্ফূর্তি, রণ-মাতৃকার।
গলদ্রক্ত, সদাসক্ত, চিবুকে তাহার।।

জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াস্থিত বিষ্ণুচক্র।

দন্তগুলা, যেন মূলা, অতি তীক্ষ্ণ দাঁড়।
কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড়॥
কভু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমিপরে।
কভু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে॥
তাম্র-সটা, জিনি কটা, শিরে জটাচয়।
ফণীচক্র, সম বক্র, উঠি ঊর্ধ্বে রয়॥
ভয়ঙ্কর, ঘোরতর, ঘোরে দুই আঁখি।
নরনারী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি॥
ভয়ঙ্করী, নিশাচরী, নাচিতেছে আসি।
সমাকুল, সেনাকুল উঠে ধূলিরাশি॥
শিবাপুঞ্জে, বসা ভুঞ্জে, গৃধিনীর সঙ্গে।
ঝাঁকে ঝাঁকে, দ্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে।
কাটামুণ্ড, হীনশুণ্ড, কত হস্তী পড়ে।
কত হয়, ক্ষেত্রময়, ধায় উভরড়ে॥
ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে।
দলে দল, কত বল, আসিতেছে রুখে॥
খরধার, তরবার, যমধার নাম।
কি করাল, ভিন্দিপাল, কৃতান্তের ধাম॥
প্রক্ষেবড়ন, ঘন ঘন, দ্রুঘণ কুঠার।
করে বধ, পরশ্বধ বিষম প্রহার॥
এইরূপ সমর হইল ঘোরতর।
দিবাশেষে দুই দল হইল কাতর॥
প্রভাতে, প্রভাত-ভানু সম রাগোদয়।
প্রদোষের অস্তভানু সহ তেজোময়॥
বেলা অবসান সহ বল অবসান।
প্রকৃতির রীতি এই নিত্য বিদ্যমান॥
বিশেষে কাঞ্চীর সেনা হইল ফাঁফর।
চারিদিকে উড়িষ্যার বাহিনী বিস্তর॥
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন।
ক্রমে বীর্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন॥
নিরুপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি।
নতঃশিরে নিজ দুর্গে করিলেন গতি॥
প্রচুর প্রহরীচয় বাঁধে আট ঘাট।
চারি সিংহদ্বারে পুনঃ পড়িল কবাট॥
তমস্বিনী তমোরাশি ছাইলে গগন।
দক্ষিণের দ্বারে যান উড়িষ্যারাজন॥
কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে।
সমস্ত দিনের শ্রান্তি ক্লান্তি পরিহরে॥

পুনঃ রথে প্রযোজিত, সজ্জিত সকলে।
রণমদে হ্রেষা উঠে গগনমণ্ডলে।।
চলিলেন রথিগণ রাজারে লইয়া।
শত্রু-গর্ব খর্ব হেতু উল্লসিত হিয়া।।
উত্তরেতে চলিলেন সামন্ত-শিঙ্গার।
চলিত পদাতি যথা তরঙ্গের হার।।
"জয় জগন্নাথ, জয়!" হয় জয়ধ্বনি।
কটকের পদভরে শিহরে ধরণী।।
অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অম্বরে।
বজ্রের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে।।
কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়
প্রোজ্জ্বলিত গৃহচয় যথায় তথায়।।
কিন্তু সে দুর্গম দুর্গ অভেদ্য অজেয়।
ভিতরেতে অস্ত্র আর সৈন্য অপ্রমেয়।।
প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল।
তারপর নদী প্রায় পরিখা প্রবল।।
তটে গিরি বনে পুনঃ অতি গূঢ় স্থান।
মুগনী প্রস্তরে যত প্রাকার নির্মাণ।।
পর্বত-প্রমাণ চূড়া অতি উচ্চতর।
যেন সূর্যপথ রোধে, পরশি অম্বর।
দুই দ্বারে বহুক্ষণ বহিল সমর।
উড়িষ্যার চমূ তাহে নিহত বিস্তর।।
নীচে থেকে উঠে ঊর্ধ্বে অগণিত বাণ।
গহনে গহনে পড়ি বিহতসন্ধান।।
উপর হইতে যত বর্ষে প্রহরণ।
ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন।।
প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির-হৃদয়।
ভাবিছেন, ভুলিলেন বুঝি দয়াময়।।
অবিরত তত্ত্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত।
পূর্বদ্বারে আগত কি কৃষ্ণ রাজপুত।।
দ্বিতীয় প্রহব যবে অতীত রজনী।
অকস্মাৎ পুনঃ পুনঃ হয় জয়ধ্বনি।।
পূর্বদ্বারে কৃষ্ণ রাজপুত সমাগত।
সঙ্গে সংমিলিত তাঁর অশ্বারোহী যত।।
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত রাউত উদয়।
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গনিচয়।।

নবরূপ অগ্নি-অস্ত্র* অতি ভয়ঙ্কর।
বজ্রের নির্ঘোষবৎ শব্দ ঘোরতর॥
মুখেতে বিদ্যুৎ জ্বলে কিবা কালানল।
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলে দল॥
দুই সিংহদ্বারে দেওড়ের বড় জাঁক।
কর্ণাটের লক্ষ্যে গোলা পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
উৎকলের সৈন্য বর্মে আবৃত শরীর।
তোরণের নীচে কাটে সুড়ঙ্গ গভীর॥
ভরিল বারুদ তাহে আকারেতে গোলা!
"জয় জগন্নাথ জয়" নাদে সবে ভোলা॥
তবে কৃষ্ণ রাউতের আদেশ প্রমাণ।
সেই সুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান॥
হইল বিষম শব্দ সেই সিংহদ্বারে।
লক্ষ লক্ষ বজ্র কি পড়িল একেবারে॥
ভাঙ্গিল লৌহের দ্বার হয়ে চুরমার।
উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার॥
আগে আগে বীর কৃষ্ণ কৃষ্ণ-অশ্বোপরে।
মূর্তিমান্ মহাকাল কর্ণাট নগরে॥
পলায় কাঞ্চীর লোক পুর পরিহরি।
কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিগে অরি॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ বিশেষে কাতর।
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আর্তস্বর॥
বিমূর্চ্ছিত নারিগণ মহাভয় ক্রমে।
নগর আচ্ছন্ন যেন, ভেল্কীর ভ্রমে॥
জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার।
প্রবেশে উৎকল-বল সংখ্যা নাহি তার॥
মহানন্দে গজপতি ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে।
অন্বেষিয়া ভ্রমিছেন রাজপুতদ্বয়ে॥
কিন্তু দুই ভাই অন্তর্হিত সেইক্ষণ।
পাতি পাতি করি খুঁজে না পান দর্শন॥
হরিষ-বিষাদে রাজা শিবিরেতে যান।
সামন্ত-শিঙ্গার রহে দুর্গ-সন্নিধান॥
প্রহরেক লুট তরে দিলা অনুমতি।
দরিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি॥
কি আর বর্ণিব তবে যে দশা হইল।
মহামূল্য দ্রব্য সব লুটিয়া লইল॥

বলাৎকারে লয়ে যায় তরুণীনিকরে।
মুক্তাকারা অশ্রুধারা দু-নয়নে ঝরে।।
হায় রে পুরুষ তোর এ কি রে পৌরুষ!
অবলা জাতির প্রতি কেন রে পরুষ?
যারা হয় সংসার-সাগরে সার নিধি।
মৃদু উপাদানচয়ে গঠিলেন বিধি।।
তাহাদের প্রতি কেন নৃশংস ব্যাভার?
যতনের ধন তারা, স্নেহের আধার।।
মাতিয়া সমর-মদে নাহি থাকে জ্ঞান।
সরলা মহিলাগণে কর অপমান।।
যুগ-যুগান্তের তোর এ দারুণ রীতি।
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি?
সভ্য-শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল।।
পশু করে পশু বধ ক্ষুধার জ্বালায়।
পশু-চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায়।।
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারিগণে।
দেহভ্রষ্ট করি, নষ্ট করহ জীবনে।।
মহা হাহাকার উঠে কাঞ্চীরাজ-পুরে।
রুদিত রমণীকুল ডুক্‌রে ফুকুরে।
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষা পাইল লুণ্ঠনে।
নিভৃতে বসিয়া নৃপ সহ স্বীয়গণে।।
অপমানে ম্রিয়মাণ অস্থির পরান।
অনলে হৃদয় যেন হয় দহ্যমান।।

সপ্তম সর্গ

মিলন

আইল নিদাঘ কাল, ফুটিল নিয়ালী* জাল,
মধুমাসে মধুর উৎসবে।
আনন্দের নাহি মাত্রা, মাধবে চন্দন-যাত্রা।
মাতিলেক ক্ষেত্রবাসী সবে।।

---

*নবমল্লিকা।

কি শোভা নরেন্দ্র-হ্রদে,　প্লাবিত আনন্দমদে,
তরলিত তরণীনিকর।
রত্ন সিংহাসনোপরি,　কিবা বিহরিত হরি,
বিতরিত চন্দনশীকর॥
শিখিপুচ্ছে বিরচিত,　নানা রত্নে বিখচিত,
ব্যজনী বিজন করে দ্বিজ।
শ্রীচরণে অবিরত,　কুসুমের বৃষ্টি কত,
মল্লিকা মালতী সরসিজ॥
ক্ষীরনিধি-সমুদ্গত,　সুধীর লহরীমত,
ঢুলায়িত ধবল চামর।
কি শোভা তরাশ ভোগে*,　সুবর্ণ রজত যোগে,
দীপ্ত দিনকর নিশাকর॥
জিনি দিব্য শতপত্র,　সুশোভিত আতপত্র,
ঝুলে তাহে মোতির ঝালর।
মুরজ মধুরী ভূরি,　কাহালী ঝর্ঝরী তূরী,
বিবিধ বাদ্যের আড়ম্বর॥
গোপীনাথ দরশনে,　সচকিত যাত্রিগণে,
নরেন্দ্রের কূলে নাহি স্থান।
মনে কৃতকৃত্য গনি,　মুখে হরি হরি ধ্বনি,
পুলকিত তনু মন প্রাণ॥
দুই তরী ধীরে ধীরে,　ভ্রমে নরেন্দ্রের নীরে,
বেড়িয়া মণ্ডপ সুশোভন।
গীতগোবিন্দের গীত,　গুর্জরীতে হয় গীত,
সুধার সুধার বরিষণ॥
পরিহরি পিচকারি,　ছুটিতে চন্দন বারি,
মৃগমদ কস্তুরী কর্পূর।
নাচে কত সুরূপসী,　তিলোত্তমা কি উর্বশী,
আইল তেজিয়া স্বর্গপুর॥
প্রদোষেতে নৃপবর,　সহ অতি আড়ম্বর,
তুরঙ্গে করিয়া আরোহণ।
পর্বাহেতে প্রমুদিত,　রাজপথে সমুদিত,
করিছেন নরেন্দ্র গমন॥

* উৎকলদেশে ছত্রদণ্ড-চামরাদি রাজাভি-জ্ঞানমূলক সজ্জামধ্যে তরাস এক সজ্জা, ইহা ত্রাস শব্দের অপভ্রংশ কি না সন্দেহ।

নীতি কুসুমাঞ্জলি
১৯৫৯

প্রথম অঞ্জলি

ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময়।
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয়॥
তার এক কাব্যামৃত-রস-আস্বাদন।
অন্যতর সদালাপ সহিত সজ্জন॥ ১॥

দ্রুমালয়, ভক্ষ্য ফল দল, পেয় জল।
তৃণনিচয়েতে শয্যা, বসন বল্কল॥
বনে ব্যাঘ্র-গজ-সেবা বরং মঙ্গল।
এ ভবে বিভবহীন জীবন বিফল॥ ২॥

মানিক কুগ্রহফলে, লুটায় চরণতলে,
কাঁচ যদি উঠে বা মাথায়।
মানিক মানিক রবে, কাঁচে লোক কাঁচ কবে,
থাক্ তারা যথায় তথায়॥ ৩॥

কাক কৃষ্ণবর্ণধর, কৃষ্ণবর্ণ পিকবর,
উভয়েই এক বর্ণ ধৃত।
হইলে বসন্তোদয়, জানা যায় পরিচয়,
কেবা কাক কেবা পরভৃত॥ ৪॥

ইতর পাপের ফল ভোগের কারণ।
যেইরূপ ইচ্ছা তব কর নিয়োজন॥
কিন্তু অরসিকে যেন কবিত্বে ভজনা।
লিখ না ললাটে ধাতা লিখ না লিখ না॥ ৫॥

ভয়ানক ভাবধর, কবিরাজ কুম্ভবর,
ভেদকারী কথা সুনিশ্চয়।
বায়ু চেয়ে বেগগতি, গিরিগুহা গৃহপতি,
তব সিংহ পশু বই নয়॥ ৬॥

বায়সের যদি হয়, চঞ্চুটি সুবর্ণময়,
মানিকে মণ্ডিত পদদ্বয়।
প্রতিপক্ষে গজমতি, প্রকাশে বিমল-জ্যোতি,
তবু কাক রাজহংস নয়॥ ৭॥

কোকিল গর্বিত নহে চূতরস পিয়ে।
ভেক মক্ মক্ করে কর্দম খাইয়ে॥ ৮॥

রোহিত রহিত-দর্প গভীর পুষ্করে।
একাঙ্গুল জলে পুঁটি ছটফট করে॥ ৯॥

মেঘাগমে স্তব্ধ যত পরাভৃতগণ।
ভেক ভায়া যথা বক্তা, মৌনই শোভন॥ ১০॥

শিখরেতে থাকে শিখী, গগনে নীরদ।
লক্ষান্তরে দিনকর জলে কোকনদ॥
কুমুদবান্ধব কত লক্ষান্তরে রয়।
যে যাহার বন্ধু হয় কভু দূর নয়॥ ১১॥

মাতা নিন্দাপরায়ণ, পিতা প্রিয়বাদী নন,
সোদর না করে সম্ভাষণ।
ভৃত্য রাগে কহে কত, পুত্র নহে অনুগত,
কান্তা নাহি দেন আলিঙ্গন॥
পাছে কিছু চাহে ধন, এই ভয়ে বন্ধুগণ,
কিছুমাত্র কথা নাহি কয়।
ওরে ভাই এ কারণ, কর ধন উপার্জন,
ধনেতেই সব বশ হয়॥ ১২॥

ধনেতেই অকুলীন, কুলীন-কুমার।
ধনেতেই পায় লোকে আপদে নিস্তার॥
ধন চেয়ে এ সংসারে বন্ধু কেহ নয়।
তাই ভাই কর কর ধনের সঞ্চয়॥ ১৩॥

ব্রহ্মহত্যা করি লোকে, পূজ্যপাদ হয় লোকে,
যদি তার প্রচুরার্থ থাকে।
শশিতুল্য সুকুলীন, যদি হন ধনহীন,
কেবা বল গ্রাহ্য করে তাকে॥ ১৪॥

অতিশয় চলচিত্ত, চপল যে কিছু বিত্ত,
সুচঞ্চল জীবন যৌবন।

সকলেই চলাচল, যার আছে কীর্তিবল,
তার মাত্র অচল জীবন॥ ১৫॥

সেই জন সজীবন, সেই জন যশোধন,
সজীব যে জন কীর্তিমান্।
অযশ অকীর্তি যার, জীবন কোথায় তার,
বেঁচে থাকা মৃতের সমান॥ ১৬॥

কখন সন্তুষ্ট, কখন বা রুষ্ট,
তুষ্ট রুষ্ট ক্ষণে ক্ষণে।
হেন মতিচ্ছন্ন, হলেও প্রসন্ন,
ভয়ঙ্কর মানি মনে॥ ১৭॥

গ্রন্থগত-বিদ্যা, পরহস্তগত ধন।
নহে বিদ্যা, নহে ধন, হলে প্রয়োজন॥ ১৮॥

উদ্যোগী পুরুষসিংহে লক্ষ্মীর আসন।
কাপুরুষে কহে দৈব ধনদাতা হন॥
দৈব দূর করে আত্মশক্তি কর সার।
যত্নে সিদ্ধ না হইলে দোষ কব কার॥ ১৯॥

সম্পদে কর্কশ, খলের মানস,
আপদেই সুকোমল।
সুশীতল পয়, সুকঠিন হয়,
কিন্তু মৃদু তপ্ত জল ॥ ২০॥

গুণীর যে গুণ তাহা, জানে গুণধর।
অন্যে কভু নাহি জানে সে গুণনিকর॥
মালতী মল্লিকাপুষ্প গন্ধ বিমোহন।
নাসিকাই জানে, কভু না জানে লোচন॥ ২১॥

ক্ষোভের যাতনা সহে সাধুশীল নর।
সহিতে না পারে কভু ইতর পামর।
মহা শাণ ঘর্ষণেতে হীরাই সক্ষম।
চড়াইলে চূর্ণ হয় চামড়া অধম॥ ২২॥

স্বজাতীয় বিনা বৈরী পরাভূত নয়।
হীরাতেই ছিদ্র করে মণিমুক্তাচয়॥ ২৩॥

অতিশয় ক্ষুদ্র নরে, যে হিত সাধন করে,
মহতেও তাহা নাহি পারে।
পান করি কূপপয়, প্রায় তৃষা শান্ত হয়,
বারিধি কি পিপাসা নিবারে? ২৪॥

এক ভূমিজাত, ঐক্য কাণ্ড আর দলে।
কেবা শালি, কেবা শ্যামা, পরিচয় ফলে॥ ২৫॥

মুখ ভরি অন্ন দিলে কে না বশ হন।
মৃদঙ্গে মধুর ধ্বনি অর্পিলে ক্ষীরণ॥ ২৬॥

রত্নাকরে আছে রত্ন তাহে কিবা হয়।
তাহে বা কি বিন্ধ্যাচলে আছে করিচয়॥
কি ফল মলয়াচলে চন্দন-কানন।
পরের হিতেই শুদ্ধ সাধুজন-ধন॥ ২৭॥

বিকসিত বকুল-মুকুলে যেই জন।
তৃষাতেও না করিত চরণ চারণ॥
আহা আহা হা বিধাতা সেই মধুকরী।
বিপদে পড়িয়া সার করিলা বদরী॥ ২৮॥

পিপাসায় গিয়ে আমি সিন্দু-সন্নিধান।
শুদ্ধ এক গণ্ডুষ করিনু জল পান॥
জলধির দোষমাত্র তাহে কিছু নাই।
আমার কর্মের ফল ফলিয়াছে ভাই॥ ২৯॥

কি ফল নির্বাণ দীপে তৈল দান করা।
চোর গতে সাবধান কিসে যায় ধরা॥
কি ফল কামিনী কেলি সমাগতে জরা।
কি ফল প্রবাহ গতে আলি বন্ধ করা॥ ৩০॥

ববং অসিধারে কিম্বা তরুতলে বাস।
বরং ভিক্ষা করা ভাল, কিম্বা উপবাস॥
বরং শ্রেয় ঘোরতর নরকে পতন।
তথাপি লয়ো না গর্বী জাতির শরণ॥ ৩১॥

কুজনের সেবা আর কু-গ্রামে নিবাস।
কুভোজন, ক্রোধমুখী ভার্যা সহবাস॥
বিধবা তনয়া আর বিদ্যাহীন সুত।
অনল-বিরহে তনু করে ভস্মীভূত॥ ৩২॥

পশ্চিমে উদিত যদি হন দিনকর।
শিখরাগ্রে ফুটে যদি কমলনিকর॥
অচল সচল হয় অনল শীতল।
তবু সজ্জনের বাক্য না হয় বিফল॥ ৩৩॥

যথা নারিকেল ফল, গর্ভে সঞ্চরয়ে জল,
সেরূপ লক্ষ্মীর আগমন।
গজভুক্ত কথ্ বেল, সেরূপ লক্ষ্মীর খেল,
পলায়ন করেন যখন॥ ৩৪॥

অতি রমণীয় কার্যে পিশুন যে জন।
সবিশেষ যত্নে করে দোষ অন্বেষণ॥
যথা অতি রমণীয় চারু কলেবরে।
ব্রণ অন্বেষণ করে মক্ষিকানিকরে॥ ৩৫॥

সদ্‌গুণীর যত গুণ, বর্ণনায় সুনিপুণ,
যিনি হন সাধু সদাশয়।
নব চূতাঙ্কুররস, পান করি হয়ে বশ,
কোকিল ললিত কুহরয়॥ ৩৬॥

সতের সদ্‌গুণ, দুর্জন পিশুন,
ক্ষণেকে দূষিত করে।
যথা ধূমরাশি, বিমলতা নাশি,
মলিন করে অম্বরে॥ ৩৭॥

যত্র দোষচয়, প্রকটিত হয়,
বিভাত না হয় গুণ।
চন্দ্রে মৃগরেখা, স্পষ্ট যায় দেখা,
প্রসন্নতা তাহে ন্যূন॥ ৩৮॥

কাম-ক্রোধজাত দোষ বিবেক বিলয়।
ভানুর কিরণে মাত্র নিশাতমঃ ক্ষয় ॥ ৩৯॥

উপদেশ উপযুক্ত পাত্র বুদ্ধিমান্
বিফল নির্বোধ জড়ে উপদেশ দান॥
কুসুম-সুরভি তিল করে আকর্ষণ॥
যব তাহে ক্ষমবান্ নহে কদাচন॥ ৪০॥

মরণেই সদ্‌গুণীর গুণের প্রচার।
পুড়িলে চন্দন-কাষ্ঠ সৌরভ-বিস্তার॥ ৪১॥

দুষ্টের দৌর্জন্যচয়,　　　কখন কি গতি হয়,
　　কি করে বা উত্তম আকরে।
জনমিয়া রত্নাকরে,　　　প্রাণিগণ-প্রাণ হরে,
　　কালকূট বিষ ভয়ঙ্করে॥ ৪২॥

উদ্যোগ বিহনে ধন না হয় অর্জন।
ক্ষীরোদ মথিয়া সুধা পিয়ে সুরগণ॥ ৪৩॥

আপদেও অবিকৃত স্বভাব সাধুর।
পাবকে পড়িয়া গন্ধ বিতরে কর্পূর॥ ৪৪॥

আপৎসময়ে সাধু আরো শোভাকর।
রাহুগ্রস্ত সুধাকর দ্বিগুণসুন্দর॥ ৪৫॥

যদি এ জগৎ কভু পদ্মশূন্য হয়।
আবর্জনা-পরিপূর্ণ হয় বিশ্বময়॥
তবে কি মৃণালভোজী রাজহংসগণ।
কুক্কুটের প্রায় করে মল অন্বেষণ॥ ৪৬॥

মদযুক্ত মাতঙ্গের মস্তক-উপরে।
সিংহ-শিশু পড়ে গিয়া মহাঘোর স্বরে॥
প্রকৃতিতে জাত এই স্বত্ব-মহাধন।
বয়সের ধর্ম ইহা নহে তো কখন॥ ·৭॥

সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি।

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী সনে।
অবহেলে পরাভূত করিয়াছি রণে॥
তোমাতে আমাতে অদ্য হইবে সমর।
দেখুন দেখুন আসি যতেক অমর॥

শূকরের প্রতি সিংহের উক্তি।

যা রে যা বিহিত দূরে শূকর-নন্দন!
সিংহজয়ী বলি বৃথা কর আস্ফালন॥
সিংহ শূকরের বলে ভেদ কত দূর।
ভালমতে জ্ঞাত যত পণ্ডিত ঠাকুর॥ ৪৮॥

বিশেষ যত্নের সহ, নিঙড়িলে অহরহ,
বালুকায় তৈল পেতে পার।
পান করি মৃগতৃষ্ণা, সলিল পানের তৃষ্ণা,
বুঝি কভু হইবে সংহার।।
কদাচিৎ পর্যটন, করিয়া মানবগণ
শশশৃঙ্গ পাইতেও পারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর,
কিছু ফল নাই এ সংসারে।। ৪৯।।

মকরের ভয়যুক্ত, দন্ত থেকে করি মুক্ত,
সদ্য মণি উদ্ধারিয়া লও।
তরঙ্গেতে অনিবার, তরলিত পারাবার,
সন্তরিত পার হবে হও।।
রোষযুক্ত বিষধর, ফণা ঘোর ভয়ঙ্কর,
ধর গিয়া কুসুম আকারে।
কিন্তু ভাই নিরন্তর, মূর্খে আরাধিলে পর
কোন ফল নাই এ সংসারে।। ৫০।।

যদবধি তব. ছিল হে শৈশব,
তদবধি ক্রীড়াসক্ত।
যৌবন রসাল, ছিল যত কাল,
তরুণীতে অনুরক্ত।।
এল বৃদ্ধকাল, সহ চিন্তাজাল,
সতত রহিলে মগ্ন।
পরম-ঈশ্বরে, আপন অন্তরে,
কভু না করিলে লগ্ন।। ৫১।।

দিবস যামিনী আর প্রদোষ প্রভাত।
শিশির বসন্ত সদা করে গতায়াত।।
কালক্রীড়া-রত, গত হইতেছে আয়ু।
তথাপি না পরিত্যাগ করে আশা-বায়ু।। ৫২।।

শরীর গলিত, কেশ হইল পলিত।
মুখ থেকে দন্তগুলি হইল স্খলিত।।
করেতে ধরিয়া দণ্ড কাঁপিতেছে কায়।
তথাপিও ভণ্ড আশা না ছাড়ে আমায়।। ৫৩।।

যদবধি ধন কর উপার্জন,
নিজ পরিজন করয়ে স্নেহ।
যখন জরায়, জর্জর করায়,
তখন ধরায় নাহিক কেহ॥ ৫৪॥

অষ্ট কুলাচল আর সাতটি সাগর।
রুদ্র দিনকর আর ব্রহ্মা পুরন্দর।
আমি তুমি তারা কেহই না রবে।
কেন বল মিছামিছি শোক কর তবে॥ ৫৫॥

কাম ক্রোধ লোভ মোহ করি পরিহার।
কেবল সক্ষম কর আত্মা আপনার॥
আত্মজ্ঞানহীন যেই, সেই জন মূঢ়।
তাহারেই পচাইবে নরক নিগূঢ়॥ ৫৬॥

দেবতা মন্দির কিম্বা তরুমূলে বাস।
ভূমিতল শয্যা আর মৃগচর্ম বাস॥
সকল প্রকার কর্মভোগ পরিহার।
বৈরাগ্য সুখদ বল না হয় কাহার॥ ৫৭॥

অনর্থের মূল বিত্ত, মনেতে ধিয়াও নিত্য,
নাহিক তাহাতে সুখলেশ।
ধনভাগে পুত্রগণ, নানা দ্রোহ-পরায়ণ,
নীতি-শাস্ত্র-বর্ণিত বিশেষ॥ ৫৮॥

কে তব ললনা, কে পুত্র বল না,
কি আশ্চর্য এ সংসারে।
তুমি কার ছেলে, কোথা থেকে এলে,
মনে ভাব ভাই আরে॥ ৫৯॥

ধন জন কি যৌবন, মদে মত্ত হয়ে মন,
করো না করো না অহঙ্কার!
এ সব বিভবজাল, দেখিতে দেখিতে কাল,
নিমিষেতে করয়ে সংহার॥
মায়াময় এ সংসার ওরে মন অনিবার,
ভাবনা করিয়া এই সার।
ব্রহ্মাপদে আশু মজ, ভজ ভক্তিভাবে ভজ,
তোরে বল কি বলিব আর॥ ৬০॥

কমলের দলে জল,　　সদা করে টল টল,
　　তার চেয়ে জীবন তরল।
ব্যাধি ঘোর বিষধর,　　গ্রাসে গ্রস্ত যত নর,
　　শোকানলে প্রতপ্ত সকল।। ৬১ ।।

তত্ত্ব চিন্তা কর ভাই অবিরত চিত্তে।
পরিহার কর চিন্তা বিনশ্বর বিত্তে।।
ক্ষণেক সজ্জন-সঙ্গ কর যত্ন করি।
সেইমাত্র ভবসিন্ধু তরিবার তরী।। ৬২ ।।

মদে অন্ধবুদ্ধি করী,　　কর্ণ অবঘাত করি,
　　তাড়াইয়া দেয় মধুকরে।
তারি গণ্ড-শোভা হত,　　ভৃঙ্গ গিয়ে মনোমত
　　বিকচ কমল-বনে চরে।। ৬৩ ।।

মৃণাল কমল দল যাহার আহার।
মত্ত মাতঙ্গিনী সহ যে করে বিহার।।
স্বচ্ছন্দে ভ্রময়ে সেই কন্দর-নিকরে।
যাহার পানীয় পয় পর্বত-নির্ঝরে।।
সেই বন্য করী নিপতিত নরকরে।
তৃণরাশি চিবাইয়া দেহ রক্ষা করে।। ৬৪ ।।

গ্রহ-পীড়া প্রাপ্ত নিশাকর দিনকর।
অবরুদ্ধ বিষধর আর কবিবর।।
মতিমানে ধনহীন করি বিলোকন।
বিধাতাই বলবান্ জানিনু এখন।। ৬৫ ।।

আকাশ-একান্তে চরে,　　বিহঙ্গম পরিকরে,
　　তারাও আপদ ছাড়া নয়।
সাগরেতে মীনচয়,　　অগাধ সলিলে রয়,
　　চতুর চাতরে নষ্ট হয়।।
কি লাভ উত্তম স্থানে,　　কিবা কর্ম অনুষ্ঠানে.
　　বিধি-বিধি কে করে লঙ্ঘন।
বিপদ প্রসর করে,　　বসি কাল দুরান্তরে,
　　সকলেরে করে আকর্ষণ।। ৬৬ ।।

সিংহ-নখে বিদারিত,　　করিকুম্ভ-বিগলিত.
　　রুধিরাক্ত চারু মুক্তা ফলে।

বনে ভিল্লী দেখি ধায়, বদরী ভাবিয়া তায়,
উঠাইয়ে নিল করতলে।।
দেখি তায় শুভ্রতর, সুকঠিন কলেবর,
দূরে ফেলি করিল গমন।
কুস্থাতে পড়িলে পর, মনস্বী মনুষ্যবর,
এইরূপ দশা প্রাপ্ত হন।। ৬৭।।

হে অশোক তরুবর, কিবা কার্য নম্রতর,
শাখা আর উন্নত মস্তক।
কি কাজ কোমল-দল, লীলারসে ঢল ঢল,
কমনীয় কুসুম-স্তবক।।
যেহেতু তোমার তলে, বিষণ্ণ পথিকদলে,
খিন্ন হয়ে করি কত স্তব।
মৃদু মধুযুক্ত ফল, না পাইয়ে সুবিকল,
অন্তরেতে প্রাপ্ত পরিভব।। ৬৮।।

সারহীন হে শিমুল, অতি দূরে তব মূল,
কন্টকে আবৃত পুনঃ কায়.
ছায়াশূন্য তব দল, যে আছে তোমার ফল,
বানরেও নাহি খায় তায়।।
কুসুমেতে নাহি গন্ধ, নাহি মাত্র মকরন্দ,
কোন গুণ নাহিক তোমার।
থাক থাক, আমি যাই, কিছুমাত্র ফল নাই.
তবাশ্রয়ে থাকিয়ে আমার।। ৬৯।।

পদ্মবন মনে ভাবি ধায় হংসদল।
সুরভির লালসায় ভ্রমর চঞ্চল।।
স্বাদু ফল ভাবি ব্যস্ত পথিক সকল।
মাংস ভাবি গৃধিনী শকুনি সুবিকল।।
দূরে থেকে দেখি সমুন্নত পুষ্পচয়।
সারহীন মিথ্যা সে উন্নতি সুনিশ্চয়।।
ওরে রে শিমূল গাছ বল কি কারণ।
চিরকাল জগতেরে করিছ বঞ্চন।। ৭০।।

শুকপক্ষীর উক্তি।

কাঞ্চন-পিঞ্জরে, থাকি নিরন্তরে,
নৃপতির করে, মার্জিত কোমলকায়।

খাই সুরসাল, দাড়িম্ব রসাল,
পান করি ভাল, পয়ঃসুধা পিপাসায়॥
সমাজেতে হাম, পড়ি অবিশ্রাম,
রাম রাম নাম, তবু কেন হায় হায়।
কানন-ভিতরে, কোন তরুপরে,
জনমকাটেরে, সদা মম মন ধায়॥ ৭১॥

মিত্রে কর বশীভূত বিমল ব্যাভারে।
রিপুজয় কর যুক্তি বল সহকারে॥
লোভিজন ধনদানে, কার্যেতে ঈশ্বরে।
যুবতীরে প্রেমে, দ্বিজগণে সমাদরে॥
সমভাবে বশ কর কুটুম্বনিকরে।
বাদীপ্রতি স্তুতি আর ভক্তি গুরুবরে॥
মূর্খে নানা কথা কয়ে, রসিকেরে রস।
শীলতা গুণেতে কর সকলেরে বশ॥ ৭২॥

নৃপতির নীতি আর গুণীর বিনতি।
যুবতীর লজ্জা, দম্পতির স্থির রতি॥
গৃহের শোভন শিশু, বুদ্ধির কবিতা।
তনুর লাবণ্য মতি স্মৃতি-সমন্বিতা॥
দ্বিজের প্রশান্তি ক্ষমা ক্রোধাসক্ত জনে।
সত্যের সুস্থতা, গৃহাশ্রম শোভা ধনে॥ ৭৩॥

ছিন্ন হইলেও তরু উঠে পুনরায়।
ক্ষয় পেয়ে পুন হয় শশাঙ্কের কায়॥
এইরূপ চিন্তা করি সদাশয়গণ।
বিষম বিপদে তপ্ত কদাচ না হন॥ ৭৪॥

কমল আকরে, কমলনিকরে,
দিনকর ফুল্ল করে।
কিবা চক্রবাল, কুমুদিনী দল,
বিকাশে বিধুর করে॥
প্রার্থনা বিহনে, জলধরগণে,
করয়ে সলিল দান।
বিনা আবাহন, পরার্থে সুজন,
করেন হিত বিধান॥ ৭৫॥

ফলভরে নত হয় বিটপী-নিকর।
নবজলে ভূমেনামি পড়ে জলধর॥
অনুদ্ধত সুজনের শ্রেষ্ঠ হয় ধন।
স্বভাবত পরহিতে করেন যোজন॥ ৭৬॥

কৃপণতা হরে যশ, ক্রোধে গুণচয়।
ক্ষুধায় মর্যাদা, দম্ভে সত্যনাশ হয়॥
বিপদে স্থৈর্যের নাশ, ব্যসনেতে ধন।
বৈধক্রিয়া পরিহারে বিনষ্ট ব্রাহ্মণ॥ ৭৭॥

ক্রূরতায় কুলনাশ, মদেতে বিনয়।
অসাধ্য চেষ্টায় হয় পুরুষার্থ ক্ষয়॥
দরিদ্র দশায় সমাদর পরিগত।
মমতায় আত্মায় প্রভাব হয় হত॥ ৭৮॥

বল বল কারে বল, নারীর যৌবন বল,
তোষামোদ পর-প্রত্যাশীর।
প্রতাপ নৃপতিগণে, সত্য বল সাধুজনে,
সুসঞ্চয় সামান্য ধনীর॥
ঠকেদের বাক্ছল, পণ্ডিতের বিদ্যাবল,
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ক্ষম-বল।
কুলের একতা বল, যথা ব্যয়ে বিত্ত ফল,
শাস্ত বল বিবেক কেবল॥ ৭৯॥

দলাদলি প্রিয় হয়ে বিদ্যাবান্ জ্ঞানী।
ধনহীন গৃহী আর পরাধীন মানী॥
পরবল সুখী তথা সধন কৃপণ।
বৃদ্ধ হয়ে নাহি করে তীর্থ পর্যটন॥
নৃপতি কুমন্ত্রিবশ, মূর্খ সুকুলীন।
পুরুষ হইয়ে হয় নারীর অধীন॥
সৎক্রিয়া-বিহীন ব্রহ্মজ্ঞানী পদ পেয়ে।
কিবা আর হাস্যাস্পদ ইহাদের চেয়ে॥ ৮০॥

দ্বিতীয় অঞ্জলি

কার্যকালে জানা যায় ভৃত্য-পরিচয়।
কুটুম্বের পরিচয় ব্যসন-সময়॥
মিত্রের পরীক্ষা হয় বিপদ-উদয়ে।
ভার্যার পরীক্ষা হয় বিভবের ক্ষয়ে॥ ১॥

চক্ষুর বাহির হলে কার্য ক্ষয়কারী।
সম্মুখেতে কথাগুলি মধুমাখা ভারী॥
গরলেতে ভরা কুম্ভ মুখে মাত্র ক্ষীর।
হেন মিত্রে পরিবার করিবে সুধীর॥ ২॥

অকালে না মরে জীব শত শরপাতে।
কালপ্রাপ্তে মরে, কুশ-কন্টক আঘাতে॥ ৩॥

বহু গুণ সত্ত্বে এক দোষের কারণ।
নিমজ্জিত শশধর, কহেন যে জন॥
কভু নাহি দেখিলেন সে কবি নিশ্চয়।
দরিদ্রতা দোষ, গুণরাশি-নাশী হয়॥ ৪॥

কৃতকর্মে পুনরায় নাহিক করণ।
মৃত যেই তার পুনঃ নাহিক মরণ॥
সেই রূপ গত বিষয়ের নাহি শোক।
এই তত্ত্ব কন যত বেদবিদ্ লোক॥ ৫॥

হেমাচল কিম্বা রজতাচল-সম্ভূত।
তরুগণ কখন স্বভাব নহে চ্যুত॥
প্রণমি মলয়াচলে যাহার কৃপায়।
শেওড়া, কুড়চী, নিম, চন্দনত্ব পায়॥ ৬॥

সম্পদে কোমল চিত্ত, আপদে কর্কশ।
বসন্তে কোমল পাতা, নিদাঘে নীরস॥ ৭॥

যদি উচ্চপদলাভে হয় অভিমত।
তবে আগে চিন্তা করি হও তুমি নত॥
কেশরী প্রথমে নত করিয়া শরীর।
মহা তেজে উঠে গিয়া মস্তকে করীর॥ ৮॥

উদার হৃদয়, সুপ্রসন্ন হয়,
ক্রোধ যবে পরিগত।

জলন্ত অঙ্গর, বিভূতি আকার,
ভস্মে যবে পরিণত॥ ৯॥

সজ্জনের গুণবৃদ্ধি সজ্জনেই করে।
কুসুমসুরভি বায়ু দিগন্তে বিস্তারে॥ ১০॥

শীলতাই সদ্‌গুণের শোভার ভবন।
যৌবনই যোষাদের ভূষণ শোভন॥ ১১॥

জড়ের প্রভাবে পায় দুঃখ সাধুদলে।
চন্দ্রের উদয়ে পদ্ম সঙ্কুচিত জলে॥ ১২॥

কারু প্রতি কেহ হয়, বিহিত মঙ্গলময়,
কারু প্রতি দুঃখের আকর।
দিনকর নিজকরে, কমলে প্রফুল্ল করে,
কুমুদের মুখ-ম্লানকর॥ ১৩॥

যেখানেই অবস্থিত হোন গুণবান।
সর্বত্র হবেন তিনি শোভার নিধান॥
দেখ মণি শিরে, গলে, বাহুতে বিরাজে।
পাদপীঠে থাকিলেও অপরূপ সাজে॥ ১৪॥

উৎসব আগতে কত প্রমোদ প্রবাহ।
বিগত হইলে আর না থাকে উৎসাহ॥
কিবা শোভা পায় শশী প্রদোষ সময়।
প্রভাত আগত ক্রমে প্রভাশূন্য হয়॥ ১৫॥

গুণ থাকিলেই লোক করয়ে পূজন।
শুধু বড়জাতি নহে পূজার ভাজন॥
স্ফটিকের পাত্র যবে চুরমার হয়।
পাঁচ গণ্ডা দিয়ে কেহ নাহি করে ক্রয়॥ ১৬॥

থাকিলে বিভব, না হয় গৌরব,
দুরদৃষ্ট ভয়ঙ্কর।
দেখহ গোময়, কমলা আলয়,
কভু নহে মনোহর॥ ১৭॥

যাতে সমুদ্ভব দোষ, তাতে নিবারে।
অগ্নিতেই অগ্নিদোষ বিস্ফোটক মারে॥ ১৮॥

পরবুদ্ধি লয়ে যার জীবিকা-বিধান।
বুদ্ধিমান বলি তার কেন অভিমান॥
অঙ্গে ধরি পরের প্রদত্ত অলঙ্কার।
কখন কি সমুচিত হয় অহঙ্কার॥ ১৯॥

যদি ছোট সন্নিধান, বড় কভু কিছু চান,
তাহে তাঁর নাহি যায় মান।
আবাধিয়ে জলনিধি, কৌস্তুভাদি নানানিধি,
প্রাপ্ত হন বিষ্ণু ভগবান্॥ ২০॥

সাধুগণ স্তবে তুষ্ট, অধমের ধনে।
যথা স্তোত্র দেবতার, বলি ভূতগণে॥ ২১॥

পরান্নে জীবন, করিতে যাপন,
বিরত মনস্বিচয়।
বায়স-আবলী, লুটে খায় বলি,
পিক তাহে রত নয়॥ ২২॥

আকস্মিক ধনে, পুরুষের মনে,
সন্তোষ বিলয় পায়।
সরসীর সেতু, ভাঙ্গিবার হেতু,
অচির বর্ষার দায়॥ ২৩॥

এই আত্মা কভু মর্তে, কভু স্বর্গে যান।
শ্মশান উদ্যান হয়, উদ্যান শ্মশান॥ ২৪॥

নিচাশয় যে প্রকার, অপরের তদাকার,
জ্ঞান করে যত নরগণ।
প্রতিমার মুখশশী, আপন ফলকে অসি,
দীর্ঘরূপে করয়ে ধারণ॥ ২৫॥

পণ্ডিত-সমাজে, কভু নাহি সাজে,
গুণহীন লোকচয়।
বিগতে তিমির, আগতে মিহির,
দীপপ্রভা কভু রয়॥ ২৬॥

দুর্গে প্রবেশিলে পরাভূত বীরবর।
গাঢ় পঙ্কে মগ্ন অঙ্গ মাতঙ্গ ফাঁফর॥ ২৭॥

স্বকার্য উদ্ধার তরে, অপরের প্রতি নরে,
সুনিশ্চয় প্রণয় আচরে।

প্রচুর লোমের আশে, গাড়লে নবীন ঘাসে,
গাড়লের দেহ পুষ্ট করে।। ২৮।।

এককালে যেই গুণ হয় অতি মিষ্ট।
সময়াস্তে নহে তাহা সে রস বিশিষ্ট।
শৈশবের স্বাভাবিক লাবণ্য সুন্দর।
যৌবন-সময়ে কভু নহে মনোহর।। ২৯।।

সুলভ বস্তুতে কভু না থাকে আদর।
স্বদার ত্যজিয়া পরদারে মজে নর।। ৩০।।

যেই ধন আহরণ ধর্ম্মের কারণ।
কিম্বা পোষ্যগণের ভরণে প্রয়োজন।।
আর যেই ধনে হয় আপদ বারণ।
সেই সব ধন সদা হয় ধর্ম-ধন।। ৩১।।

রূপ, কুল, বিদ্যা, বল, যৌবন, বিভব।
আর ইষ্টলাভে হয় অবজ্ঞা উদ্ভব।।
সেই অবজ্ঞার হয় গর্ব অভিধান।
তদানন্দ মোহ-মদ মদিরা সমান।। ৩২।।

বীরত্ব-বিহীন নীতি ভীরুতা বিষম।।
নীতি-হীন শৌর্য হয় পশুর বিক্রম।। ৩৩।।

মহৎ বাড়িলে কভু অপথে না যায়।
সমুদ্রে জোয়ার এলে নদীমুখে ধায়।। ৩৪।।

তীব্রভয় দেখাইয়া মৃদুরূপে সাজা।
হেন যুক্ত* দণ্ডপ্রদ হইবেন রাজা।। ৩৫।।

করী জানে কেশরীর বল কত দূর।
সে বল জানিতে ক্ষম না হয় ইন্দুর।। ৩৬।।

বিদ্যাই নরের হন সমধিক রূপ।
বিদ্যাই প্রচ্ছন্ন গুপ্ত ধনের স্বরূপ।।
বিদ্যা সুখভোগপ্রদা, যশোবিধায়িনী।
বিদ্যাই গুরুর গুরু, কল্যাণদায়িনী।।
বিদ্যা হন বন্ধুজন বিদেশ-গমনে।
পূজনীয়া হন বিদ্যা ভূপতি-সদনে।।

---

* যুক্তিবিশিষ্ট।

পরম দেবতা বিদ্যা সর্বজন-সার।
বিদ্যাহীন নর হয় পশুর আকার॥ ৩৭॥

গুণীর যে গুণ জানে যে গুণপ্রবীণ।
গুণা-গুণ কেমনে জানিবে গুণহীন॥
বলী যেই সেই জানে বলীর কি বল।
দুর্বল যে বল কিসে জানিবেক বল॥
কোকিল বিশেষে জানে বসন্তে কি রস।
সেই রস অনুভবে অশক্ত বায়স॥ ৩৮॥

গুণগণ গুণিস্থানে গুণগণ রয়।
নির্গুণীর স্থানে সেই গুণ দোষ হয়॥
সুমধুর জলে জাত সরিৎ স্রোতসী।
সে পয় অপেয় হয় সাগর পরশি॥ ৩৯॥

কি আশ্চর্য সাধুগণে, দোষকেও গুণ গণে,
দুর্জনের মুখে গুণগণ দোষ হয়।
সাগরের লোণাজল মিষ্ট করে মেঘ-দল,
ক্ষীর পান করি ফণী বিষ বরিষয়॥ ৪০॥

বিবাদের জন্য বিদ্যা, দর্প হেতু ধন।
শক্তি প্রয়োজন পরপীড়ার কারণ॥
খলের এ রীতি, বিপরীত সাধুজনে।
পরিণত জ্ঞান, দান, পর-প্রয়োজনে॥ ৪১॥

জ্ঞাতি-ভাজ নহে, চোরে না করে হরণ।
দানে ক্ষয়-হীন বিদ্যারত্ন মহাধন॥ ৪২॥

সকলেই গুণ খুঁজে, রূপ নাহি চায়।
পুষ্পরাজ* মণি বটে গন্ধ নাহি তায়॥ ৪৩॥

আপনারে ভাবি মনে অজর অমর।
বিদ্যা আর ধন চিন্তা করিবেক নর॥
কেশে ধরি বসিয়াছে মৃত্যু ভয়ঙ্কর।
এইভাবে ধর্ম সাধে যত সুধীবর॥ ৪৪॥

শরীরের বল চেয়ে বড় বুদ্ধিবল।
তদভাবে হেন দশা প্রাপ্ত হস্তিদল॥

---

* পোখরাজ—হিন্দী।

মাহুতে কদাচ করী মারিবারে পারে।
এই কথা গজ-ঘন্টা ঘোষে বারে বারে॥ ৪৫॥

শ্রুতির শোভন শ্রুতি, কুণ্ডলে না হয়।
করের ভূষণ দান, কঙ্কণেতে নয়॥
পর প্রতি দয়া আর হিত আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে॥ ৪৬॥

কুলের কল্যাণে এক জনে পরিহর।
গ্রামের কল্যাণে কুল পরিত্যাগ কর॥
জনপদ-হিতে গ্রাম করহ বর্জন।
পৃথিবী করহ ত্যাগ আত্মার কারণ॥ ৪৭॥

স্বজাতির বধে মানুষের বাড়ে রঙ্গ।
শিক্‌রে বিহঙ্গ মারে, না মারে ভুজঙ্গ॥ ৪৮॥

গুরু প্রয়োজন, সাধন কারণ.
পূজা আয়োজন, ভক্তির সম্পর্ক নাই;
দুগ্ধের কারণ, সহিত যতন,
গোধন পূজন, ধর্ম্মহেতু নহে ভাই॥ ৪৯॥

মত্ত মাতঙ্গের কুম্ভ-দলনে চতুর।
কিম্বা সিংহ-বধে দক্ষ আছে কত দূর॥
কিন্তু আমি বলি, বলী আছে যত জন।
অশক্ত কন্দর্প-দর্প করিতে দলন॥ ৫০॥

যার নাম শুনা মাত্র, সন্তাপে দহে গাত্র,
দেখা মাত্র উন্মাদ বাড়য়।
পরশিয়া যার কায়, সকলেই মোহ যায়,
তাহারে দয়িতা* কেন কয়॥ ৫১॥

তদবধি কৃতীদের হৃদয়-কন্দরে।
বিমল বিবেক-দীপ চারু প্রভা ধরে॥
যদবধি কুরঙ্গনয়না বালাগণ।
চঞ্চল অপাঙ্গ নাহি করে সঞ্চালন॥ ৫২॥

শ্রুতিতে মুখর, পণ্ডিত-নিকর,
কেবল বচনে পটু।

দয়াবতী।

কহে ছাড় সঙ্গ, নারী-রতিরঙ্গ,
কার্যকালে কিন্তু হটু॥
নীলাব্জ-নয়না, জঘন-শোভনা,
রসনা-মণিমণ্ডিত।
করে পরিহরি, শকতি কাহার,
কে আছে হেন পণ্ডিত॥ ৫৩॥

বিজাতীয় বাঞ্ছা কভু শোভিত না হয়।
বিতর্কে বেদের প্রভা কখন না রয়॥
অধরে অঞ্জন-রেখা কেবল দূষণ।
নয়নের হয় কিন্তু অপূর্ব ভূষণ॥ ৫৪॥

সতের সংসর্গে প্রায় অসত দুর্জন।
পরিহার করে দুষ্ট-স্বভাব আপন॥
দেখহ প্রখরতর দিনকর কর।
অমৃত-ধারায় ক্ষরে প্রাপ্তে নিশাকর॥ ৫৫॥

কালক্রমে পরিণামে সব ভাবান্তর।
পূর্বতন বুদ্ধি প্রতি জন্মে অনাদর॥
পূর্বে বারিধারে যেই ছিল জল-কণা।
শুক্তিগর্ভে মুক্তা হল, বংশেতে রোচনা॥ ৫৬॥

ঋণ-শেষ অগ্নি-শেষ আর রোগশেষ।
বিচক্ষণগণ কভু না রাখেন লেশ॥
থাকিলেই পুনর্বার সংবর্ধিত হয়।
অতএব শেষ রাখা সমুচিত নয়॥ ৫৭॥

পর-পরীবাদ, পরদ্রব্য পরদার।
গুরুস্থানে পরিহাস কর পরিহার॥ ৫৮॥

যার বশে থাকে দারা, সুত, ভৃত্যবর্গ।
অভাবে সন্তোষ তার ধরাতলে স্বর্গ॥ ৫৯॥

এক পদে রাখি ভর, অন্য পদে অগ্রসর,
হয়েন যাঁহারা বুদ্ধিমান্।
যদবধি পরস্থান, নাহি হয় দৃশ্যমান
পরিত্যাজ্য নহে পূর্বস্থান॥ ৬০॥

দানকর্তা দাতাগণ ভূতলে বিরল।
ঘরে ঘরে পূর্ণ কিন্তু ভিখারীর দল॥

চিন্তামণি আছে কি না বিবাদ বিষয়।
পথে পথে ধূলার ত সংখ্যা নাহি হয়॥ ৬১॥

জাতি যায় রসাতলে, গুণগণ সুবিমল,
একেবারে অধোগত হয়।
চূর্ণ শৈলতটে পড়ি, শিলা যায় গড়াগড়ি,
হুতাশনে দগ্ধ বন্ধুচয়॥
শূরত্ব বীরত্ব যত, বৈরিকৃত সব হত,
আশু প্রপতিত বজ্রানলে।
একা ধনাভাব জন্য তৃণসম হয় গণ্য,
সব গুণ বিগত বিফলে॥ ৬২॥

বিষ-দন্ত ভগ্ন হেতু নাহি তেজ মাত্র।
সাপুড়ের সাপুড়ীতে সুপীড়িত গাত্র॥
ক্ষুধায় মলিন তাহে ইন্দ্রিয়-নিকর।
জীবিতে মৃতের প্রায় ছিল বিষধর॥
হেনকালে দেখ দেখি কি দৈবের গতি
রজনীতে এল তথা ইন্দুর দুর্মতি॥
ক্ষুধানলে প্রজ্জ্বলিত তাহার শরীর।
সাপুড়ীতে আছে খাদ্য ইহা করি স্থির॥
কাটুর কুটুর রবে গর্ত কাটি তলে।
একেবারে প্রবেশিল ফণীর কবলে॥
আহার পাইল ফণী প্রাপ্ত হল পথ।
একেবারে সিদ্ধ তার দুই মনোরথ।
অতএব শুন ভাই কথা সাবধানে।
শুভাশুভ সকলই বিধির বিধানে॥ ৬৩॥

কন্দুকের* আছাড়ি মার ভূমির উপরে।
তখনি লাফায়ে সেই উঠিবে অম্বরে॥
সেরূপ জানিবে যত মহতের ধারা।
বিপদে পড়িবামাত্র সমুত্থিত তাঁরা॥ ৬৪॥

কন্দুকের প্রায় সব মহৎ ধীমান্।
যেমন পতন প্রাপ্ত অমনি উত্থান॥
মাটিতে মিশায় মাটি ঢেলা যদি পড়ে।
ইতর বিপদে পড়ি নাহি নড়ে চড়ে॥ ৬৫॥

---

* বস্ত্র বা চর্মাদি-নির্মিত গোলা।

বিভবেতে মহতের মানস কমল।
উৎপলের অনুরূপ বিহিত-কোমল॥
আপদ্-সময়ে কিন্তু সেই তামরস।
মহাশৈল-শিলা সম বিষম কর্কশ॥ ৬৬॥

পূর্বদুগ্ধ কৃপাধান, উদকেরা দিল স্থান,
দুই তনু এক তনু তায়।
তাপে তপ্ত দেখি ক্ষীরে, সহ্য নাহি হয় নীরে,
অনল প্রবেশে দ্রুত ধায়॥
দেখি নীরে ক্ষিপ্তপ্রায়, দুগ্ধ নাহি ছাড়ে তায়,
উভয়েতে প্রবেশে অনলে।
এইরূপ সদাচার, যদি হয় সুসঞ্চার,
সেই যে মিত্রতা ভূমণ্ডলে॥ ৬৭॥

একটুকু পচা নাড়ী বসাতে মলিন।
কিংবা একখানি অস্থি মজ্জা-মাংসহীন॥
প্রাপ্ত হয়ে কুক্কুরের পরিতোষ কত।
ফলে তার ক্ষুধার সুধার নহে গত॥
কিন্তু দেখ কেশরীর রীতি ভিন্নমত।
যদ্যপি জম্বুক তার হয় অঙ্কগত॥
কুঞ্জরে দেখিবামাত্র তারে পরিহরি।
কুম্ভ বিদারিয়ে রক্তধারা পিয়ে হরি॥
অতএব স্বীয় স্বত্ব অনুরূপ ফল।
কষ্টে-সৃষ্টে অন্বেষিয়া লয় জীবদল॥ ৬৮॥

মৃগ, মীন আর সাধু সজ্জন-নিকরে।
তৃণ, জল, সন্তোষেতে জীবিকা নির্ভরে॥
নিষাদ, ধীবর আর পিশুন দুর্জন।
অকারণে ইহাদেব বৈরি-পরায়ণ॥ ৬৯॥

সন্তাপে বিকৃত বারি প্রখর অনলে।
মুক্তাকারে শোভা পায় নলিনীর দলে॥
সাগরের শুক্তিমধ্যে পতনে তাহার।
অপরূপ মুক্তরূপ ফল অবতার॥
কেবল সংসর্গ গুণে জানিবে নিশ্চয়।
অধম-মধ্যমোত্তম গুণজাত হয়॥ ৭০॥

নীরবে থাকিলে পরে বোবা কহে তায়।
বাচাল বাতুল বলে বাক্পটুতায়।

ক্ষমাগুণ যদি থাকে ভীরু নাম হয়।
সহ্য গুণ না থাকিলে ছোটলোক কয়॥
ধৃষ্ট খ্যাতি যদ্যপি নিকটে সদা রয়।
অন্তরে থাকিলে পরে জড় সুনিশ্চয়॥
অতএব সেবা-ধর্ম পরম দুর্গম।
যোগীরাও না জানেন তাহার মরম॥ ৭১॥

লোভ যদি হৃদয়স্থ গুণে কিবা হয়।
ক্রূরতা থাকিলে সেই পাতক নিশ্চয়॥
সত্য যদি থাকে তপে কিবা প্রয়োজন।
শুচিমনে কিবা কাজ তীর্থ-পর্যটন॥ ৭২॥

ভজ এক দেব বিষ্ণু কিম্বা পশুপতি।
মিত্রতা ভূপতি কিম্বা যতির সংহতি॥
হয় বাস নগরেতে, কিম্বা বাস বনে।
বিবাহ সুন্দরী সনে কিম্বা দরী* সনে॥ ৭৩॥

তৃষ্ণা ত্যজ, ভজ ক্ষমা, মদ পরিহর।
পাপে রতি ছাড়, সত্যকথা সার কর॥
সাধুর চরণচিহ্নে করহ পয়ান।
সেব সুপণ্ডিতগণে, মান্যে দেহ মান॥
বিদ্বেষীকে বশীভূত কর অনুনয়ে।
স্বমুখে করো না ব্যক্ত নিজ গুণচয়ে॥
দুঃখিতেরে দয়া কর কীর্তির পালন।
এই সব সুজনগণের আচরণ॥ ৭৪॥

বুদ্ধির জড়তা রহে, সত্যে দেয় মতি।
সম্মানে উন্নতি করে কলুষে বিরতি॥
হৃদয় প্রসন্ন করে কীর্তির সঞ্চয়।
সাধুসঙ্গে মানুষের কি না লাভ হয়॥ ৭৫॥

মুকুরে বিম্বিত মুখ যথা ধৃত নয়।
অনায়ত্ত সেইরূপ কুমারী-হৃদয়॥
পর্বতের সূক্ষ্ম পথ যেরূপ বিষম।
সেইরূপ হয় তার ভাব সুদুর্গম॥
চিত্তটি তরল যেন পদ্মপত্র-জল।
যারে হেরি বিদ্বানের মানস বিকল॥

পর্বতের গুহা।

কুমারী লতিকারূপ গরল অঙ্কুর।
দোষরূপ পঙ্কে তার শ্রীবৃদ্ধি প্রচুর।। ৭৬।।

স্বার্থ পরিত্যাগ করি পরার্থ যোজনা।
যাহার দ্বারায় হয় সাধু সেই জনা।।
আত্মলাভ প্রতিকূলে পরার্থে যোজনা।
সচেষ্ট যে নহে সেই সামান্য গণনা।।
স্বার্থ হেতু পরহিত-বিঘ্নকারী যেই।
মানুষ রাক্ষস দুষ্ট নরাধম সেই।।
নিরর্থক পরহিত যে জন সংহারে।
সে যে কি পদার্থ আমি না জানি তাহারে।। ৭৭।

দোষগুণ সব কার্যে আছে বিদ্যমান।
পরিণাম চিন্তি কার্য করেন ধীমান্।।
সম্পদে সহজে কৃতকার্য বহুতর।
বিপদে হৃদয় দহে শেলের সোসর।। ৭৮।।

বনে, রণে, শত্রুমাঝে, সলিলে, অনলে।
মহার্ণবে কিম্বা গিরি-মস্তক মণ্ডলে।।
প্রসুপ্ত প্রমত্ত তথা বিষম বিপদে।
পূর্বকৃত পুণ্য রক্ষা করে পদে পদে।। ৭৯।।

পূর্বপুণ্য-বল যার আছয়ে যথেষ্ট।
তার পক্ষে ভীমবন হয় পুরশ্রেষ্ঠ।।
দুর্জন সুজন হয় যাহার সদনে।
নিধি-রত্ন-পূর্ণ ধরা সদা সর্বক্ষণে।। ৮০।।

বরং ঘোর বনে ভ্রম বনচর সহ।
সুরেন্দ্র-ভবনে মূর্খ-সংসর্গ দুঃসহ।। ৮১।।

ধনের তৃতীয় গতি দান, ভোগ, নাশ।
দান ভোগ-হীন প্রাপ্ত তৃতীয় নির্যাস।। ৮২।।

ধন যার আছে সুকুলীন সেই নর।
সেই বক্তা, সেই মনোহর-রূপধর।।
সেই সুপণ্ডিত শ্রুতবান্ গুণালয়।
স্বর্ণতেই সব গুণ করয়ে আশ্রয়।। ৮৩।।

ঈর্ষী, ঘৃণী, অসন্তুষ্ট, নিত্য ভীত, রাগী।
পরভাগ্যজীবী, এই ছয় দুঃখভাগী।। ৮৪।।

যজ্ঞে, পরিণয়ে, রিপুক্ষয়ে কি ব্যসনে।
যশস্কর, কর্মে আর মিত্র-সংগ্রহণে॥
প্রাণ-প্রিয়া নারী তথা বান্ধব কারণ।
এই অষ্টে অতিব্যয় নাহি কদাচন॥ ৮৫ ॥

সর্বসুখ নাশ তৃষ্ণা, রূপ নাশে জরা।
খলসেবা পুরুষের অভিমান-হরা॥
ভিক্ষায় গৌরব, আত্মম্ভরিতায় গুণ।
চিন্তা-জ্বরে বল, অদয়ায় লক্ষ্মী, ন্যূন॥ ৮৬॥

অনুদ্যোগী পুরুষের যশ হয় ক্ষয়।
মৈত্রী কোথা যেখানেতে একভাব নয়॥
ধনলুব্ধে ধর্মনাশ, কুকর্মীর কুল।
ব্যসনীর বিদ্যা-ফল বাসনে নির্মুল॥
কৃপণ বিনষ্ট যদি করে ব্যবহার।
মাতাল মন্ত্রীর দোষে রাজ্য ছারখার॥ ৮৭ ॥

জলনিধি আবরণ হন ধরণীর।
আবাসের অবরণ হয় ত প্রাচীর॥
রাজা ভিন্ন দেশের কি আবরণ আর।
সুচরিত্র আবরণ হয় ললনার॥ ৮৮ ॥

হস্তের প্রতিষ্ঠা যদি দান-ধর্মে রত।
মস্তকের শ্লাঘা যদি গুরুপদে নত॥
মুখের প্রশংসা সত্যবাণী সুনিশ্চয়।
ভুজের প্রতিষ্ঠা বীর্যবিভাত বিজয়॥
হৃদয়ের শ্লাঘা ইচ্ছামত আচরণ।
শ্রুতির গৌরব সদা শ্রুতির শ্রবণ॥
প্রকৃতি-মহৎ যাঁরা, সেই সব নরে।
ধন বিনা এ সকল ভূষা শোভা করে॥ ৮৯ ॥

আমাতে তোমাতে অন্যে একই ঈশ্বর।
তবে বল মম প্রতি কেন ক্রোধ কর॥
একেবারে পরিহার করি ভেদজ্ঞান
সকলেই দেখ ভাই আপন সমান॥ ৯০ ॥

নীতিকুসুম

মন, মতি আর দুগ্ধ যদি কেটে যায়।
পুনঃ নাহি জুড়ে, কর, সহস্র উপায়॥ ১ ॥

যেখানেতে রহ তার মত কহ
অন্যথা না কর ভাই॥
"বিড়ালেতে উট ধরি দিল ছুট"
"বটে, বটে"—কহ তাই॥ ২ ॥

নিশি দু-পহর সকল সংসার
গাঢ় নিদ্রা যায় সুখে।
কেবল সম্ভোগী করে জাগরণ
মরে বিরহিণী দুখে॥ ৩ ॥

সরোজ শুকায়ে গেলে না মরে ভ্রমর।
বারি বিনা মঞ্জরয়ে আম্র তরুবর॥
কাহারো বিহনে কারো নাহি হয় ক্ষতি।
দুর্দিন সহনে দেহ, রাখয়ে শকতি॥ ৪ ॥

হউক কুলায় শব্দ ঝপট্ ঝপট্।
ছিদ্রহীন ভৃত্য সেই, সদা অকপট॥
অগণিত ছিদ্র আছে চালনীর গায়।
তার হড়হড় শব্দ সহা নাহি যায়॥ ৫ ॥

কেহ বা নিকটে থাকি অপকার করে।
কেহ উপকার করে থাকিয়া অন্তরে॥
মরাল মৃণাল গ্রাসে, বিনাশে কমল।
ভানু বিকশয়ে তায় শোভা নিরমল॥ ৬ ॥

শুকাইলে সরোবর, হইলে পর্পট।
মরাল না ছাড়ে সেই সরসীর তট॥
পূর্বপ্রেম হেতু সেই, কৃতজ্ঞ বিশেষ।
কঙ্কর চুনিয়ে খায়, নাহি ভাবে ক্লেশ॥ ৭ ॥

উমা
১৯৫৯

প্রথম সর্গ

হিমালয় বর্ণন

"হিমালয়"—এই শব্দ শুনি যেইক্ষণ।
কত শত ভাব আসি হৃদে উদ্দীপন॥
জন্মভূমি পুণ্যভূমি প্রধান প্রহরী।
উচ্চতায় সর্ব পর্বতের গর্বহরী॥
অগণিত শিরোধর গগন পরশী।
অগণিত যার কণ্ঠে স্রবিত সরসী॥
ভারতের অলংঘ্য অগম্য দুর্গবর।
অনন্ত তুষার বপ্রে সদা শোভাকর॥
অপ্রমেয় বীর্যধর বীরবরগণ।
প্রকম্পিত তোমারে করিয়া নিরীক্ষণ॥
তুমি মাত্র অদ্ভুত রসের অধিকারী।
তুমি মাত্র ভ্রান্ত নরে বিবেক সঞ্চারী॥
কত কবি তোমার বর্ণনে তৎপর!
বর্ণনায় অদ্যাপি কত বা অগ্রসর॥
কিন্তু কেবা কৃতার্থ ও প্রতিভা বর্ণনে।
কোটিতম অংশ নহে বিবৃত বচনে॥
আমি কি অধম ছার ওহে গিরিধব।
বিবরিব শোভা, যায়ে ব্রহ্মা পরাভব॥
পঙ্গুবৎ গিরিবরক লঙ্ঘনে বাসনা।
কিম্বা যথা টিট্টিভের সমুদ্র-শোষণা।
বিধাতা কি এ জগৎ নির্মাণের আগে।
সৃজিলেন তোমারে হে অতি অনুরাগে?
জগতে যে কিছু উপাদান বিদ্যমান।
করিলেন তোমারে কি অগ্রে সম্প্রদান?
তোমা হতে লয়ে পরে দ্রব্য সার সার।
রচিলেন এ ব্রহ্মাণ্ড শোভার ভাণ্ডার॥

নহে কেন হেন দ্রব্য না হয় গোচর।
যাহা নাই তব কলেবরে গিরিবর?
উষ্ণ, শীত, সম খ্যাত ত্রিবিধ মেখলা।
অবনীর কটিতটে শোভে সমুজ্জ্বলা॥
লোহিত, হরিৎ, পীত, নানা রত্নচয়।
ফুল-ফল রূপে নানা দেশে দীপ্তিময়॥
যে কিছু কুসুম, শস্য, ফল, কন্দ মূল।
ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধে আছে অনুকূল॥
সকলি তোমাতে দৃশ্য হয় এককালে।
কে পারে বর্ণিতে তব সেই শোভাজালে?
পূর্বভাগে কমলা, কদলী, আনারস।
উষ্ণদেশ জাত ফল, দেয় নানা রস॥
পশ্চিমেতে অমৃতাহব দ্রাক্ষা নাসপাতি।
আখরোট খুবানী প্রভৃতি মেবাজাতি॥
নিম্নভাগে শাল, তাল, শিশুক, গম্ভারী।
মধ্যভাগে সন্তানক আদি বৃক্ষদল।
কবির অসাধ্য বর্ণে, বর্ণে সে সকল॥
লোকে কয় পারিজাত কবির কল্পনা।
নন্দন কাননবৎ অসার জল্পনা॥
মিথ্যা নয় পারিজাত পেয়েছি প্রমাণ।
অই দেখ রুদ্র দ্রুম* শোভার নিধান॥
তটে ফুটে** ভূচম্পক, চম্পক, কদম্ব।
সরোবরে কত জাতি কমল কদম্ব॥
ভৃগুদেশে কত শত প্রকার প্রকার।
রক্তচ্ছদ শতচ্ছদ*** পুষ্প অবতার॥
সুবিস্তৃত প্রকৃতির আসন অনুপ।
কোনতন্ত্রে নিয়মিত গালিচা এরূপ!
সদাকাল ষড়ঋতু তোমাতে বিহরে।
হেনভাব আর কোথা, ভুবন ভিতরে?
ঊর্দ্ধদেশে চিরদিন হিমের নিবাস।
অনন্ত তুষার রাশি বিভায় বিভাস॥

Rhododendran—"রোদোদ্রেন্দ্রন"
Terie—হিমালয়ের নিম্ন প্রদেশ 'তরাই নামে অভিহিত হয়।
একশত দল বিশিষ্ট সুপ্রকাণ্ডকায় পদ্মফুল।

ওই কি শিবের রূপ রজত অচল?
শিরেতে কিশোরী গঙ্গা করে ঢল ঢল?
অই কি অনলভালে দহে দাবানল?
হিমে হিমকরকলা রুচির শীতল!
ওই কি স্খলিত জটা তুষার সংহতি?
ভূকম্প তাণ্ডবে যবে মত্ত পশুপতি॥
কত উষ্ণ প্রস্রবনে নীল ধূম ছুটে।
ওই কি শিবের কণ্ঠে শোভা কালকূটে?
অগণিত অজগরে সদা ভয়ঙ্কর।
গরজিত ভয়ঙ্কর শব্দে নিরন্তর॥
চারিধারে বিরাজিত ভূতপ্রেত দান।
হিমালয়বাসী ভয়াবহ জাতি নানা॥
তুষার সংহতি চয় বহু ক্রোশ বেড়ে।
পড়িতেছে, গিরি! তব শির শিখা ছেড়ে॥
কি ভয়াল দৃশ্য! কি ভয়াল বেগ তার।
কি ভয়াল শব্দ! বজ্র-নির্ঘোষ হাজার!
কত শত শিলা আর গণ্ড শিলাচয়ে।
ধূনে* ধায় ধূনিত কার্পাস কায় হয়ে॥
তথা পড়ি কত কাল গর্ভ ভরালসে।
তটিনী প্রসব করে ভানুর ঔরসে॥
বসন্তের অধিকার সদা মধ্যদেশে।
মার কি মারিল বাণ, তথায় মহেশে!
চকোর চকোরী চয়, পিয়ে চন্দ্ররস।
কুহরে কোকিল, জাগাইয়ে দিগ্‌দশ!
মরাল ময়ূর নাচে কলাপ প্রসরি।
গায় বুল্ বুল্ বোস্‌তা সারা বিভাবরী॥
পূর্বভাগে বর্ষাঋতু সদা আবির্ভূত।
নিদাঘ বসন্ত তথা সদা পরাভূত॥
নিবিড় নীরদ জাল নিয়ত উদিত।
গিরিগুহা গহ্বরেতে মন্দ্র নিনাদিত॥
চকিতে চকিতে বালা চপলা চমকে।
ক্ষণ এক স্থির নহে বজ্রের ধমকে॥
বঙ্গীয় অখাতে মেঘ হইয়া সংজাত।
ব্রহ্মপুত্র পরিক্রমি করে গতায়াত॥

হিমালয়ের ভৃগু প্রদেশ।

অবিশ্রাম বর্ষে বারি, বার মাস ভরি।
একদণ্ড ক্ষান্ত নহে দিবস শর্বরী॥
সংখ্যাহীন তটিনীর তুমি জন্মদাতা।
তব কন্যা বিশ্বমাতা, গঙ্গা ভীষ্মমাতা॥
চন্দ্রভাগা, ঐরাবতী, বিতস্তা, বিপাশা।
শতদ্রু, যমুনা, কোশী, তথা পাপ নাশা॥
সুবর্ণশ্রী, ঘর্ঘরিকা, ত্রিস্রোতা, মনাশ।
গণ্ডকী—শ্রীশালগ্রাম শিলার নিবাস॥
তব শিরোত্তরে গিরি! শোভার আকর।
শ্রীমানস সরোবর—হ্রদের ঈশ্বর॥
আর সেই জম্বুহ্রদ-স্বর্ণের জনক।
অমূল্য অতুল্য যার বিষদ কনক॥
অগণিত চূড়াচয় ব্যোম বিহরিত।
অভিষিক্ত করে শির, স্বর্গীয় সরিত॥
সে কাঞ্চনজঙ্ঘা* শৃঙ্গ, আছে সর্বোপরি।
গিরিগজ-কুলে ঐরাবত রূপ-ধরি॥
কুবের* কৈলাসচূড়া* আর জহ্নুমুনি*।
যাহার অক্ষয়কীর্তি গঙ্গা সুরধুনী॥
অলকানন্দার মাতা, নন্দাদেবী চূড়া।*
কত যুগ পরিগত, না হইল বুড়া॥
জগৎ বিখ্যাত চূড়া—ধবল অচল।*
গোষ্ঠিকুলে গোষ্ঠিপতি, কিবা আখণ্ডল॥
কি আছে এমন জন্তু ভুবন ভিতরে!
যাহা নাই গিরি! তব শেখরে কন্দরে॥
পশুর ঈশ্বর সিংহ কলিত কেশরে।
কৃতান্তের চর ব্যাঘ্র গভীর গহ্বরে॥
মৃগাদন, দংষ্ট্রী, ঋক্ষ. প্রকার, প্রকার।
ঈহামৃগ, বাতমৃগ, শাখামৃগ আর॥
যত জাতি মৃগ আছে অবনী মণ্ডলে।
শায়িত কস্তুরীমৃগ স্নিগ্ধ শিলাতলে॥
চমূরু, সমূরু, চীন গবয় সৃমর।
পৃষত, রোহিত, ত্রণ, রৌহিস, সম্বর।
শরভ, গোকর্ণ, শশ, রঙ্কু, কৃষ্ণসার।
ভ্রমিছে গৌধার, শল্য, হাজার হাজার॥

হিমালয়ের চূড়া সকলের নাম—কাঞ্চনজঙঘা, কুবের, কৈলাশ, জহ্নুমুনি, নন্দাদেবী, ধবলগিরি প্রভৃতি।

ভ্রমিছে ভীষণ খড়গী, মহিষ জম্বুক।
কত জাতি আখুভুক, মর্কট, উল্লুক॥
তব দেহে কত জাতি নরের বসতি।
রূপের নিধান কিম্বা বিকৃত মূরতি॥
হয়াশ্ব, কিন্নর, যক্ষ, কুবেরানুচর।
কিরাত, ধীমাল, কোচ, ভোট ভয়ঙ্কর॥
লেপ্‌চা, বোদো, আবু, লিম্বু, মুর্মি আদি আর।
নাগবংশী, শিখিবংশী, বিকট আকার॥
পশ্চিমেতে দরদাদি জাতির নিবাস।
ব্রাত্যক্ষত্র বলি যারা পুরাণে প্রকাশ॥
জাতিভেদে, ধর্মভেদে হিমালয়বাসী।
বিভিন্ন বিভিন্ন কত শত ভাষাভাষী॥
সমধিক তথাগত-মত পরায়ণ।
কোথাও বা বেদধর্ম নিষ্ঠ জনগণ॥
দরদ অধুনা মহম্মদ মতাশ্রয়ী!
হায়! হিন্দু হিমালয়ে কোরাণ বিজয়ী॥
ফলে তুমি বিভু-ধ্যান-ধৃতি-মন্ত্রদাতা।
তপঃ শ্রেষ্ঠ স্থলরূপে গড়িলেন ধাতা॥
তোমার স্বর্গীয় শোভা করি দরশন।
নাস্তিকতা নিশাচরী করে পলায়ন॥
অদ্ভুত ঐশিকভাব হয় উদ্দীপন।
ভক্তি আর ভয়ে প্রকম্পিত হয় মন॥
সহসা প্রতীতি হয় ভব-ভঙ্গুরতা।
এককালে হয় মতি ব্রহ্মপদে রতা॥
তাই তব দেহাশ্রয়ে, ওহে গিরিবর!
যুগে যুগে কত শত যোগী যোগীশ্বর॥
কাটিয়া ভবের মায়া, মোহময় ফন্দ।
চিদানন্দ ধ্যানে লভিলেন চিদানন্দ॥

দ্বিতীয় সর্গ

বিগ্রহ ও বিবাহ

দেখ দেখ মারবর কিবা দেশ ভয়ঙ্কর
চারিধারে অচল নিকর।
ওই দেখ কি দুর্গম অসীম ভীষণতম
অন্তহীন বালুকা প্রান্তর॥
নামে মরু ফলে মরু নাহি লতা নাহি তরু
ছায়া জল বিহীন প্রদেশ।
কন্টকেতে সমাকীর্ণ স্থানে স্থানে স্থাণুশীর্ণ
ছায়াহীন বাব্‌লা বিশেষ॥
লবনাম্ব পূর্ণ ধুনী রাজস্থানে খ্যাত লুনী
তৃষায় না খায় কেহ নীর।
পোষা উট ঘরে ঘরে প্রান্তরেতে সুখে চরে
জন্মে যথা প্রচুর করীর॥
আছে ওই দেশ জুড়ে আকন্দ পাতার কুঁড়ে
ফণীমনসার বেড়া তায়।
বাজ্‌রা ভাঙিয়ে রোটী ডালমোট মোটামোটী
মারবরী মহাসুখে খায়॥
নাহি জন্মে আম জাম দাড়িম্ব অমৃত-ধাম
নারিকেল কদলী পনস।
নাহিক সিন্দুর রঙ্গ সুমধুর নাগরঙ্গ
নাহি ইক্ষু নাহি আনারস॥
ঊষর সিকতাময় আছে তরমুজ চয়
অগণিত করিকুম্ভ মত।
কর্কট কর্কটি[১] ফুটি হরিত মুগের শুঁটী
কুষ্মাণ্ড কদুর জাতি যত।
কিন্তু কি আশ্চর্য বল এ ভীষণ মরুস্থল
কিসে হল বীরত্বের খনি!
এই মারবর দেশে বিভূষিলা সবিশেষে
কত শত শূর শিরোমণি॥
ময়দানবের পুরী[২] যার কীর্তি ভুরি ভুরি
পুরাণে প্রসিদ্ধ সবিশেষ।

---

১. শশা।

২. এইরূপ লিখিত আছে যে মারবারের প্রাচীন নগর মন্দোর ময়দানবের পুরী ছিল। মন্দোরের প্রাচীন নাম—মন্দোদরী। কথিত আছে ময়দানব আপন কন্যার নামে ইহার নামকরণ করিয়াছিলেন। মন্দোরের স্থান বিশেষ রাণ ও মন্দোদরীর বিবাহ-সভা প্রস্তর প্রকৃতি পুঞ্জে বিখচিত আছে।

দুর্গ দেখি বোধ হয়   মানুষের কীর্ত্তি নয়,
অদ্ভুত রসের সমাবেশ।
যে দেশে ভূজঙ্গ শির   চোহান শ্রীগগবীর[৩]
রামদেব শ্রীমেঘ মঙ্গল।
হরবা[৪] সংকলা নাম   বীরবর গুণধাম
প্রতাপেতে মর্ত্যে আখণ্ডল॥
আর যেই বীর্য্যাধার   মল্লিনাথ নাম[৫] যার
প্রিয়া যার পদ্মাবতী সতী।
রণে হত নিজ পতি   রণে প্রাণ ত্যজি সতী
সূর্য্যলোকে করিলেন গতি॥
উচৈঃশ্রবা শক্তিশালী   নামেতে কেশর কালী
হয়বর খ্যাত রাজস্থানে।
প্রভুজী যাহার স্বামী   মনোজব সমগামী
যার কীর্ত্তি-কলা গীত গানে॥
এই মল্লদেব রায়   বিক্রমে কে তুল্য তায়
অদ্যাপি ও দেশ মারবরে।
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে,   প্রজাগণ পূজা করে
যশোগীত নগরে নগরে॥
কি তার বীরত্ব কব   মুসলমানে পরাভব
করে যার সমর-উৎসাহ।
রণে হয় ছারখার   পরাভূত বারবার
দিল্লীর অধিপ শেরশাহ॥
বিশুদ্ধ রাঠোর বংশ   যশো সরসীর হংস
আদিস্থান কান্যকুব্জপুর।
করিয়া মন্দোব জয়   রাজ্যপাট কাড়ি লয়
পুরীহর বংশে করি দূর॥
তদবধি কত শূর   সেই বংশে বিভাসুর
রায়মল্ল, বারসিংহ রায়।
শূরগণ অগ্রগণ্য   মীরাবাঈ[৬] পিতা ধন্য
রত্নসিংহ বিখ্যাত ধরায়॥

---

৩. গজনীর অধিপতি মহম্মদ যে সময়ে ভারতবর্ষ বিজয়ে আগমন করেন। সেই সময় মারবারের এই বীররত্ন স্বীয় ৪৭ জন পুত্রসহ শত্রুর আগমন নিবর্ত্তনে শতদ্রু নদীতীরে ঘোরতর যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

৪. যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা যোধকে পরাস্ত করিয়া চিতোরের রাণা মন্দোর অধিকার করিলে কেবল এই মহা সাহসী বীরের সহায়তায় যোধা স্বদেশ হইতে শত্রুদিগকে দূরীভূত করিয়া পুনরায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

৫. মল্লিনাথ একজন মারবরের অগ্রগণ্য বীরবর,—ইনি যুদ্ধে হত হইলে ইহার প্রেয়সী পদ্মাবতী সহমৃতা হন।

৬. রত্নসিংহের কন্যা সুবিখ্যাতা মীরাবাঈ উদয়পুরাধিপতি কুম্ভ রাণার বণিতা ছিলেন। ইনি পরম বৈষ্ণবী ছিলেন। ইঁহার রচিত ভক্তিরস পূর্ণ গীতসকল এইক্ষণেও প্রচলিত আছে।

চতুর্থ সর্গ

মন্মদের প্রতি উমার পত্রিকা

প্রাণে মরি নাই নাথ! তোমার প্রসাদে।
সকল মঙ্গল মম তব আশীর্বাদে॥

পাইলাম প্রভু তব আরো পরিচয়।
পতি-পত্নী একদেহ মিছে লোকে কয়॥

তা হইলে কেনই বা হইবে বিরহ!
প্রথম পরীক্ষা নাথ মনেতে স্মরহ॥

দ্বিতীয় পরীক্ষা এই শুন প্রাণ পতি।
আমি অর্ধ অঙ্গ নহি, অসৌভাগ্যবতী॥

যখন পড়িনু আমি ত্যজি বাতায়ন।
কেন সঙ্গে সঙ্গে, তুমি না হলে পতন?

প্রাণে বাঁচিলাম, কিম্বা পাইনু সংহার।
একবার সমাচার না নিলে আমার॥

স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেলে আপনার দেশে।
জ্ঞান লেশ নাহি পতি-ধর্ম-উপদেশে॥

কিসের বীরত্ব তার বুঝিতে না পারি।
বিপদে না দেখে যেই আপনার নারী॥

চিরকাল পতি পরায়ণা যত সতী।
সম্পদে বিপদে, যথা পতি তথা গতি॥

দেখহ জনক সুতা সীতা চারুমতী।
রাজ্য ছাড়ি বনে যান পতির সংহতি॥

বনে বনে ফিরিলেন মহানন্দ মনে।
ইন্দ্রের অমরাবতী মানিয়া কাননে॥

সেইরূপ দময়ন্তী রাজা নল সনে।
নল তারে ছেড়ে গেল বিজন গহনে॥

স্মরহ হরিশ্চন্দ্র নৃপের আখ্যান।
অন্যের চিন্তায় চিন্তা মূর্ছাগত প্রাণ॥

সেইরূপ যাজ্ঞসেনী কানন চারিণী।
পাণ্ডব মোহিনী সতী দুঃখ নিবারণী॥

দেখহ সাবিত্রী কথা, অদ্ভুত ভারতি।
নিজ পুণ্যবলে সতী বাঁচাইলা পতি॥

সতী শিরোমণি দাক্ষায়নী শিবরানী।
প্রাণ ত্যজিলেন শুনি পতি নিন্দা বাণী॥

এইরূপ কত শত পুরণেতিহাস।
নারী পতিভক্তি কথা করিছে প্রকাশ॥

পুরাণে প্রমাণ কিন্তু নাহি পাই আমি।
নারীর বিপদে পতি তার অনুগামী॥

কোন্ পতি পত্নী নিন্দা শুনি ত্যজে প্রাণ?
কোন্ পতি হয় পত্নীর চিতায় শয়ান?

কোন্ পতি রণ্ড থাকে পত্নী হলে গত?
কোন্ পতি পত্নীগতে ভোগরাগ হত?

এক মন, এক দেহ, ভাবে যে দম্পতি।
সেইখানে সুখ আর সৌভাগ্য উন্নতি॥

যেখানে পত্নীরে পতি ভাবে নিজ দাসী।
নিগড় শৃঙ্খল কিম্বা মায়াময়ী ফাঁসী॥

ইন্দ্রিয় সুখের জন্য নারীরূপা তন্ত্র।
সুতসুতা প্রসবের একমাত্র যন্ত্র॥

সেইখানে সুখ নাই, দুঃখ ভরা মাত্র।
জীয়ন্তে জ্বলিত নারী কিবা দিবারাত্র॥

নারী নহে গৃহসজ্জা, বসন, ভূষণ।
শুধু পুরুষের সুখ-সম্ভোগ কারণ॥

যদবধি তব নাথ এই ভাব রবে।
ততবধি মম সহ মিলন না হবে॥

এ জীবনে সিদ্ধ নহে মম মনষ্কাম।
লহ হে জীবিতেশ্বর, দাসীর প্রণাম॥

বিরহ বিলাপ

বিরহ বিষাদে মম অন্তর কাতর তম,
নিদ্রা বিনা ক্ষিপ্তের লক্ষণ।
শৈশবের সহচরী বীণায় আদর করি,
করিলাম করেতে গ্রহণ।
ভাবিলাম যদি তার, ঝঙ্কার সুধার ধার,
জুড়ায় এ তাপিত হৃদয়।
বিলাপেতে অনিবার, শান্তি না হইল তার,
বৃথা বিগলিত অশ্রুচয়। ১॥

যতক্ষণ বিভাকর, বরিষে প্রখর কর,
ততক্ষণ অশ্রু বরিষয়।
যতক্ষণ শশিকরে, নিশির তিমির হরে,
ততক্ষণ অশ্রুবন্ধ নয়।
হায়! ভবচক্রে ঘোর, যে সময় যায় মোর,
তখনো তো অশ্রুপাত হয়,
স্তব্ধভাবে যেইকালে বদ্ধ থাকি চিন্তাজালে,
সেকালে ও অশ্রু বরিষয়। ২॥

এই কথা লোকে ভাষে, যাতনার ধার নাশে,
কালের দূরতা সুনিশ্চয়।
আরো লোকে এই বলে, অতি তীব্র শোকানলে,
নিবাতেই কাল যোগ্য হয়।
এ-কথাটা সত্য নাকি? হয় হোক তাতে বা-কি?
আমি কিন্তু জানি নাই তাহা ;
আমি মাত্র জানি এই, যত গত হয় সেই,
ততো বুক ফেটে—যায় আহা! ৩॥

শোকের তুফানে মগ্ন, দুঃখভরা হেতু ভগ্ন,
আমার হৃদয় জলযান,

অনুভূত পরিগত,   আমোদ আহ্লাদ যত,
তাহাদের সমাধি সমান।
কেন পরিশুষ্ক দাম,   নয়নের অভিরাম,
পল্লবে না পরিণত হবে,
না জ্বালিবে সুপ্রকাশ,   নিদাঘ কালের হাস,
বসন্তের লাবণ্য—বিভবে। ৪॥

কেন আমি করি খেদ,   কেন হৃদি করে ভেদ
ক্ষয়করি চিন্তা নিশাচরী?
ওরে মন বাক্য ধর   তমাল বসন পর,
হায়! কথা না শুনে কি করি?
হায়! মনে যে সময়   একথা উদয় হয়
সে আমায় না করে গণন,
সে কথা কঠিন অতি,   মেতে উঠে মন মতি,
জ্ঞান নেত্র রোধে, অসহন। ৫॥

দিবা অবসান পরে   নিশা আগমন করে,
তিমিরের পশ্চাতে মিহির,
ঘোরতর ঝঞ্ঝাবাত,   পরিগতে অচিরাৎ,
স্থিরতার আবির্ভাব স্থির!
কিন্তু হায়! মমমনে,   কেন তবে অনুক্ষণে
অনন্ত তিমির বেড়ি রহে?
অবিরত তাহা থেকে,   বেগে উঠি ঝোঁকে ঝোঁকে,
দুঃখের নিঃশ্বাস ঝড় বহে। ৬॥

ভালোবাসিতাম আগে,   আজো বাসি অনুরাগে,
বাসিব রে যাবৎ জীবন।
যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ   দীপ্ত রাখে অগ্নি-নিজ,
চিরদীপ্ত রবে হুতাশন।
সে অনলে নিরন্তর,   মমশ্বাস উষ্ণতর
তাপিবেক চরম নিশ্বাস,
পরেতে অনন্ত দীপ্তি,   প্রবেশি পরমতৃপ্তি
প্রাপ্ত হয়ে রহিবে প্রকাশ। ৭॥

তব চন্দ্র নিভানন,   তড়িৎ-কেলি-সদন—
অসিত নয়ন মনোহর ;
তব সুরভিত শ্বাস,   মাধুর্যের অধিবাস,
বিনোদ বঙ্কিম বিম্বাধর।

পদ্মাকার তবাকার,   যাহে কত শোভাধার
বসন্তের প্রসূন নিকর।
সুনীল নিবিড় কেশ,   ধরি এক এক বেশ,
ঝুলিতেছে কত ফুলশর। ৮॥

কপোল যুগল মাঝে,   কিবা চারু রেখা সাজে,
রত্নশিলা ললাট ফলক,
বীণার ঝঙ্কার প্রায়,   তব স্বরে মোহ যায়,
শ্রুতিযুগ পাইয়ে পুলক।
প্রথমেতে যেইক্ষণে,   দেখিলাম চন্দ্রাননে,
শুনিলাম মধুর বচন,
সেইক্ষণে জানিলাম,   মনে মনে মানিলাম,
বচনীয় নহ তুমি ধন। ৯॥

বিমল মুকুর যথা,   সে-রূপ যদ্যপি কথা
প্রতিবিম্ব করিত রুচির,
কিম্বা জ্যোতিশ্চিত্র* প্রায়, তোমার সুচারুকায়,
বুক থেকে করিত বাহির,
তবে তোমা নিরীক্ষণে,   ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগিজনে,
তব পদে লুটায়ে পড়িত,
দগ্ধ হয়ে প্রেমানলে,   হৃদয় সহস্রদলে,
প্রতিমার অর্চনা করিত। ১০॥

তোমার রূপের জোর,   প্রথমে হৃদয়ে মোর,
যখন হইত অনুভূত,
যেন লয়ে প্রহরণ,   লক্ষ্য করি মম মন,
মারিলেক কোন্ দেবদূত।
সৌদামিনী পরিকর   তোমার কটাক্ষশর,
প্রভাসহ মৃত্যুর মিলন,
বিষম আঘাত তার,   সহ্য বল হয় কার?
মম সহ্য নহে কদাচন। ১১॥

তদবধি বর্ষ কত,   হইল আগত গত,
তোর সহ না ছিল দর্শন,
কিন্তু হায় নিরন্তর,   ক্ষুধা এক ঘোরতর,
চিত্ত মোর করিল চর্বন।

---

* ফোটোগ্রাফের প্রথম বাঙ্‌লা।

তারপর বর্ষকত,　　　সমাগত পরিগত,
　　　জুড়াতে নারিল ক্ষুধানল,
নিরবধি সেই ভূক,　　　দাহন করিল বুক,
　　　শান্তি বিনা সতত বিকল। ১২॥

সে চারু মাধুর্যাবলী,　　　ভুলিতে নারিনু বলি,
　　　অনুযোগ কর না আমায়,
সেই সব রূপরাশি　　　জানি, মন নিজ-ফাঁসি,
　　　ইচ্ছা করি পরিল গলায়।
হরিধ্যান পরায়ন,　　　ঊর্ধ্বরেতা যোগিগণ,
　　　সে সব করিলে দরশন,
না পারিবে বহুকাল,　　　তাহাদের শরজাল,
　　　কখনই করিতে লঙ্ঘন। ১৩॥

শেষে মোর ভাগ্যে লেখা, পুনঃ তোর সহ দেখা,
　　　দয়া প্রকাশিলে তবে তুমি ;
আনন্দ না যায় ধরা　　　যেন এই বসুন্ধরা
　　　সেইক্ষণে হল স্বর্গভূমি।
আহা! আহা! কি মধুর।　মাদকে মানসপুর
　　　পূর্ণমম হল সে সময়,
সুখের নাহিক ওর,　　　ভাবেতে হইল ভোর,
　　　কিবা সেই দিন রসময়! ১৪॥

তোমার কি পড়ে মনে,　মুগ্ধ কর সেইক্ষণে
　　　শান্তি সুখময় যেইক্ষণে—
মম-যুগ বহু পাশে　　　শিহরিত তনুত্রাসে,
　　　বাঁধা তুমি পড়িলে বন্ধনে?
অর্ধ-বিকশিত ফুল,　　　তুমি তার সমতুল
　　　লঁয়ে গেনু বিবাহ বাসরে ;
প্রজাপতি করতলে　　　প্রণয় প্রদীপ জ্বলে,
　　　ব্রতোচিত পণ পরস্পরে। ১৫॥

এখন কি পড়ে মনে ;　সেই সমুদয় পনে—
　　　মুদ্রাঙ্কিত নিকর চুম্বনে?
তব দৃঢ় অঙ্গীকার,　　　আমার লো প্রাণামার,
　　　ভুলিবে না যাবৎ জীবনে?
প্রাণে প্রাণে পরিণয়　　　হয়েছিল যে সময়,
　　　প্রেমোন্মদে মত্ত দুই মন,

একতানে শুভদৃষ্টি,   পরস্পরে সুখবৃষ্টি
সেইক্ষণ হয় কি স্মরণ? ১৬॥

এখনকি পড়ে মনে,   মম করে যেইক্ষণে
তোর কর পড়িল বন্ধনে,
অপ্সরার মধুধ্বনি   সহকারে সুবদনি,
মোরে ধন্য কর এ বচনে—
"এই কর, এই মন,   অধীনার এ জীবন,
তোমারই হইল এখন"—
মুগ্ধ হয়ে সে কথায়,   পড়ে আমি বসুধায়
তব পদ করিনু বন্ধন। ১৭॥

হা! সুখের দিনচয়!   আর কি তুলনা হয়,
অনুপম সে সুখ নিকর,
যখন আনন্দ স্রোত,   করিলেক ওতপ্রোত,
দ্রবীভূত উভয় অন্তর?
সুরভি ভারেতে নত,   মলয় মারুত মত,
সে সময়ে আমরা দুইজন,
মধুর ভাবেতে মাতি,   পূর্ণ বসন্তের ভাতি
যুক্ত হয়ে করিনু চুম্বন। ১৮॥

হা সুখের দিনচয়   দরশন সে সময়,
যদি না হইত পরস্পরে,
যদি আমাদের মন,   না করিত আলিঙ্গন,
প্রেমপূর্ণ লিপি পরিকরে,
কিংবা পরিহাস নলে,   জ্বালিয়া হৃদয় স্থলে,
না গড়িতাম স্বর্ণ শিকল,
না গড়িতাম এই বেড়ী,   এখন যা আছে বেড়ি
হায়! মম চরণ যুগল। ১৯॥

দু-জনার প্রেমাবেশ,   কত স্নেহ নাহি শেষ,
এক এক কটাক্ষ তোমার,
আর এক এক দৃষ্টি,   করিত তড়িৎ সৃষ্টি,
অবসান না ছিল তাহার।
খঞ্জন নর্তন সম   তব গতি অনুপম,
কি আর তুলনা দিব তার?—
তোমার মধুর কথা,   বাণীর বীণায় যথা
বিনির্গত বিনোদ ঝঙ্কার। ২০॥

পান করি প্রেমাসব যেন এক অভিনব,
অবনীতে উভয়ের বাস,
কি বিচিত্র! সেইকালে, তোমার প্রতিভা জ্বালে,
আমার প্রতিভা পায় নাশ—
যেরূপ যামিনী কর— করে হরে অন্যকর,
উপগ্রহ গ্রহণ সময় ;
অন্তর্হিত সেই তারা, একেবারে, দীপ্তি হারা
বিভান্বিত শুধু সুধাময়। ২২॥*

হেন প্রেম মূর্তিমান্ দুই প্রাণে এক প্রাণ,
সে যে ঘোর তন্ত্রের প্রয়োগ,
সে-রূপ তন্ময় আর, এ জগতে হওয়া ভার,
আত্মায় আত্মায় সুসংযোগ।
নন্দনকানন জাত, অতি সুখময় বাত,
সম্ভোগ করিনু দুজনায়,
সে প্রণয় স্বর্গপুরে, ভোগ করে যত সুরে,
আনিলাম সে প্রেম ধরায়। ২৩॥

যথা মনোহরতর, শরদ শশীর কর,
সমুজ্জ্বল করে সমুদয়,
সে রজত প্রতিভায়, নিমজ্জিত করিকায়,
অসিত পদার্থ সিত হয়,
সেই রূপে মহাবল, মন্ত্রৌষধে সুকুশল,
ওরে প্রেম অন্তরীক্ষ চয়।
তোর মহামন্ত্রবলে, যে কিছু এ ধরাতলে
সকলই সমুজ্জ্বল হয়। ২৪॥
তোর ভানুকর ছেদী, কাচের ফলক ভেদী,
দৃষ্ট কি উজ্জ্বল বর্ণচয়।
অতিশয় তুচ্ছতর, পদার্থ নিকরোপর,
রঙ্গ দান করে দীপ্তি ময়।
কিবা হেম, কি লোহিত, সুনীল কপিশ পীত,
হরিতাদি রঙ্গ শোভাময়।
যে কোন দিব্যাঙ্গনা, স্বর্গ হতে সুশোভনা
লোকালোকে রঙ্গ বরিষয়। ২৫॥

*

২১ নং স্তবকটি পাওয়া যায় নাই।

যে দিকের প্রতি চাই,　　সে-দিকে দেখিতে পাই,
প্রভার না হয় রে অবধি,
প্রভান্বিত ভূমিতল,　　প্রভান্বিত রণস্থল,
প্রভান্বিতা হাস্যময়ী নদী,
প্রভায় পবন বহে,　　প্রভায় গগন দহে,
হীরকের প্রভাপরিকর—
নব কপোতিনী! মোর,　　প্রোজ্জ্বল নয়নে তোর
প্রজ্জ্বলিত ছিল নিরন্তর। ২৬॥

তোর মুখ সুমধুর　　জিনিয়ে অময় পুর
তথা ছিল উজ্জ্বল আকারা ;
পাশাপাশি পরস্পর,　　সন্ধ্যাতারা মনোহর,
সহ প্রভাতের শুকতারা।
যে হেরেছে একবার　　ভুলিবার সাধ্য কার,
সেই চারু নক্ষত্র যুগল।
কিবা সে চমক তার,　　চিক্ মিক্ অনিবার,
মদ ভরে করে টল টল। ২৭॥

উড্ডীন বিহঙ্গ কাল,　　আনন্দের মুক্তামাল,
ছড়াইত দুই পক্ষ থেকে,
বিভাবনা সেই কালে,　　মহামূল্য মনিমালে,
আমাদের পথ দিতে ঢেকে।
স্বর্ণময়ী যত হোরা,　　আমাদের কাছে তোরা
ছিলি সব অনুরক্তা দাসী,—
যখন যা হত সাধ,　　যোগাতিস্ বিনাবাধ,
নিত্য নব রস রাশি রাশি। ২৮॥

মর্ত্য প্রেম যে সময়ে,　　অতীব উন্নত হয়ে,
স্বর্গ পথে করয়ে গমন
যেই পথে স্থির বায়ু,　　হরয়ে তাহার আয়ু
শ্বাসরোধ হয় ক্ষণে ক্ষণ।
যথা পেয়ে পক্ষ নব,　　প্রাবৃট্ পতঙ্গ সব,
মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়।
যাহাতে প্রভূত হয়,　　সেই আসি সঞ্চারয়
অচিরাৎ তাহাদের লয়। ২৯॥

হায়, স্বপনের মায়া!　　আসন্ন বিপদ ছায়া,
আগে আসি হয় রে উদয় ;

স্বপ্ন দেখিলাম আমি— হইয়াছি তটগামী,
নিম্নে নদী অতিবেগে বয়।
রজতের রাশি প্রায়, কত ঊর্মি বহে তায়
চক্রাকার আবর্ত নিকর,
আমার হৃদয় 'পর সেই ক্ষণে শোভাকর
ছিল এক কুসুম সুন্দর। ৩০॥

অতিশয় খরতর, অনিবার্য বেগধর,
প্রবাহিত সলিল নিচয়,
যেন তাহা বেগভরে, গমনে সন্ধান করে
বাঞ্ছনীয় শান্তির উদয়।
সেইক্ষণে, আহামরি! মোরে পরিহার করি,
স্রোতে গিয়ে পড়িল সে ফুল,
মনোজ্ঞ প্রসূন সেই, আমার হৃদয়ে যেই
শোভাদান করিল অতুল। ৩১॥

অচিরাৎ তার পরে, প্রিয়ে! তব কলেবরে,
হইল রে পীড়ার সঞ্চার,
দিবা বিভাবরী যায়, হইল নির্বাণ প্রায়,
প্রাণরূপ প্রদীপ তোমার,
অবশেষে ওরে প্রাণ! সে বিপদে পেলে ত্রাণ,
রক্ষা পেলে ঈশ্বর ইচ্ছায়,
কিন্তু হায়! সুকুমার, প্রেম পুষ্প সুধাধার,
শুকাইয়া গেল কুয়াশায়। ৩২॥

পুনঃ যবে হল দেখা, বিরাগের ভাব লেখা,
দেখিলাম তোমার নয়নে,
সুধাধার তবাধরে এক চুম্বনের তরে
কতই লালসা করি মনে,
কত আকিঞ্চন সহ সাধিলাম অহরহ,
ব্যর্থ হল সাধনা সকল,
ঘৃণাতে ভরিয়ে আঁখি বিরাগ তুষারে মাখি,
ফিরাইলে মুখ শতদল। ৩৩॥

জ্ঞানহীন একেবারে নিরাশায় ক্ষিপ্তাকারে
তোরে ত্যজি আইলাম চলি,
দয়াবশে সে সময়, বরষিল দেবচয়,
মমপর হিমাশ্রু আবলি।

পূর্বকার ব্যবহার, করিলে লো পরিহার,
না দিলে বসিতে একবার,
ক্ষেপে উঠি সেইক্ষণে, যখন পড়য়ে মনে,
'এসো' বাক্যে না বলিলে আর। ৩৪ ॥

ভাবিলাম ওরে প্রাণ! করিয়াছ অভিমান,
পীরিতিতে হেন রীতি আছে,
এত যবে তব রোষ অজানত কোন দোষ
করিয়া থাকিব তোর কাছে!
কিন্তু পরে হল বোধ, দোষজন্য নহে ক্রোধ
কালক্রমে গত সেই ভ্রম,
শেষে জানিলাম স্থির, মমপতি বিরতির,
ছিল কোন হেতু গূঢ়তম। ৩৫ ॥

অতিশয় ব্যগ্র হয়ে, চাহিলাম সবিনয়ে,
দরশন ক্ষণেকের তরে,
না করিয়ে শ্রুতিপাত, করিলে-লো পদাঘাত,
সে সকল বিনয়-উপরে।
বিরাগেতে গরগর দিয়াছিলে যে উত্তর,
অল্পাক্ষর বটে সে উত্তর।
কিন্তু খর তরবার সম তার তীক্ষ্ণধার
হৃদয় ছেদনে পটুতর। ৩৬ ॥

হেন চারু দেহে তোর, হেন হৃদি সুকঠোর,
নিবসতি পাইল কেমনে?
অসম্ভব অতিশয় প্রকৃতির বিপর্যয়
অবশ্যই মানিব লো মনে।
যেন দ্রব হেমময়, কোষের ভিতরে রয়,
লৌহখণ্ড সুকঠিনতর,
হীরা বটে দীপ্তিময়, কিন্তু আর কিছু নয়,
লোকে তারে কহে লো প্রস্তর। ৩৭ ॥

প্রেমপুষ্প যে সময় নব বিকসিত হয়,
সেকালের তব লিপিচয়,
অতিশয় করি যত্ন পূর্ব অভিজ্ঞান রত্ন,
রাখিয়াছি সেই সমুদয়।
এবে আমি যেইক্ষণ, করি তাহা অধ্যয়ন
প্রতি বাক্যে আজো এত জোর

নিবারিতে নাহি পারি,   অতিবেগে অশ্রুবারি
প্রবাহ নয়নে বহে মোর। ৩৮॥

তোর ক্রুর করাঙ্গুলি,   লিখিল কি কথাগুলি,
আদরের ধন যারা মোর!
কহ,—এই কথা সব,   হয়েছিল কি প্রসব,
নির্দয় হৃদয় থেকে তোর?
মোহনীয় মন্ত্রপ্রায়,   প্রতি বাক্যে হায়, হায়-
এখনো অনঙ্গ দীপ্তি পায়,—
যেন কোন সুসেবিত,   অতিথি হইয়ে প্রীত,
অনিচ্ছুক লইতে বিদায়। ৩৯॥

তারপর পরিগত,   দিবস সপ্তাহ কত
আইল যাইল কত মাস,
কিন্তু আজো সমাকারে,   রাখিয়াছ আপনারে—
ঢেকে রেখে দিয়ে—মানবাস।
বিলাপেতে অনিবার   শুকাইল প্রাণামার
মৃত্যু মাত্র রহিয়াছে বাকি,
জীবিত থাকিতে দারা,   আমি যেন পত্নীহারা
সম হয়ে রয়েছি একাকী! ৪০॥

যথা উচ্চ তরুবর,   অভ্যন্তরে নিরন্তর,
সুপ্তভাবে থাকি হুতাশন,
অকস্মাৎ বহির্গত,   হয়ে কালানল যত
কাননেরে করায় দাহন,
সেইরূপ অবিকল,   অলক্ষে বিরহানল,
ভস্মসাৎ করিয়ে আমায়,
এখন হইয়ে ঘোর,   হৃদয় কাননে মোর,
দাহন করিছে উভরায়। ৪১॥

এই কথা লোকে কয়,   কারণ পাইলে লয়,
সঙ্গে সঙ্গে কার্যলোপ পায়,
কিন্তু এটি চমৎকার,   কেন এই কথা আর,
প্রেম পরিচ্ছেদে না জুয়ায়।
দেখ লো প্রমাণ তার   তব বিরহে আমার
ক্রমে আরো বাড়িছে বেদনা,
আমার আত্মায় পশি,   জড়াইয়ে কসি কসি
চূর্ণ করে ভুজঙ্গী শোচনা। ৪২॥

মানুষের আন্তরিক ভাবচয় হয় ঠিক,
কাচে ভুগ্ন ভানুকর সম,
কাছে উপস্থিত যবে তথায় বিতরে তবে
নিজ নানারঙ্গ নিরুপম,
একি ঘোর নিরাশ্বাস, হৃদে হায় পরকাশ
যেন মায়াবীর মায়া ধরি,
দীপ্তদিবা দ্বিপ্রহরে, সমুদয় দীপ্তি হরে
করে দেয় ঘোর বিভাবরী। ৪৩॥

তমোপূর্ণ ধরাতল, তমোময় নভস্থল,
তিমিরেতে পূর্ণ সমীরণ,
তমোপূর্ণ মাঠঘাট, তিমিরেতে পূর্ণবাট,
তমোপূর্ণ মম নিকেতন,
তমোপূর্ণ দিনকর, তমোপূর্ণ সুধাকর,
তমোপূর্ণ চারু তারাদলে,
সমাধির অভ্যন্তরে, যেই তম বাস করে
তাহা মোর হৃদয় কমলে। ৪৪॥

যদিও আপন পণ করিয়াছ উল্লঙ্ঘন,
ভাঙ্গিয়াছ নিজ সত্যব্রত,
যদিও আমার প্রতি, এতেক বিরাগবতী,
নিদয়া কঠিনা অবিরত,
যদিও শশীর মত, নিত্য তব ভিন্ন মত
এক ভাবান্বিতা তুমি নহ,
কিন্তু আমি লো তোমার সন্ধ্যাপ্রতি হিমাকর
এক ভাবে আছি অহরহ। ৪৫॥

হায়! কোথা এবে আর, সেই সব অঙ্গীকার,
সুসময়ে কৃত দু-জনার?
হায়! কোথা সেই সব, অটল প্রতিজ্ঞা তব
করেছিলে ব্যক্ত কতবার?
হায়! কোথা সে সকল, তব পণ অবিচল,
লঙ্ঘিলে যা এবে অনায়াসে?
হায়! কোথা সে প্রণয়, সর্ব্বজয়ী যেই হয়,
পরাজিত হল তব পাশে? ৪৬॥

হায় তোরা কোথা গেলি? হায় রে কে দিল ফেলি,
তোদিগে উপেক্ষি সমীরণে,

তবু নাহি মানে মন,	এখনো রে প্রাণধন,
কেন তোরে ধ্যায় অনুক্ষণে?
যথা সেই শূন্য থেকে	কুলিশ পড়িয়া জেঁকে
মহীরূহে করিলে দারুণ,
তবু সেই শূন্য পানে	রহে স্থানু একধ্যানে
নিজ শির করি উত্তোলন। ৪৭।।

আমারে লো প্রিয়ে হায়! নিজ প্রাণ বায়ু প্রায়
ভাবিতে বলিতে শতবার।
আমার বামেতে বসি,	সোহাগ রসেতে রসি
প্রাণাধিক বলিতে তোমার।
এখন বুঝিনু ফন্দী	সে সকল অভিসন্ধি
নিমন্ত্রিতে আমার মরণ,
হায়! মম মৃত্যু নয়,	করিতেছ সুনিশ্চয়,
আপনারি আত্মার ঘাতন! ৪৮।।

হর হর অভিমান	ও লো ও পাষাণি প্রাণ
হও হও দ্রব লো প্রেয়সি!
প্রণয়ের স্রোতজলে	আবার যাহ লো গলে
মম শুষ্ক হৃদি দেহ রসি,
কর পুনঃ সুকোমল,	আপন হৃদয় স্থল,
মম শির বিশ্রামের স্থান,
হয় দেবী অধিষ্ঠাত্রী,	হও পুনঃ, দয়াদাত্রী
হও পুনঃ পূর্বের সমান। ৪৯।।

আর মোর নাহি সয়	এ ঘোর যাতনা চয়,
অধৈর্য বাতুলের প্রায়,
হইল অনেক কাল	ঘেরিয়াছে মৃত্যুকাল
তবু প্রাণ নাহি বাহিরায়!
এসো লো, প্রেয়সী মোর! এখনো যদ্যাপি তোর,
হৃদে থাকে দয়ার সঞ্চার,
জীবন নিধন কর,	মারি এক দৃষ্টিশর
প্রাণবায়ু হরো লো আমার। ৫০।।

যদিও তোমার মূর্তি,	নয়নে না পায় স্ফূর্তি
কিন্তু সদা মনে বিদ্যমান,
চারিদিকে যেন হেরি,	আকাশে রয়েছে ঘেরি,
মন্ত্রে বিমোহিত এক প্রাণ—

প্রকৃতি আপন মুখে, তোমার প্রতিমা সুখে,
ধারণ করিছে প্রাণ প্রিয়ে।
অতি প্রিয়তম, মম, এ-হেন বিষম ভ্রম,
অনিবার দেয় বাড়াইয়ে। ৫১ ॥

যামিনীর অধিপতি, কিম্বা তারা জ্যোতিষ্মতী
আমি তো নাকার দরশন,
কি ধরায়, কি আকাশে যত শোভা পরকাশে
কিছুই না হেরে লো নয়ন।
ফলত নিরখি হেন, ক্ষুদ্র এক চক্রে যেন,
সমাবেশ হইয়া সকল,
তব অনির্বচনীয়, রূপরাশি কমনীয়,
পাইতেছে শোভা সমুজ্জ্বল! ৫২ ॥

সুরভির নিকেতন মলয়জ সমীরণ
তোরে লয়ে তাহার বড়াই,
প্রত্যেক হিল্লোলে তার, চারুগন্ধ সুখাধার,
তোর নিশ্বাসের ঘ্রাণ পাই।
মধুকর গুঞ্জরণ পূর্ণ প্রতি কুঞ্জবন,
কিবা তরু পুঞ্জ গীতি ময়,
যেন বিহঙ্গের স্বর তরঙ্গ মধুরতর
তোমারি সুস্বর বিতরয়। ৫৩ ॥

ওলো কপোতীনি মোর! মোহন মূরতি তোর,
মনো নেত্রে হেরি নিরন্তর,
আজো করি অনুভব, তব মৃদুমন্দ রব,
ধ্বনিত আমার বক্ষোপর,
যেই রব সুধাময়, প্রকটিতে সে সময়,
কৃতার্থ যখন প্রেমসুখে,
সোহাগেতে দ্রব হয়ে সময় যাইত বয়ে
দোঁহে থাকিতাম মুখে মুখে। ৫৪ ॥

অদ্যাপিরে প্রাণধন! তোরে করি দরশন
যেন সন্ধ্যা তারা মনোহর,
এক একবার প্রিয়ে, বাতায়নে দেখা দিয়ে
প্রকাশিছ শ্রীমুখ সুন্দর,
যেইরূপ ভাবধরি, পূর্বে তুমি প্রাণেশ্বরী,
থাকিতে লো নাথ প্রতীক্ষায়

সে নাথের পদ আর,   সঞ্চারিত পুনর্বার
না হইতে পারে বা তথায়। ৫৫॥

দেখিতেছি এইক্ষণে,   বসিয়াছ চন্দ্রাননে,
শ্রান্তিকর এই দ্বিপ্রহরে,
একাকিনী মৌনাকারে,   অপঠিত চারিধারে,
পড়ি আছে পুস্তক নিকরে ;
যথা সীতা সুরূপসী,   শোকেতে ছিলেন বসি,
কারাগারে অশোকের বনে,
কিম্বা অবিকল স্থির,   শ্বেতোপল মুরতির
পলক স্থগিত দু-নয়নে। ৫৬॥

আরো যেন প্রাণ তুমি,   লুটিয়ে পড়েছ ভূমি
শীর্ণ হয়ে যেতেছ শুকিয়ে,
যথা প্রস্ফুটন কালে   কবলিত কীটজালে
শোভাশূন্য পুষ্প প্রাণ প্রিয়ে।
এত দুঃখ তবান্তরে,   তথাপি লো নাহি সরে,
সেই কথা তোমার বদনে,
যে কথাটি তব দাসে,   অবিলম্বে তব পাশে
আনিবেক সংশয় বিহনে। ৫৭॥

আর করি দরশন,   শিহরিছ প্রাণধন।
যেন দেখি আপনার ছায়া।
আবার ঈক্ষণ করি,   অনিদ্রায় শয্যোপরি,
ছট্ ফট্ করে তব কায়া।
ওই কি নিশ্বাস ঘোর,   হৃদয় হইতে তোর
বিনির্গত হইল রে প্রাণ,
ওই কি লো সুলোচনা!   অশ্রু সলিলের কণা,
তোমার নয়নে বিদ্যমান। ৫৮॥

এই যাই, যাই আমি,   হয়ে অতি দ্রুতগামী,
অনুরক্ত প্রেমিক বিহিত,
শীতল করিতে তব,   দুঃখের তরঙ্গ সব,
যাহা তোর হৃদে সমুত্থিত।
যাই চুম্বনেতে কান্তে!   তোমার নয়ন প্রান্তে,
অশ্রুবিন্দু করিবারে দূর
কিন্তু মরি হায়! হায়!   ভেবে বুক ফেটে যায়,
তুমি কোথা, আমি কোথা বিধুর। ৫৯॥

দূর দূর রে সকল,　　বিফল স্বপ্নের দল
সারহীন মিথ্যা দৃষ্টিচ্ছায়া,
হও হও দূরীভূত,　　কল্পনায় আবির্ভূত
ওরে মরীচিকা মিথ্যা মায়া,
একে ভ্রান্তি ভরে ঘোর,　মাতায়েছ মতি মোর
তুমি ফের বঞ্চহ আমায়
দেখাইয়ে প্রীতিকর,　　নানা দৃশ্য মনোহর,
হায় তারা কোথা শেষে যায়! ৬০॥

হায় স্মৃতি ভয়ঙ্করী,　　ডাকিনীর বেশ ধরি,
হৃদয়েতে হইয়ে উদয়,
ভোজবাজি ছায়া মত,　মনের কল্পনা যত,
একে একে করিল বিলয়।
অপসৃত করি ভ্রম,　　সরাইল সে বিষম
ক্ষিপ্তবৎ বিহ্বল স্বপন,
পরে দিল পরিচয়,　　আমি আর কেহ নয়,
সেই পরিত্যক্ত অভাজন। ৬১॥

ছাড়িয়া রঙ্গিল তন্ত্র,　　সেইস্থানে রাখ যন্ত্র,
মিলে যথা প্রতিভা সংকাশ।
পরিপূর্ণ নিস্ফলতা,　　স্বীয় শিল্প কুশলতা
সত্য আসি করুন প্রকাশ।
অহো অপরূপ একি!　মোরে সুখময়ী দেখি
মাতিয়াছ আমোদ আহ্লাদে।
নাহি জান দোষ লেশ　যেন নির্দোষীর শেষ
কারো মনে ভাঙ্গনি বিষাদে। ৬২॥

নিকুঞ্জের প্রীতি কর,　　প্রমোদিতে পক্ষীবর
সম তুমি মেতেছ প্রমোদে,
হাব ভাব লীলা হেলা— সহ মনোমত খেলা
খেলিতেছ বিবিধ বিনোদে।
যথা ভস্মীভূত হয়ে　　অভিনব তনুলয়ে
সমুত্থিত বিহঙ্গ বিশেষ,
পূর্ব প্রেম ভস্ম থেকে,　নব অনুরাগ একে,
উঠাইছ সুখী হতে শেষ। ৬৩॥

হও লো হও লো সুখী,　তার সহ বিধুমুখী,
যাঁরে মন সঁপেছ এখন,

নবপ্রেম শস্য রাশি,   আনন্দ রসেতে ভাসি,
সংগ্রহ করহ প্রাণধন।
কখনো কিরূপ রঙ্গে   ভালবাসা মম সঙ্গে
ছিল ইহা হওল বিস্মৃত।
পূর্বকথা পূর্ব রতি,   কর ও লো রসবতি।
ভোগবতী জলে নিমজ্জিত। ৬৪॥

তথাপি সমুদ্র সম,   সীমাহীন প্রেম মম
তব প্রতি জান ইহা স্থির ;
ফেলহ ওলন সূত্র   তল নাহি পাবে কুত্র
অতল, অস্পর্শ, সুগভীর।
তবসনে সুবিচ্ছেদ   হাজার হউক ভেদ
তবু আমি তোমারি নিশ্চয়
সুদূর গগনে বসি   সমুদিত বটে শশী,
কিন্তু সিন্ধু হেরি ফুল্ল হয়। ৬৫॥

আয়স্কান্তের প্রতি,   চুম্বকের যথা গতি,
এক ভাবে সেই দিকে ধায়,
অথবা যখন রবি,   যেখানে প্রকাশে ছবি,
রাধাপদ্ম সেই দিকে চায়।
তারো চেয়ে রসবতী   এক ভাবে তব প্রতি,
অবিরত আছে মম মন,
হায়! সেই একভাব,   না হইবে তিরোভাব,
যদবধি রহিবে জীবন। ৬৬॥

যদ্যপি একের প্রতি,   সমর্পিলে [illegible]ত মতি,
তারে কর অচলা ভকতি,
তবে প্রিয়ে সুনিশ্চয়,   আমারি সে ভক্তি হয়,
অবশ্যই আমারই সে রতি।
যেহেতু লো চন্দ্রাননে,   নিরবধি মম মনে,
জাগরূক একমাত্র দেবী,
তাঁহাকেই যথাশক্তি,   আরাধি সহিত ভক্তি
তুমি সেই, তোমারেই সেবি। ৬৭॥

সে ভক্তির অর্ধভাগে,   যদি পূজিতাম আগে
আপনার ইষ্ট দেবতায়,
যেই নিষ্ঠা সহকারে,   সাধিয়াছি লো তোমারে,
সাধিতাম অর্ধভাগে তাঁয়,

তবে এতদিনে মম,　　　মুনি পবিত্রতম
সংগ্রহ হইত অসংশয়,
যে পথ কন্টকময়,　　　মোর ভাগ্যে কভু হয়?
পাইতাম তাহা অসংশয়। ৬৮॥

আছে বটে সমুজ্জ্বল,　　　কত কত নেত্র দল,
স্নেহ প্রেম হাস্যের সে ভোর,
আছে বটে মধুময়,　　　অধর অমৃতাশয়
সে অমৃত করায়ত্ত মোব,
কিন্তু সে সকলে প্রাণ!　　প্রেমহারা মম প্রাণ,
কোনরূপে সুখ নাহি পায়,
পেয়ে এত তিরস্কার　　　ভাবান্তর নাহি তার
আকর্ষিয়ে আছে লো তোমায়। ৬৯॥

হায় হায় কি অদ্ভুত,　　　নিকর নয়ন যুত,
হন সেই প্রণয় দেবতা ;
পদ সঞ্চরণে আমি,　　　হই যেই পথগামী,
যেই দিকে ফিরাই ভ্রূলতা,
কিবা লোকারণ্য ময়,　　　নগরীর রথ্যাচয়
কিবা হর্ম্ম, কিবা কুঞ্জবনে,
নক্ষত্রের নিভ সাজে　　　সজ্জিত কুহেলী মাঝে
দেখি যেন তব চন্দ্রাননে। ৭০॥

সেই মুখ পূর্ণ শশী,　　　থেকে থেকে হে রূপসী
নিশিতে বিশোধ দেয় দেখা,
আর সখি সেই ক্ষণ　　　করি আমি দরশন
সমুদিত দুই শশী লেখা
শূন্যে এক সুধাকর　　　অন্য মম বক্ষোপর
একি ভ্রান্তি দৃষ্টি কহ রে আমারে।
যেই সেই ব্যঙ্গরত,　　　মুখ ভঙ্গি কত মতো,
কবে মানসিক নেত্র চিত্রাগারে। ৭১॥

তব আত্মা রাজা প্রায়,　　অনুগত প্রজা তায়,
মম মনোগত ভাবগণ,
যেন তারা অনু দিন,　　　দুর্জ্ঞেয় কারণাধীন,
তোরে ঘেরি ঘোরে ঘন ঘন।
ঘুরিতেছে অবিশ্রান্ত,　　　শ্রান্তি ভারে ভারাক্রান্ত
ঘূর্ণমান প্রতিক্ষণ সহ,

যথা সব গ্রহগণ, বেড়ি বেড়ি বিবর্তন,
ভ্রমণ করিছে অহরহ। ৭২॥

প্রেয়সি! স্মরণ কর, যে মন মুকুরোপর
তব মোহনীয় মূর্তিছায়া,
পতিত হয়েছে প্রাণ! সেই স্থানে বিদ্যমান,
রহিবেক নিত্যচিত্র প্রায়া।
সে তো আর কিছু নয়, কাচের স্বরূপ হয়
ভঙ্গুর ভঙ্গিতে পারে শেষে,
গুরুতর চিন্তাভার, রক্ষিত উপরে তার
চুরমার হবে লো বিশেষে। ৭৩॥

হৃদয়েতে সমুদ্গত, হয়ে থাকে ভাব যত
প্রেম তাহে কি বিচিত্রতম!
অনুরাগ চন্দ্রমার, ইহা পূর্ণ কলা সার
দেখ দেখি এর পরাক্রম।
যে নরক তলাতলে যে স্বর্গ সর্বোচ্চস্থলে,
সে দুয়ে মিলায় এক স্থলে
ছুঁয়াইয়ে নিজানল, করে দেয় সমুজ্জ্বল,
যে জনের হৃদয়—মণ্ডলে। ৭৪॥

সেই স্বর্গে অবস্থান, ছিল মম যবে প্রাণ,
সদয়া ছিলে লো মম প্রতি,
নরক যাতনা ঘোর, দেখ হায় হায় মোর,
ভোগ সার হয়েছে সম্প্রতি।
আহা আমি এইক্ষণ ; করিতেছি নিরক্ষণ,
আপনার জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ,
আমার নহেক আর, দাসবৎ ব্যবহার
করে মম শত্রুর সদন। ৭৫॥

মনে মানি সুসম্ভব. এই ভাবান্তর তব,
কেবল ছলনা অনুসরি,
বুঝিবারে মম মন, মম সত্য, মম পণ,
পরীক্ষা করিছ প্রাণেশ্বরী।
কিন্তু হায় একবার, ভেবে দেখ প্রাণামার,
বিরহ শুষিছে রক্ত মম,
আমার সংহার তরে, করাল কবন্ধ বরে,
পাঠায়ে দিয়েছে কিবা যম। ৭৬॥

সুখের সময়ে প্রাণ!   সদা মম সন্নিধান
এই কথা কহিতে সুন্দরি!
তব সহবাসে মম,   বোধ হয় স্বর্গোপম,
ঘোর অরণ্যানী ভয়ঙ্করী।
কিন্তু যবে প্রত্যাহার,   কর প্রেম আপনার,
তার সাক্ষী সেই মন্ত্রবল,
এখন লো এই ভব,   করি আমি অনুভব,
ভয়াল সাহারা মরুস্থল। ৭৭॥

লহ আকর্ষিয়ে সব,   মোহনীয় মন্ত্র তব,
যাহে ছাইয়াছে মম প্রাণ
যে মায়া শৃঙ্খল দিয়ে,   রেখেছে তারে বাঁধিয়ে
ভাঙ তারে করি খান খান।
বিষম যাতনাময়   সেই তো বন্ধন চয়
আমি কেন পড়িব একাকী?
সে সময়ে সুস্বাধীন,   হইয়ে নিগড় হীন
স্বচ্ছন্দে আছহ দিয়ে ফাঁকি। ৭৮॥

সলিলে অঙ্কিত রেখা,   কিবা তাহা শূন্যে লেখা
সেই রূপ পূর্ব প্রেম-কথা
তব চিত্ত পরিহরি   হায় অতি ত্বরা ত্বরি,
লোপ পেয়ে গিয়েছে সর্বথা।
কিন্তু মম চিত্ত পটে,   সে সকল সুপ্রকটে,
অক্ষয় অক্ষর রূপ ধরি,
তাম্রের ফলকোপর,   যথা সুগভীর তর
বিখোদিত শাসন সুন্দরী! ৭৯॥

হে অমৃতপরা প্রিয়ে!   নিজ মন ফিরে নিয়ে
ফিরে দেহ হৃদয় আমার ;
ফিরে দেহ মম মন,   দিয়াছিলে যে চুম্বন,
সব ফিরে লহ পুনর্বার।
বিচ্ছেদে বিভিন্নাকার   বিজনে বসতি সার,
ইহাই যদ্যপি সমুচিত,
শুনরে হৃদয়, হায়!   তবে ফিরে আয়, আয়
তিতিক্ষায় মজ ওরে চিত। ৮০॥

হায়! হায়! যথাগত   প্রলাপ বা বকি কত
বল তাহে কিবা উপকার?

যদি আমি এইক্ষণে,　　পুনঃ পাই সেই মনে,
হারায়েছি যারে একবার—
সেই মন হতজ্ঞান,　　আছে অনুকম্পবান,
ধড় ফড় তব মন তরে,
রাখ রাখ তুমি তায়,　　কিন্তু ফিরে দেহ হায়!
সুপবিত্র চুম্বন নিকরে। ৮১॥

হয়ত যখন আমি　　হব পরলোকগামী,
তাপিতা হইবে সে সময়ে,
জীবিত নারিল যাহা,　　মৃত সাধিবেক তাহা,
গলে ধরি কাঁদিবে নিদয়ে।
হয়তো সুকঠোর　　অনন্য হৃদয় তোর,
নমিত হইবে সে সময়ে,
আগে-অনুভূত-নয়,　　যে মর্ম্ম বেদনাচয়,
তখন জানিবে সমুদয়। ৮২॥

আর কাজ নাই ওরে,　　রুদ্যমানা বীণা তোরে
এইস্থানে কর রে শয়ন,
সুষুপ্তি সম্ভোগ কর,　　কিছু কাল তব স্বর,
স্তব্ধ ভাবে করুক যাপন ;
যেই কর, রে তোমার,　　চলনা করিত তার,
আর নাহি চলে সেই কর,
এই পণ্য আর্তস্বর　　জাগাইল যে অন্তর
এখন স্তম্ভিত সে অন্তর। ৮৩॥

হোক হোক আহা! আহা!　　মম ভাগ্যে আছে যাহা
তোরেও বিদায় দিই প্রাণ ;
মঙ্গল হউক তোর,　　যদি অতি সুকঠোর,
হয় তোর হৃদয় পাষাণ,
কভু যেন মন তব,　　নাহি করে অনুভব,
নিরাশ্বাস জনিত বেদানা,
যেন নাহি হয় জ্ঞাত,　　ক্ষোভে চূর্ণ মনো সাধ,
অন্যতম নরক যাতনা। ৮৪॥

বিদায় বিদায় প্রাণ!　　যদবধি দীপ্তিমান,
প্রাণদীপে রবে শিখাশেষ,
তদবধি প্রাণেশ্বরী!　　একান্ত প্রার্থনা করি,
নাহি পাও কোন রূপ ক্লেশ।

শেষ শ্বাসবায়ু যবে, আমার বাহির হবে,
বহিবে বিদায়ী অশ্রুকণা,
সে-ক্ষণেও তোর তরে সুখহেতু সর্বান্তরে,
বিভু স্থানে করিব প্রার্থনা। ৮৫ ॥

স্বপ্নাবেশে দেশ ভ্রমণ

একদা স্বপনে এই হয় দরশন,
পদ্মা প্রবাহেতে যেন করিতে ভ্রমণ,
বিচিত্র বারেন্দ্র ভূমে করি বিলোকন,
নিকটে উদয় আসি মূর্তি বিমোহন।

সুধীর গম্ভীর ভাব পুরুষ প্রাচীন,
মম প্রতি জ্ঞান কথা কন সমীচীন।
কিবা স্মৃতি শ্রুতি স্মৃতি কণ্ঠের অধীন,
কিবা ধৃতি শান্তি যেন নয়নে আসীন।

মমসহচরগণ না দেখে তাঁহারে,
পদ্মার তরঙ্গ রঙ্গ সভয়ে নেহারে।
তাঁর উপদেশে মম উদিত উৎসাহ,
হৃদয় কন্দরে বহে আনন্দ প্রবাহ।

মহাযোগী মনু বাক্য বজ্রগ্রন্থী সম,
কিবা জনস্থানস্থিত কানন দুর্গম।
সেই গ্রন্থী মোচন করেন অবহেলে,
তাঁর গুণে সে দুর্গম বনে পথ মেলে।

তাঁহার কৃপায় জানি এই তত্ত্বসার,
কিবা ছিল আর্য ভূমে পূর্ব ব্যবহার।
দেশে দেশে নিগদিত তাঁর গুণগ্রাম,
ভুবনে ভরিল শ্রীকুল্লুক ভট্টনাম।

তথা হইতে আইলাম কাঁটয়া প্রদেশে ;
তথায় জাহ্নবী বটে উল্লাসিত বেশে।
চরে চরে, চরে নানা বিহঙ্গ বিকলী ;
শ্রবণ মোহিত করে কলিত কাকলী।

সে কল কলন মম মনে নাহি ধরে ;
সে স্বরে কি সুধা ক্ষরে শ্রবণ বিবরে?
তার চেয়ে মিষ্টতান বাজিল শ্রবণে,
যে তানে জগত মুগ্ধ একতান মনে।

দেখিলাম একদ্বিজ মত্ত চিত্ত গানে,
উপনীত নারায়ণ ক্ষেত্র সন্নিধানে ;
মুখে "জয় জগদীশ হরে" অবিশ্রাম।
শুনিলাম কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর ধাম।

মূর্তিমতী করে দ্বিজ রাগিণী নিকরে ;
মুঞ্জরে নীরস তবু মধুর সুস্বরে—
ভৈরবী, বাসন্তী বেলাবলী, মধুমালী,
কল্যাণী, গুর্জরী পট্ট মঞ্জরী, রঙ্গিণী।

এমন মধুর গাথা আর নাহি হবে।
কে বলে ধরায় নাহি অমৃত সম্ভবে?
শব্দসিন্ধু ভাবসিন্ধু করিয়া মন্থন,
শ্রীগীতগোবিন্দ সুধা করিল গ্রন্থন।

কি-ছার লবঙ্গলতা, সুধীর সমীর।
কি ছার কোকিল কল নির্ঝরের নীর।
এ হেন ললিত, হেন কোমলতা মার,
হেন সুমধুর, হেন বিকল কি আর?

ধন্য পদ্মাবতী* সতী, ধন্য পতি তব,
জগৎ ব্যাপিল যার সুরচ গৌরব।
জয় জয়দেব তব কবিত্ব অতুল,
বাঙ্‌লার কীর্তি কল্পলতিকার মূল।

তরল তরঙ্গীগঙ্গা প্রাবৃট-প্রভাবে,
ঢল ঢল ঢল অঙ্গ যবে ঢল নাবে ;
প্রবল প্রবাহ বেগে ধায় ত্বরা ত্বরি
নদীয়ার ঘাটে আসি উপনীত তরী।

সহচরগণ উঠে করে নিরীক্ষণ,
বুদ্রবায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্র পুরাতন,
কাংস্যকার গৃহে কামধেনু পরিপাটী,
শিবালয় শ্রেণী, প্রমুদিত পুষ্পবাটী।

জয়দেবের বনিতা

আমি তো সে সব কিছু দেখিতে না পাই
অন্য জন মানবের সঙ্গে দেখা নাই।
দেখিলাম দ্বিজত্রয় মহামহাশয়।
একে একে তাঁহাদের শুন পরিচয়।

প্রথমে প্রসিদ্ধ প্রমা, খ্যাত শিরোমণি,
গৌতমীয় জ্ঞান গরিমায় রত্নখনি।
বিজ্ঞান-কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ প্রকাশি,
রাখিলেক নিত্য প্রতিষ্ঠিত যশোরাশি।

শিশুকাল হতে তাঁর বুদ্ধি সুপ্রখর
অঙ্কুরেতে পরিচয় দেয় তরুবর।
মিথিলায় প্রবসতি বিদ্যালাভ হেতু ;
সর্বোপরি আসন লভিল যশ কেতু।

দ্বিতীয় দ্বিজেন্দ্র ধরে জগদীশ নাম ;
বৈশেষিকে বিশেষ প্রবুদ্ধ গুণধাম।
শ্রীসিদ্ধান্ত মুক্তাকবি সন্দর্ভ সিন্দুরে
মাজিয়ে মালিন্য ভিন্ন করিলেক দূরে।

অক্ষপাদে কনাদে তাঁহার তুল্য নাই,
কতই গভীর বুদ্ধি ভাবিতে না পাই।
অনুমান, উপমান, শব্দের সন্ধান—
পদে পদে প্রমাণের অকাট্য বন্ধান।

কিসে দুঃখ, কিসে জন্ম, প্রবৃত্তি বা কিসে,
কিসেই বা দোষ আর মিথ্যা জ্ঞান দিশে,
পর পর কিসে এই সব পায় নাশ,
দ্বিতীয় সূত্রের অর্থে করিল প্রকাশ।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ যোগী বয়সে কিশোর,
কটিতটে কর্বুর কৌপীন বেড়া ডোর,
কষিত কনক কান্তি প্রেমরসে ভোর,
শিহরিত তনু রুচি কদম্বের কোর।

শিশুকালে সংসার বিরাগী সর্বত্যাগী
পরিণামে শুদ্ধ হরিনামে অনুরাগী ;
অহিংসা পরমধর্ম, প্রেমমাত্র সার,
দেশে দেশে এই তত্ত্ব করিলপ্রচার।

সংসারের দুঃখ দেখি অন্তরেতে দহে,
নয়নেতে করুণার অশ্রু-নদী বহে।
হায় প্রেমদেবে অন্ধ দেশ ভেদে কহে,
চৈতন্য চৈতন্য-হীন প্রলয় প্রমোহে॥

ভারত ভূমির অভ্যর্থনা*

কে বলে ভারত ভূমি বয়সে জরতী।
অপ্সরা আকারা নিত্য নবীন যুবতী॥
যথা কত শত গত দেব পুরন্দর।
একাশচী নিত্য নব, স্বর্গে নিরন্তর॥
মন্দার কুসুম সম লাবণ্য-নিলয়।
কাল কাল সর্প শ্বাসে ম্লান নাহি হয়॥
আর যথা প্রভাতে প্রভাত কমলিনী।
প্রোষিতভর্তৃকা সম প্রদোষে মলিনী॥
পুনরায় প্রভান্বিতা ভানুর উদয়ে।
ললিত লাবণ্যময়ী—তিমরি অত্যয়ে॥
সেরূপ ভারতভূমি সময়ে সময়ে।
ম্লানমাত্র দুর্গতি-তামসী তমোচয়ে॥
সুদিন উদয়ে পুব নব ভাবান্বিতা।
পুঞ্জ পুঞ্জ প্রমোদ-প্রভায় প্রভান্বিতা॥
ইংরাজের অভ্যুদয়ে বিভা-বিভার্ধিতা।
অদ্যাপি ছিলেন মাত্র অস বিকসিতা॥
যুবরাজ সমাগমে সীমা নাই সুখে।
আনন্দ মঙ্গলবর প্রস্ফুটিত মুখে॥

১

কহিছে ভারত ভূমি, এসো এসো নাথ তুমি,
মহামান্যা মহিষীর প্রথম নন্দন।
কিবা পিতা কিবা মাতা, কিবা পতি কিবা ভ্রাতা
বহুদিন হেরে নাই দাসীর নয়ন॥
ওহে মম মনোচোর, তুমি তো হইবে মোর,
জাতি কুল ধনমান প্রাণের ঈশ্বর।

* যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্-এর ভারত আগমন উপলক্ষে অভ্যর্থনা জানিয়ে লেখা।

এসো এসো হৃদে বস,   হেরি মুখ তাম-রস,
সরস হউক মম মানস ভ্রমর ॥
জরাজীর্ণ বটি আমি,   তোমায় নিরখি স্বামী,
পুনরায় পাইলাম নবীন যৌবন।
পূর্বাপূর্ব রত্নাকর,   আমার যুগল কর,
প্রসারিত পাইবারে প্রেম আলিঙ্গন ॥
হের ওহে প্রিয়তম,   হিমাদ্রি কপোলে মম,
ঝর ঝর আনন্দাশ্রু ঝরে অনুক্ষণ।
নিরখি তোমার মুখ,   দূরে গেল সব দুঃখ
করে বুক ধুক্ ধুক্ না সরে বচন ॥
যত কুলবধূ ধনী,   দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ,   আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন।
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন ॥

২

তুমি মম নহ পর,   গত শত সম্বৎসর,
তব মাতামহ কুলে পরিণীতা আমি।
তব অগ্রে যশোধন!   মম পতি চারি জন,
একে একে সকলে হলেন স্বর্গগামী ॥
শোকানলে দহে গাত্র,   পরিণীতা নামে মাত্র,
দেখি নাই তাঁহাদের শ্রীমুখ মণ্ডল।
পলাশীর যুদ্ধজয়,   যেই দিবসেতে হয়,
সেই দিনে ভগ্ন মম দাসীত্ব-শৃঙ্খল ॥
জয় ভেরী ঘোর ধ্বনি,   বিবাহ বাজনা গনি,
মম দেহে গোরোচনা যবন-রুধির।
কামান আতস-বাজি,   বিজয় পতাকা রাজি
প্রমোদ-পবনে কিবা হইল অস্থির ॥
তারপর বারত্রয়,   হইয়াছে পরিণয়,
হয় নাই কভু কিন্তু, শুভ দরশন।
সে আসা পূরিল আজ,   এসো এবে যুবরাজ
লও হে প্রণয়-পুষ্প ভকতি চন্দন ॥
যত কুলবধূ ধনী,   দেহ হুলাহুলী ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ।

ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ,		আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছেন মম প্রাণধন॥
হৃদয় রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন সম দাসীত্ব ভঞ্জন॥

৩

সুখের দিবস আজ,		রোদনের কিবা কাজ
তবু কিছু শ্রীচরণে করি নিবেদন।
সত্যনিষ্ঠা তপোদানে,		আর্জব অমিত জ্ঞানে,
ভূষিত ছিলেন মম পূর্ব পতিগণ॥
পরূরবা কার্তবীর্য,		রামনাম মহাবীর্য,
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিক্রম তপন।
তাঁহাদের নাম স্মরি,		হৃদয় বিদরে মরি,
আর কি ইহবে সেই সুদিন ঘটন॥
তারপর এল কাল,		এল সে যবন কাল,
ঘোরী ঘোর শত্রু আর গজনী দুর্জন।
মৎসরতা মদে ভোর,		রুধির শুষিল মোর,
নন্দন-নিকরে কত করিল নিধন॥
মধ্যে কিছু দিন ভাল,		প্রসন্ন হইল ভাল,
রামরাজ্য আকবরের সুখের শাসন।
এসো এসো যুবরাজ,		সে সুখ পেলাম আজ,
নিরখিয়া নাথ তব চারু চন্দ্রানন॥
যত কুলবধূ ধনী		দেহ হুলাহুলি ধ্বনি,
করহ বিহিত মত মঙ্গলাচরণ
ব্রাহ্মণ পড়হ বেদ,		আর কি আমার খেদ,
না যাচিতে এসেছে মম প্রাণধন।
হৃদয়-রঞ্জন মম নয়ন অঞ্জন।
দুর্গতি-গঞ্জন মম দাসীত্ব ভঞ্জন॥

শুন ওহে ভাবীবর,		গুণের সাগর বর,
কৃতাঞ্জলি ভিক্ষা এই ও রাঙ্গাচরণে।
দীনা ক্ষীণা সুপ্রাচীনা,		বলিয়া দাসীরে ঘৃণা,
করো না করো না প্রিন্স রেখো হে স্মরণে॥
ছেলেগুলি বটে কালো,		কিন্তু পিতৃভক্তি-আলো,
সমুজ্জ্বল তাহাদের হৃদয় কমল।
কালে বলে অবহেলা,		কর না প্রভুত্ব বেলা,
ক্ষুধা হলে খেতে দিও অন্ন আর জল॥

জননীর কাছে গিয়ে,　　　বলিবে হে বিবরিয়ে,
ভক্তি বৎসলা তিনি করুণার খনি।
আমার যাতনা যত,　　　সকলি তো অবগত
আছেন ইন্দিরা রূপা ইণ্ডিয়া জননী॥

পদ্ম পুষ্পের প্রতি

আ মরি! আ মরি! একি শোভা মনোহর,
সরোবরে সমুদিত অপূর্ব অপ্সরা!
নীলকান্ত-মণি-নিভ সরসীর নীর,
তাহে পদ্মরাগ প্রভা প্রকারে রুচির।
প্রসারিত মরকত পুঞ্জ পুঞ্জ দল,
পরাগের রাগ যেন বৈদূর্য বিমল।
অপরূপ অয়স্কান্ত মধুপ-মণ্ডল
উড়ে পড়ে আকর্ষণে বিলাসে বিহ্বল।
আহা মরি! কি মাধুরী ধরে কর্ণিকার।
ঈষৎ বীজের শ্রেণী দশন আকার!
এমন হাস্যের ছটা কোথা দৃশ্যমান?
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
সকল সৌন্দর্যসহ তুমি উপমেয় ;
সকল সৌভাগ্য দেখি তোমার আধেয়,
মূর্তিমতী প্রজ্ঞাসতী, দেবী সরস্বতী,
হে নলিনী, তেমার নিকুঞ্জে নিবসতি।
শ্রীরূপিণী সিন্ধুবালা, চঞ্চলা কমলা।
তোমার নামেতে তাঁর খ্যাতি সমুজ্জ্বলা।
নিরবধি তোমাতে তাঁহার অধিষ্ঠান—
দুই কর কমলেতে তুমি শোভমান।
তুমি সেই কামিনীর ছিলে হে আধার,
কমলদহেতে যেই করিল বিহার ;
নিরখি শ্রীমন্ত সাধু হারাইল জ্ঞান,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
কুসুমের সার তুমি, শোভার নিধান,
নিজে নিরুপমা, উপমার উপাদান।
ললিত লাবণ্যবতী ললনার সহ,
উমার উপযোগী আর কেবা কহ?

অতুল রাতুল তব, সাদৃশ্য শোভন,
অভিলাষি কর, পদ, নয়ন, বরণ।
নব কলিকার সুকুমার সে আকার,
ধরিবারে উরসিজে বাসনা অপার।
মৃণাল লালিত্য লভ্যে বাহুতে প্রয়াস,
তব মধু সঞ্চয়নে অধরের আশ।
বিফল প্রয়াস আশ ; সবে হতমান ;
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
যে কালে ছিল না এই জগৎ প্রকাশ ;
নাস্তি, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, আকাশ
সকলের মূলাধার, সর্ব্ববীজ যেই,
সর্ব ধর্মমতে মাত্র আবির্ভূত সেই ;
পুরাণে প্রসিদ্ধ সেই পুরুষ প্রধান,
করিবারে এইসব সৃষ্টির বিধান,
অনন্তে অনন্তশায়ী ক্ষীরোদ সাগরে,
তোমারে করিলা সৃষ্টি নাভি-সরোবরে।
তুমি আদ্যসৃষ্ট তাহে শ্রেষ্ঠ অতিশয়,
তোমাতে প্রজাত প্রজাপতি মহাশয়।
সর্বজন পিতামহ তোমার সন্তান।
নিরূপম পুষ্প তুমি কে তব সমান?
তীর্থগণ মাঝে যথা পুরী বারাণসী,
গোপিগণ মাঝে যথা রাধা গরীয়সী,
নক্ষত্র সমাজে যথা রোহিণী রূপসী,
অপ্সরার মধ্যে যথা প্রধানা উর্বসী,
অমরা মণ্ডলে যথা বাসব-প্রেয়সী।
পুষ্পরাজ্যে কমলিনী সে-রূপ শ্রেয়সী।
কুমুদ মন্ত্রিনী তব, তুমি হে মহিষী ;
তোমার সুষুপ্তি কালে জাগে সেই নিশি।
সহদলবল যবে থাক হে বিকশি,
ইন্দ্রের অমরাবতী হয় সে সরসী।
প্রণত তোমার পদে হয় হে ধীমান,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
গণনায় দুই পুষ্প ধরাতে প্রধান,
শোভা আর সুরভির নিয়ত নিধান।
উভয়েই সর্ব অগ্রে জাত এই দেশ ;
উভয়েই এক নামে বিখ্যাত বিশেষ।

শ্বেত রক্ত উভয়েই দুই বর্ণ ধর ;
উভয়ের নালে আছে কণ্টকনিকর।
উভয়েই কবি জনগণ মনোহর ;
কালে কালে কত কাব্যে কলিত সুন্দর।
কিন্তু তব তুলনায় মানিয়া লাঘব,
দেশান্তরে গোলাবের বাড়িল গৌরব।
সর্ব্বকালে সমভাবে তোমার সম্মান।
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
সুখের পদার্থ তুমি, অসুখের নও ;
তাপ আর হিম সমতায় সুখে রও।
বরষায় প্রপীড়িত হও হে নলিনী ;
হেমন্ত শিশিরে তব প্রতিভা মলিনী ;
বসন্তে বিপুল শোভা বাড়ে অতিশয়,
সরোবরে হয় যেন কমলা নিলয়।
কি আর বর্ণিব শোভা, ওহে শত পত্র!
শরদের শিরে যবে হও আতপত্র,
মরকত দণ্ডোপরে রক্ত মখমল্,
নীহারের মুক্তা হারে করে ঝল্‌মল্।
কাঞ্চন কলস কর্ণিকার জ্যোতিষ্মান্,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
প্রেমের ভাণ্ডার তুমি এই সে কারণ
তব অনুগত কত হেরি জীবগণ।
চিরকাল তব প্রেম মত্ত মধুকর,
ধৃষ্ট শিরোমণি বলি খ্যাত চরাচর,
মধুস্বরে চাটুবাদে করি গুঞ্জরণ,
মধু লয়ে অন্য ফুলে করে পলায়ণ।
পাতকী কখন কর্ম্মফল-কি এড়ায়?
কেতকী কন্টকে তার ছিন্ন ভিন্ন কায়।
অপর কৃতঘ্নকারী, সুবাসিত বারি
পান করি, তব মূল উচ্ছেদন-কারী।
সে কলুষে অঙ্কুশে ললাট খান খান,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
কবির সর্ব্বস্ব তুমি ভারতে বিশেষ ;
তোমা ধরি ধরা মধ্যে ধন্য এই দেশ ;
বিরহ-অনল শান্ত সুকোমল দলে ;
তব বীজ, জপমালা সিদ্ধ-করতলে ;

সুজনে সুজনে প্রেম যদি ভঙ্গ হয়,
তব সূত্র সহ তবু উপমান রয়।
বর্ণিবারে কেবা পারে ওহে কোকনদ,
তোমার সুরভি-ভার ইন্দ্রের সম্পদ ;
মলয়-পবন হরি সেই সব ধন,
কেন বা অরণ্য দেশে করে বিতরণ।
তব মকরন্দ অন্ধে করে দৃষ্টি দান,
নিরূপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
স্বপ্নদর্শী কাল্পনিক তন্ত্রীর কল্পনা,
ভীষণ ভাবনা তার, কত বিভাবনা,
সেই মধ্যে ফুটাইল কত বা কমল।
দুই, চারি, ছয়, আট, দশ-বারো দল।
তিন-গুণ-ময়ী নাড়ী মৃণালিকা তায়,
খেলিছে মরালবর, বর্ণনে না যায়।
কে দেখেছে এ-সব কাল বিচিত্র সরোজ,
দেহ চিরি অস্ত্রবৈদ্য না পাইল খোঁজ।
প্রাকৃতিক মানসিক দুই রূপ তব।
মানসিক রূপ কভু দর্শন সম্ভব?
সে জেনেছে যে পেয়েছে সেরূপ সন্ধান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?
বিগত যামিনী যোগে স্বপন সঞ্চার,
কি হেরিনু অপরূপ, দেখিব কি আর?
হে মিত্র* মোহিনী তুমি এক সরোবরে
ভাসিতেছ যেন প্রফুল্লিত কলেবরে।
মিত্রের নির্দেশে আমি নামিলাম জলে।
ধাইলাম ধরিবারে তোরে, লো চপলে।
যত যাই ততো তুমি, চলিলে অন্তরে।
প্রসারিত করে ধাই, ব্যাকুলিত প্রাণ,
অমনি হাসিয়ে তুমি হলে অন্তর্ধান।
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ; দুঃখে হতজ্ঞান,
নিরুপম পুষ্প তুমি, কে তব সমান?

* সূর্য।

গোপার স্বপ্নদর্শন

বিনোদ শয়ন শালে   একদা ক্ষণদা কালে
পতি পাশে করিয়া শয়ন।
গোপালিনী নিদ্রা যান   নিশি হয় অবসান
স্বপন করেন দরশন॥
প্রকম্পিত ধরাতল   প্রকম্পিত কুলাচল
মারুতে চালিত তরুকুল।
ক্ষিতি আছে উলটিয়া   কে যেন উৎপাটিয়া
দিয়াছে তাহার আদ্যমূল॥
সশিখর গিরিগণ   উপড়িয়া ঘন ঘন
পড়িতেছে ধরণী উপর।
নিশাকর দিবাকর   প্রকাশ না করে কর
খসি পড়ে নক্ষত্র নিকর॥
মুক্তকেশ পরিকরে   জড়িত দক্ষিণ করে
মানিক মুকুট চুরমার।
ছিন্ন যেন দুই ভুজ   ছিন্ন দুই পদাম্বুজ
নগ্নতনু দেখে আপনার॥
ছিন্ন মুকুতার হার   মেষ রোমে যেন তার
আচ্ছাদিত সব কলেবর।
ভাঙ্গিল খাটের পায়া   অকস্মাৎ নিজ কায়া
নিপতিত ধরণী উপর॥
দেখিছেন গুণবতী   শ্রীবিহীন নিজ পতি
সুরুচির ছত্র দণ্ড ভঙ্গ।
ছিন্ন আভরণ চয়   অবকীর্ণ ভূমিময়
ভগ্ন রাজ বিভবের অঙ্গ॥
চামর মুকুট ভগ্ন   হেরি রামা শোকে মগ্ন
বিহ্বল বিকল শয্যা পরে।
ঘন ঘন উল্কাপাত   নির্ঘাত বহয়ে বাত,
অধিকার ছাইল নগরে॥
দেখেন বিভগ্ন বর্ম   নানা শর অসি চর্ম,
ভগ্ন রণতূরী ভেরী সব॥
ভগ্ন রত্ন সিংহাসন   ছত্রভঙ্গ সৈন্যগণ,
ভগ্ন রথ প্রাপ্ত পরাভব॥
ছিন্ন স্বর্ণময় জাল,   প্রলম্বিত মুক্তামাল
হেরে ঊর্মিময় মহার্ণব।

মেরুশ্রেষ্ঠ মেরুবর কাঁপিতেছে থর থর
ত্রিজগতে আগত বিপ্লব॥
এইরূপে পতি প্রাণা নিরখিয়া স্বপ্ন নানা
জাগিয়া উঠিয়া বরাননে।
শিহরিত কলেবর ঘূর্ণনেত্র ইন্দ্রীবর,
কহিলেন পতি সম্বোধনে॥
হে দেব কি হবে মোর যেরূপ স্বপন গোর
দেখিলাম বিষম ভীষণ।
ক্ষণে ক্ষণে হয় ভ্রান্তি হৃদয়ে বিগত শান্তি
শোকেতে আচ্ছন্ন মম মন॥
শুনি স্বপ্ন বিবরণ প্রশান্ত হসিত হন
মধু স্বরে কহেন সুধীর।
ব্রহ্মাম্বর বিরাবিত কম্পবিক করম্বিত
বাদিত কি দুন্দুভি গভীর॥
কহিছেন "প্রাণপ্রিয়ে প্রমুদিত হয় হিয়ে
তব পাপ নাহিক কখন।
বহু পূর্ব পুণ্য ফলে হেন স্বপ্ন ভাগ্যে ফলে
কেবা হেরে হেন সুস্বপন॥
যা দেখিলে গুণবতি! প্রকম্পিতা বসুমতী
নিপাতিত সচূড় ভূধর।
তাহার এ অর্থ হয় সুরাসুর নাগচয়,—
যক্ষ রক্ষ কিন্নর কি নর॥
সর্বভূত জোড় করে তোমার অর্চনা করে
হবে তুমি সর্ব পূজনীয়া।
যে তুমি দেখিলে পুনঃ দক্ষিণে কুন্তল গুণ
বৃক্ষ সব পড়ে উপড়িয়া॥
জান প্রিয়ে সুনিশ্চয় ভবজাত ক্লেশচয়
অচিরাৎ ছিন্ন ভিন্ন হবে।
মোহজাল হবে ছিন্ন না রবে ভ্রমেতে ক্লিন্ন
সুপ্রসন্ন দৃষ্টি হবে ভবে॥
যে দেখিলে শুচিস্মিতে খসি পড়ে ধরণীতে
চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র নিচয়।
ধ্রুবজ্ঞান জ্ঞানালোক পূর্ণ হবে ইহলোক
ভ্রমতম পাইতে বিলয়॥
যে দেখিলে শাক্য বালা ছিন্ন গজ মুক্তামালা
নগ্ন তব চারু কলেবর।

জান ইহা কৃশোদরি! নারীদেহ পরিহরি
পুরুষত্ব পাইবে সত্বর॥
যে করিলে দরশন ভগ্ন সব সুখাসন
ছত্রদণ্ড রত্ন বিভূষণ।
অকস্মাৎ ভগ্ন হয় খট্টাপদ চতুষ্টয়
ভূমিতলে করিলে শয়ন॥
নিশ্চয় জানিহ তবে রাজাগণ নষ্ট হবে
একছত্র হবে ত্রিভুবন।
চতুর্বর্ণ পরিবর্তে এক বর্ণ রবে মর্তে
জাতি অভিমানের নিধন॥
যে দেখিলে অগণিত উল্কা হল প্রপতিত
ঘোরতম তমোময় পুরে।
সুবিমল প্রজ্ঞাদীপ প্রভাযুক্ত জম্বুদ্বীপ
মোহবিদ্যা তমো যাবে দূরে॥
যে দেখিলে ভগ্ন বর্ম ধনু শর অসি চর্ম
ভগ্নরথ রত্ন সিংহাসন।
অর্থ তার এই প্রিয়ে বৈরভাব বিনশিয়ে
শান্তি রাজ্য করিবে স্থাপন॥
যে দেখিলে মেরুবর প্রকম্পিত থর থর
মহার্ণবে তরল তরঙ্গ।
অযুক্ত ধর্মের ভান আর নাহি পাবে স্থান
যাগযজ্ঞ যাঁহার হবে ভঙ্গ॥
দিবা ভাগে যথা শশী ম্লান ভাবে শূন্যে পশি
মুদিত কুমুদী প্রতি চায়।
কিংবা যথা দিন পতি মলিনী নলিনী প্রতি
প্রদোষে নিরখি অস্ত যায়॥
ম্লান ভাবে তদুপ্রায় নিজপ্রিয় প্রমদায়
সিদ্ধার্থ করেন বিলোকন।
কাতরা কুমার দারা মুকুতার হারা কারা
অশ্রু ঝরে হইতে নয়ন॥
পাষাণ প্রতিমা যথা মুখে নাহি স্ফুরে কথা
পলক না পড়ে দু-নয়নে।
পর্যুসিত স্থলপদ্ম অধর সুধার সদ্ম
রাহু কি গ্রাসিল চন্দ্রাননে॥
"ধৈর্য ধর প্রাণ প্রিয়ে হৃদে যোগ সমাশ্রিয়ে
বিবেক বৈরাগ্য সহকারে।

অনিত্য এ ভব মায়া   সায়ন্তনী তরু ছায়া
বুঝে জীব বুঝিতেও নারে।।
যদিও স্বপন মত   ভাবী সংঘটন যত
দেখা দেয় মানসে তোমার।
যদিও দেবতাগণ   বিচলিত সিংহাসন
বিলোড়িত ভ্রম অধিকার।।
যদিও যাতনাচয়   ভবাময় হেম ক্ষয়
সন্নিকট কিয়ৎ উপায়।
যদিও সংসার প্রীতি   মৃগ তৃষ্ণা সমরীতি
দেখিতে দেখিত লয় পায়।।
তথাপি তোমার প্রতি   আমার অচল রতি
অদ্যাপিও নহে ভাবান্তর।।
এখনো প্রেয়সি তোরে   হৃদয় কমল কোরে
ভাব ভরে ভাবি নিরন্তর।।
বিবাহ বাসর প্রায়   মন মম মোহ যায়
যশোধরা রূপ গুণ ধ্যানে।
যত হয় দূর গত   মৃণাল তন্তুর মতো
বান্ধা রবে পরাণে পরাণে।।
তুমি তো জান হে ভাল   গত মম কত কাল
চিন্তাজালে দিবা বিভাবরী।
ভব ভ্রান্তি দুঃখ চয়   কি-রূপেতে ক্ষয় হয়
তদুপায় অন্বেষণ করি।।
যখন সময় হবে   কল্পনা সফল হবে
যা হবার অবশ্যই হবে।
বিবেক বিজয় তূরী   রবে ক্ষিতি যাবে পুরি
মোহ রাজ্য কত কাল রবে?
অবিজ্ঞাত অগণিত   আত্মা তরে সুচিন্তিত
মম আত্মা বিশেষে কাতর।
যে দুঃখ আমার নহে   সে দুঃখে জীবন দহে
আমার নাহিক আত্ম পর।।
যদি হে পরের লাগি   হই আমি দুঃখভাগী
তব প্রিয়ে কর বিবেচনা।
যারা মম দুঃখে দুঃখী   সুখে সুখী বিধুমুখি
তাদের বিচ্ছেদে কি যাতনা।।

প্রভাত

মৃণালাভা ম্লান হয়,　　হেরি দিবাকরোদয়,
　　নিশাকর চলে অস্তগিরি।
যামিনী হইল সারা,　　সমুদিত শুক-তারা,
　　সমীরণ বহে ধীরি ধীরি॥
কিবা তরুলতাচয়,　　ঢলঢল রসময়,
　　নীহারের হার শোভে গায়।
ভানুসহ সরলতা,　　করি সরোরুহলতা,
　　অন্তরের অনল নিবায়॥
কুমুদ মুদিল আঁখি,　　জাগিল যতেক পাখি,
　　মুক্তকণ্ঠে আরম্ভিল গান।
মোহন মধুর স্বরে,　　শ্রবণ মোহিত করে,
　　সুশীতল করিল পরাণ॥
প্রকৃতির শোভাকর,　　বিমল অরুণ কর,
　　নিনাদ নীরদ করে শোভা।
কালিন্দী প্রবাহে যেন,　　কোকনদবৃন্দ হেন,
　　মধুকর মত্ত মনোলোভা॥
কাননে ডাকে পাপিয়া,　　করি পিয়া পিয়া পিয়া,
　　প্রিয়া প্রিয়গণেরে জাগায়।
বিধু আর নাহি রবে,　　নিধুবনে জাগ সবে,
　　অনুভব, এই রব গায়॥
সুসার উষার কাল,　　বালরূপে ভানু ভাল,
　　সাজিয়াছে কোলেতে তাহার;
তাহে দ্যুতি দূতী হয়ে,　　সমাচার সঙ্গে লয়ে,
　　ধরণীতে করিছে প্রচার॥
বিভা গতে বিবাবরী,　　শ্রীহরি স্মরণ করি,
　　চলেছেন অতি দ্রুতগতি।
বিকাশে কুসুম কলি,　　সৌরভ গৌরবে অলি,
　　মাতিয়াছে সচঞ্চল মতি॥
দিবাকর করে ভাতি,　　যেন প্রবালের পাঁতি;
　　বরিষয়ে ধরণী হৃদয়ে
অথবা সুবর্ণশরে,　　যামিনীরে বিদ্ধ করে,
　　কার্যসিদ্ধ করণ আশয়ে॥

অরণ্যে অরুণ আস্য, দেখিয়া বিলাসে লাস্য
আমোদে মাতিল মৃগকুল।
কুরঙ্গ কুরঙ্গী সঙ্গে, নাচিয়া বেড়ায় রঙ্গে,
কত খায় তৃণাদির মূল॥
যামিনী দেখিয়া শেষ, বিবরে লুকায় শেষ,
আর চোর পেচক প্রভৃতি।
কুণ্ঠিত কুটিল জন, প্রফুল্ল সরল মন,
গেল ঘুমঘোরের বিকৃতি॥
শিশিরে করিয়া স্নান, শস্যক্ষেত্র হাস্যবান
যেন তপ্ত কাঞ্চন কিরণ।
আসিয়া কৃষাণগণ, করে কত আয়োজন,
অঙ্কুরাদি বৃদ্ধির কারণ॥
কেহ সেচে বারিধারা, কেহ রোপিতেছে চারা,
কেহ হল করিছে ধারণ।
গোপাল বালক যত, সহ গাভী শত শত,
মাঠে মাঠে করে গোচারণ॥
ঝিল্লি হয়ে পরিশ্রান্ত, স্বীয় রব করে ক্ষান্ত,
শান্ত কৈল শ্রবণ কুহরে।
বকুল শাখায় বসি, অস্তাচলে হেরি শশী,
পিকবর ললিত কুহরে॥
হেরি দিবাকর ভাতি, প্রদীপে নির্বাণ বাতি,
সারারাত্রি ছিল দীপ্তিমান্।
যুবক যুবতী জাগে, উভয়ে বিদায় মাগে,
অনুরাগে মোহিত পরাণ॥
নয়নে নয়নে বাঁধা, স্বতনু তনুর আধা,
পরস্পর করে হেন জ্ঞান।
কেমনে বিরহ সবে, আকুল দম্পতি সবে,
মনে তাই করয়ে ধ্যায়ান॥
হেরি প্রকাশিত দিন, সরোবরে যত মীন,
তরঙ্গে সুরঙ্গে কেলি করে।
মরাল করাল স্বরে, কিবা সন্তরণ করে,
হৃদয় প্রসন্ন ভাব ভরে॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, কুক্কুট কর্কশ হাঁকে,
মাঝে মাঝে কাকে দেয় যোগ।
কিন্তু কি মধুর কাল, নীরস কর্কশ জাল,
কর্ণপুরে দেয় রসভোগ॥

হেরিয়া বালার্ক মুখ,	অন্তর্ধান হল দুখ,
সুখ আসি আবির্ভাব কত।
ব্রহ্ম আরাধনে রত,	ব্রহ্ম উপাসক যত,
হেরি ব্রহ্মমুহূর্ত আগত॥
মোহন প্রণব শব্দ	কান্তেরে করয়ে স্তব্ধ,
মানস ভাসায় ভক্তিরসে।
ধন্য ধন্য নিরঞ্জন,	গর্ব পর্বত ভঞ্জন,
পৃথিবী পূরিল ভাববশে॥

কাল

বৎসর গেল, বর্ষ এল, তুমি ত এলে না!
স্থির করিয়াছ কি তবে আর দেখা দিবে না?
মনে ছিল নিজগুণে ক্রমে হইবে সদয়,
অথবা সকল ক্লেশ দূর করিবে সময়।

কোনটাই তো হইল না, এ কি বিষম দায়!
চিরকাল কি কাঁদিতে হবে করি হায় হায়!
সেটা কি কথা? কাল ভূতে করে সকল নাশ;
দিন যত যাইতেছে, বাড়িতেছে মম ত্রাস।

চিন্তা

বিমুগ্ধ করিয়া তুমি হয়েছ বিমুখ,
আর কি দিবে না তুমি তব সঙ্গ সুখ?
দিবানিশি তুমি চিন্তা, তুমি জ্ঞান, ধ্যান,
সব কাজে সব ক্ষণে, তুমিই প্রধান।
সর্বোপরি তবে কেন অগ্রসর নও?
সুমুখ হইয়া কেন দুর্মুখ হও?
এতদিন দেবধ্যানে হয় পরিত্রাণ,
তোমার কুহকে পড়ে যাইতেছে মান।
তোমাতেই জাত সব সুখ ও অসুখ,
তব নিয়মে যে দেখি একমাত্র দুঃখ।

একগুণ দিয়া তুমি লও গুণ শত,
তব চিন্তা সর্বগ্রাসী, আর দিব কত?
চিন্তামনি শান্তি করে সকল কুগ্রহ,
বর্ষগতে হবে কি শেষ তব নিগ্রহ?
সময়ে যদ্যপি না হইলে প্রতিকার,
এ সকল ভাবনা কেবল অপকার।

নিঃস্বার্থ প্রেম

১

নাহি তারে জিজ্ঞাসিনু—"কে হে তুমি বালা"
না কহিনু তারে নিজ হৃদয়ের জ্বালা॥
না করিনু কোন কার্য নিষেধে তাহার।
না তাহার ইচ্ছা আমি করিনু স্বীকার॥
মানসে না রাখি মাত্র, পরশের আশা।
কি কাজ সহিব বল তার কটু ভাষা॥
যখন হইল দেখা সে চঞ্চলা সনে।
মনের আবেগ যত গত সেক্ষণে॥
ক্ষণে নিরখিয়া পুষ্প সুখে বাসে মন।
সৌভাগ্য মানিয়া মনে করিনু গমন॥

২

বহুক্ষণ প্রিয়ারে না করি দরশন।
অতিশয় চঞ্চল হইল মম মন॥
চিত্তের উদ্বেগে বেগে হইনু বাহির।
গলি গলি খুঁজিলাম হইয়ে অস্থির॥
বাজারে বাজারে আর চাতরে চাতরে।
অন্বেষণ করি ফিরি কাতর অন্তরে॥
অবশেষে শুভক্ষণে দেখা পাই তার।
একেবারে পরিষ্কার সব অন্ধকার॥
ক্ষণে নিরখিয়া মুখ সুখে ভাসে মন।
সৌভাগ্য মানিয়া মনে করিনু গমন॥

কার্পাসের শনি ত্যাগ

মাটিতে শরীর মাটি—ভিজিলাম জলে।
ক্রমে অঙ্কুরিত বীজ, যুক্ত ফুলে ফলে॥
এ দেহ হইল যবে ফলের ভিতরে।
আসিয়া চতুরা নারী লয়ে গেল ঘরে॥
কোষ হতে বাহির করিয়া কলেবর।
ভানু করে শুকাইল, ছাদের উপর॥
তারপর জাঁতে দিয়ে পিশিল শরীর।
অস্থি মজ্জা বাছি বাছি করিল বাহির॥
ধুনিয়া ধুনিয়া পরে চড়ায়ে ধনুক।
এঁটে সেঁটে বস্পা বাঁধে ফেটে যায় বুক॥
অতএব কত নারী কৌশল সংযুতা।
চরকায় ফেলে মোরে কেটে নিল সূতা॥
সূতা লয়ে তাঁতী করে বসন বয়ন।
ধোবার পাটেতে পড়ি ঝুরিল নয়ন॥
রংরেজের ডাবরায় মরি জ্বলে পুড়ে।
অঙ্গময় রঙ্গভরে নিঙ্গুড়ে নিঙ্গুড়ে॥
তারপর দরজীর কিছু দয়া নাই।
কেটেকুটে মাপসহ করিল সিলাই॥
এখন শনির দশা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া।
আমারে সকলে কহে কাঁচুলী আঙ্গিয়া॥
এত দুঃখ পেয়ে আমি শেষ এই বেলা॥
রমণীয় হৃদয়েতে করিতেছি খেলা॥

শৈশব

শৈশব কি সুখের সময়।
যেই দেখে সেই কোলে লয়॥
কেহ সমাদরে লয়ে খেলে।
কেহ বা দোলায় দোলে হেলে॥
কেহ বা দিতেছে কুতুকুতু।
হাসি শিশু হয় পুতুপুতু॥
কেহ চুমে সুচারু বদন।
কেহ হৃদে করিছে বন্ধন॥

কেহ চুষি দেয় মুখে চুমি।
কেহ বা বাজায় ঝুমঝুমি॥
শৈশব কি সুখের সময়।
মনে হলে হয় সুখোদয়॥

সংসার অরণ্য

শুন ওরে মনোমৃগ, হও সাবধান।
সংসার অরণ্য এই সংকটের স্থান॥
কতই কণ্টক ইতে আছে পরিপূর্ণ।
অলক্ষেতে মায়াজালে পড়িবে রে তূর্ণ॥
দূরে দূরে মৃগতৃষ্ণা ওই দেখা যায়।
ভ্রমে পড়ি ভ্রমি ভ্রমি না যাও তথায়॥
অন্তরেতে প্রজ্বলিত কাম দাবানল।
মোহ সমীরণে ক্ষণে হতেছে প্রবল॥
আসিছে নিনাদকাল অতি ভয়ঙ্কর।
থেকে থেকে ছাড়িতেছে অনুতাপ-শর॥
ভ্রমিছে শার্দূললোভ বিকট দর্শন।
হিংসা জায়া সঙ্গে তার ফেরে অনুক্ষণ॥
মদান্ধ চঞ্চল তব মানস নয়ন।
স্থিরভাবে ঘোর বনে কররে ভ্রমণ॥

বৃদ্ধদশা

কি দুর্দশা, বন্ধো! যবে আসে, বৃদ্ধদশা!
যৌবনের সুখ যত, নাশে, বৃদ্ধদশা!
বৃথা ভোগ তৃষ্ণা পরকাশে, বৃদ্ধদশা!
ছাই পাড়ে সব অভিলাষে, বৃদ্ধদশা!
না আসুক, প্রেমিকের পাশে, বৃদ্ধদশা!

হরিনাম

নেত্রহীন দেহ যথা নিশি চন্দ্র হীনা।
মেঘ বিনা ধারা যথা, বিপ্র বেদ বিনা।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম বিনা।। ১ ।।

পক্ষীপক্ষ বিনা, যথা দন্তী দন্তচ্যুত।
পতিহীনা সতী, পিতৃহীন বেশ্যাসুত।
সেরূপ হীন প্রাণী হরিনাম চ্যুত।। ২ ।।

নীরহীন কূপ আর ধেনু ক্ষীরহীনে।
দীপহীন গৃহ, তরুবর ফলহীনে।
সেইরূপ হীন প্রাণী হরিনাম হীনে।
স্মর হরিনাম মন কিবা নিশি দিনে।। ৩ ।।

তিনি মাত্র দাতা ভবে আর কেহ নাই।
তিনি নাহি দিলে ক্ষুব্ধ হওনারে ভাই।
দিতে তিনি নিতে তিনি জগতের প্রভু।
আর কার কাছে হাত পাতিও না কভু।। ৪ ।।

বিভুগান

মানুষের মানসের ইচ্ছায় কি হয়।
বিভুর ইচ্ছায় মাত্র ঘটে সমুদয়।।
বলি ইচ্ছা করেছিল হয় দুর্গপতি।
বিভুর ইচ্ছায় তার হল অধোগতি।। ১ ।।

হাড়ের পিঞ্জর এই চাম দিয়ে মোড়া।
ভিতরেতে অহঙ্কার ভরা আগাগোড়া।।
উপরে সুরঙ্গ রঙ্গ দেখা যায় চারু।
বড়ই চতুর সেই যে ইহার কারু।। ২ ।।

কিছুই না নিত্য হয় এ অনিত্য ভবে।
এই আসে এই যায় নিত্য নিত্য সবে।।
কিবা ভোজবাজি এই, কিবা ছায়াবাজি।
নাচিতেছে রঙ্গভূমে পুত্তলিকা রাজি।।
দেখিতে দেখিতে যায় সুখের যৌবন।
শুধু জরা এসে আর না করে গমন।। ৩ ।।

গরলে অমৃত হয়রে নিঃসৃত
সাগর গোষ্পদ হয়।
প্রবল অনল হয় সুশীতল
মেরু হয় রেণু চয়॥
বিপক্ষ ঘুচিয়া বৈরিতা মুছিয়া,
বিপক্ষ স্বপক্ষ পুনঃ।
কবিবর কয় সব বিপর্যয়
বিভুর কৃপায় গুণ॥ ৪॥
দোতলা তেতলা ঘররথ অশ্ব গজবর
ত্যজ ত্যজ প্রিয় পরিজন।
ত্যজহ সুশীলা দারা ধরি সারমেয় ধারা
স্বর্গ পথে উঠ ওরে মন॥ ৫॥

প্রিয়, প্রিয়, সবে কয়, প্রিয় নাহি চিনে।
কেবা প্রাণ প্রিয়তম, সেই জন বিনে॥
তাঁর সঙ্গে সম্মিলন হলে একক্ষণ।
সদা কাল সদানন্দ ভাসিবে রে মন॥ ৬॥

খাঁটি যার মন সে জন কখন
প্রেমসূত্র ভঙ্গ করে?
শতযুগ জলে থাকি চকমকি
অগ্নি নাহি পরিহরে॥ ৭॥

শুক্রতারা

একি হে প্রেয়সী বল, আকাশেতে সুনির্মল,
তারা ওই চারু শোভা ধরে।
নিকর কিরণ ধর, বটে তার কলেবর,
কিন্তু নহে দীপ্ত প্রেমকরে॥
কেবল রূপেতে মন, গলেনাকো কদাচন,
সুখদ প্রণয়রস বিনে।
চক্ষুমাত্র দগ্ধ হয়, মন কিন্তু মুগ্ধ নয়,
হৃদয়ের বিনোদ বিপিনে॥
আছে অতি মনোহর, যুগল নক্ষত্রবর,
বিরাজিত বিমল কিরণে।

প্রোজ্জ্বল হীরকচয়, সরমে মলিন হয়,
খরতর কর দরশনে॥
শূন্যে নাহি শোভে তারা, তবে কোথা আছে তারা,
তুমি কি জান না সবিশেষ।
এই দেখ তারাদ্বয়, শোভা করে অতিশয়,
তব যুগ্ম নয়নের দেশ॥
যে নয়ন আকর্ষণে, টেনে আনে দেবগণে,
দেবলোক পরিক্রম করি।
মর্ত্যে তারা এসে কয়, নয়ন মনোজ্ঞালয়,
নন্দন কানন পরিহরি॥
স্বর্গের উজ্জ্বল তারা, আর নাহি স্মরে তারা,
ভুলে গেল কামিনী নয়নে।
শূন্যের তারকাচয়, সামান্য আলোক রয়,
নহে দীপ্ত প্রণয় কিরণে॥

গান

১

কে ও যায় অম্বরে রে বামা, কে ও যায় অম্বরে।
যেন অস্ত থেকে শশী চলে উদয় ভূধরে।
রূপে আলো করে,—পুঞ্জ তিমির সংহরে।
ধরি দুই করে, রে বামা, ধরি দুই করে।
পুরুষরতন এক পালঙ্ক উপরে,
স্থির কলেবরে—আছে ঘোর নিদ্রাভরে।
যেন দিগন্তরে, রে বালা, যেন দিগন্তরে।
আরে, পক্ষ মেলি পরী যায় অমর নগরে।—
সমীরণ ভরে,—উড়ে উড়ানী নিথরে।
চলে একেশ্বরে, রে বামা, চলে একেশ্বরে।
নিশীথ সময় ঘোর কিছু নাহি ডরে।
কি সাহস ধরে, —ধন্য রমা রত্ন বরে।—
উত্তরে সত্বরে, রে বামা, উত্তরে সত্বরে,—
আরে, শোণিত নগরে উষা বিহার বাসরে
হেরি প্রাণেশ্বরে—দেহে, জীবন সঞ্চরে।—

কহে কবিবরে, রে বামা, কহে কবিবরে,
হেন দূতী নাহি এসে সংসার ভিতরে
বিরহসাগরে প্রেমী জনেরে উদ্ধারে।

২

মরি কি সুন্দর ব্যবহার।—
তব সম চুরি কার্যে কেবা তুল্য আছে আর।
বাল্যে বৃন্দাবন লীলা, কত চুরি প্রকাশিলা,
অন্ন বস্ত্র দধি দুগ্ধ হরিলে যে ভারে ভাব॥
হরিলে হে ব্রজনারী, কি কর্ম বুঝিতে নারি,
মাতুলানী হরি নিলে, হায়, হায়, কি আচার।
লভিয়ে যৌবনকাল, একি রুচি নন্দলাল,—
কুবুজা দাসীরে হরি মথুরায় কর বিহার॥—
প্রৌঢ়ে দ্বারকাতে গিয়ে, শান্ত না হইল হিয়ে,
হরিলে ভীষ্মক-সুতা, বিশেষে খ্যাত সংসার।
বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়, ডাকাতিতে পুত্র বড় ;
পৌত্রটি হরিল উষা, স্বপনে প্রেমসঞ্চার।

৩

আহা মরি হায়, কে হে তুমি রমণীরতন।—
বিমানে, বিমানে, কর বিমানে রঙ্গে চালন।—
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম, যেন শোভে মুক্তাদাম,—
অমৃত শীকরে কিবা, ভূষিত শশলাঞ্ছন
এক করে ধরি রাস, অপরে ঘুরাও পাস,
ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, ফেনমুখে অশ্বগণ।—
রমণী পুরুষ সাজ, কভু ধরে শরাসন।—
কহে রঙ্গ অনুজার, শিক্ষা দেখি চমৎকার,
কৃষ্ণেরে সারথ্যে পার্থ করে বুঝি নিয়োজন।

৪

বিজয়ার গান

ওহে গিরি দিনকর হইল উদয়।
উমা শরতের শশী অস্তগত হয়।
ওই দেখ গিরিরায়, প্রাণকুমারী গিরিজায়,
শিবালয়ে লয়ে যায়, জামাতা নিদয়।—
ওহে গিরি কাল যামিনী, কি পুরুষ কি কামিনী

সুখে ছিল সমুদয়—
আজ আমার হয়ে নিদয়া,—ছেড়ে যান অভয়া,
মায়াহীন মহামায়া—কঠিন হৃদয়।

৫

সীতার বনবাসের গান

পঞ্চমাস গর্ভকালে নির্বাসিতা সীতা।
তপোবনে রাজবালা রাজার বনিতা॥
হায় রে বিধাতা শত ধিক তব কাজে।
পতিসোহাগিনী কোথা কাঙ্গালিনী সাজে॥
কোথা সে কোমল শয্যা কোথা সিংহাসন।
রাজ্যেশ্বরী সীতাভাগ্যে হল তৃণাসন॥
হা! রাম! জীবিতেশ্বর! হাহাকার করি।
কোন মতে প্রাণ মাত্র রহিলেন ধরি॥
এইরূপে তপোবনে পঞ্চমাস গত।
ক্রমশ প্রসবকাল হল সমাগত॥
একবারে দুই সুত প্রসবিলা সতী।
পুত্রমুখ নিরখিয়ে হরষিতা মতি॥
যথাকালে জাতকর্ম আদি সমুদায়।
সমাধান করিলেন মুনি মহোদয়॥
যুগল বালকে করি লালন পালন।
করেন জানকী সতী কালের হরণ॥
ভাবিয়া আপন ভাবী জীবন্মৃত প্রায়।
শয়নে কি জাগরণে মুখে হায় হায়॥
ক্রমশ যুগল শিশু শুক্লশশী সম।
বাড়িতে লাগিল রূপে গুণে নিরুপম॥
বেদ আদি বিদ্যা শিক্ষা দিল মুনিবর।
কত বিদ্যা শিশুদ্বয় হইল তৎপর॥
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর হল গত।
পরে প্রকাশিত হবে পর কথা যত॥

৬

বাউল

আরে কালে কালে এর পর আরি কি হবে রে;
মিনষের কোলে ছেলে দিয়ে মাগীরা লড়ায়েতে যাবে রে।
যারা ছিল কাঁথা চোরা, তাদের হাতে টাকার তোড়া
ঠকির মর্যাদা বাড়া, মানী জনার মান যাবে।

কলিতে মুটের মাথায় রেশমী ছাতা গাড়ু লয়ে....যাবে।
বদ্যি হল পদ্ধি চড়া পণ্ডিত হল মূর্খ ভেড়া
মেয়েরা ঘোড়ায় চড়া, মিন্‌ষেরা ঘাস্ কাটবে ;
কলিতে বরের ঘরে পাল্কি চড়ে মেয়েরা বে কর্তে যাবে॥
পূর্বে ছিল তালের হুঁকো, এখন সব রূপোবাঁধা সোনামুখো
তা দেখে হলাম ভেকো, টেকো মাথায় চুল হবে
কলিতে, জোলার ছেলে মাকু ফেলে
কুলীন হয়ে মান বাড়াবে রে॥

৭

হোলির গান

হোলির দিনে শ্যাম যদি তোমায় পাই হে—
বনমালী বনফুলে সাজাই হে—
চম্পক সেবতি মল্লিকা মালতী—
ফুলেরই পাংখা বানাই হে—
পাঁচরাঙ্গা ফুল দিয়ে, ঝালোর লাগাইয়ে,
সোহাগে পাশে বসি পাংখা হিলাই—
আর সাধ মিটাই হে—।

৮

হোলির গান

কেন গেলাম সই আনিবারে বারি।
দাঁড়ায়ে যমুনা তটে ত্রিভঙ্গ মুরারী॥
আবির গুলাব মারে নন্দলাল,
আঁখি হল লাল ভারি—
খসিল বসন কাঁচলি কষণ—
লাজ সংবরিতে নারি—
কি করি মারে পিচকারী॥

৯

হোলির গান

ঘর ঘর হতে শ্যামলী উজলি
বাহিরে আসিছে চলি।
কুসুমী ওড়না কিবা ঝকমকে
কাঁচলি সে চপলি॥

যে দিকেতে চাও সেই দিকে শুধু
রঙ্গিনী অবলা বলী।
নিখিল ব্রজের অপ্সরা যত
ফিরিতেছে গলি, গলি।।
কিবা লীলা হেলা, কিবা কেলি কলা
কি বিনোদ খেলা হোলি।

হিন্দি দোঁহার অনুবাদ

গঙ্গাস্নান করি যদি মুক্ত হও ভাই।
মৎস্য আর মণ্ডুকেরা বিমুক্ত সদাই।।
মুণ্ড মুড়াইয়া যদি সিদ্ধ হও ভবে।
লোম ছিন্ন মেষগণ সিদ্ধ হয় তবে।। ১।।

উপবাসে পড়ে থাক আপত আলয়ে।
অনাহারে দিন দশ যায় যাক্ বয়ে।
তুলসী কহেন তবু উদরের তরে।
কখন যেও না ভাই কুটুম্বের ঘরে।। ২।।

কেন কাজী উচ্চৈঃস্বরে দিতেছ আজান
তবে বুঝি, নাই ভাই ঈশ্বরের কান!
জান নাকি পিপীড়ার পাদক্ষেপ ধ্বনি
ধ্বনিত তাঁহার কর্ণে দিবস রজনী।। ৩।।

নবদ্বার যুক্ত এক সুচারু পিঞ্জরে।
পবনে রচিত পক্ষী সতত বিহরে।।
কিমাশ্চর্য দেখ ভাই! কহেন কবীর।
এতক্ষণে কেনই বা না হয় বাহির।। ৪।।

যদবধি আসি না ছেদয়ে তরু তদবধি রয়ে ছায়া।
কহেন তুলসী উপদেশ বিনা কেমনে কাটিবে মায়া।। ৫।।

প্রেমের পিয়ালা সেই জন পিয়ে যে দেয় দক্ষিণা শিব।
লোভী নাহি পারে,—প্রেম প্রেম করে, কহেন কবি কবীর।। ৬।।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর (৭ পৌষ ১২৩৩) বৃহস্পতিবার বর্ধমান জেলার কালনার কাছে বাকুলিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে রঙ্গলালের জন্ম। পিতা গুপ্তিপাড়ার কাছে রামেশ্বরপুর-নিবাসী রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধিক স্ত্রীর অন্যতমা হরসুন্দরীর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম কবি। অগ্রজ গণেশচন্দ্র ও অনুজ হরিমোহন। অন্যান্য বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হলেন : অগ্রজ যজ্ঞেশ্বর, তারাচাঁদ এবং অনুজ উমেশচন্দ্র ও মধুসূদন।

শৈশব : নয় বছর বয়সে রঙ্গলাল পিতৃহীন হয়ে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত হন অন্য দুই সহোদরের সঙ্গে। বড়োমামা রামকমল মুখোপাধ্যায় ছিলেন অপুত্রক অবস্থাপন্ন। তিনি ভাগিনেয়দের মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শিক্ষা : পাঁচ বছর বয়সে বাকুলিয়া পাঠশালায় প্রবেশ করেন। কিছুদিন পর স্থানীয় মিশনারি-স্কুলে ভর্তি হন। এখানের পড়াশোনা শেষ হলে উপযুক্ত ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য রামকমল ভাগিনেয়দের ১৮৩৭ সালে চুঁচুড়ায় নবপ্রতিষ্ঠিত মহম্মদ মহসিন কলেজে (হুগলি কলেজ) ভর্তি করিয়ে দেন। এখানে রঙ্গলাল বোধহয় ১৮৪৩ সাল অবধি পড়েছিলেন। কারণ, ১৮৪৩ সালে মা মারা যাওয়ার পর তিনি কলেজ ত্যাগ করে সহোদরদের সঙ্গে মামা রামকমলের খিদিরপুর-বাড়িতে এসে বাস করতে থাকেন। তারপর প্রথাগত শিক্ষাচর্চা হয়নি। ভূকৈলাস রাজবাড়ির বিশাল গ্রন্থাগারে নানা শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করেন।

বিবাহ : আনুমানিক ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামের দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা রাখালদাসী দেবীকে বিবাহ করেন।

কর্মজীবন : ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে অগ্রজ গণেশচন্দ্রের সহযোগিতায় খিদিরপুরে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সেটি চার বছর চলে। ১৮৬০ সাল থেকে টানা বাইশ বছর সরকারি চাকরি করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা সাহিত্যের অস্থায়ী অধ্যাপক (১৮৬০, মার্চ), নদীয়া

জেলার আয়কর-নিয়ামক ও ডেপুটি কালেক্টর (নভেম্বর ১৮৬০), বালেশ্বরে অস্থায়ী স্পেশাল ডেপুটি-কালেক্টর (১৮৬৩), কটকে স্থায়ী ডেপুটি কালেক্টর ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (নভেম্বর ১৮৬৪), হুগলির জাহানাবাদে বদলি (ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯), পুনরায় কটকে বদলি (এপ্রিল ১৮৭৩), হাওড়ার ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি-কালেক্টর (মার্চ ১৮৭৯), অবসরগ্রহণ ১১ এপ্রিল ১৮৮২ খ্রি.।

পত্রিকা-চালনা : ১৮৫০ খ্রি. ১৫ জুলাই থেকে 'সংবাদ-রসসাগর' (সপ্তাহে তিনদিন প্রকাশিত) পত্রিকার সম্পাদনা। ১৮৫২ খ্রি এপ্রিল (বৈশাখ, ১২৫৯) থেকে নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'সংবাদ-সাগর'। ১৮৫৩ খ্রি. এপ্রিল মাস পর্যন্ত চলে। ১৮৫৬ সালের ৪ জুলাই থেকে প্রকাশিত শিক্ষাবিভাগের পত্রিকা 'এডুকেশন গেজেট' ও 'সাপ্তাহিক বার্তাবহ' পত্রিকার সহ-সম্পাদনা। সম্পাদক ছিলেন রেভারেন্ড ও ব্রায়েন স্মিথ। ১৮৬২ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত। উড়িয্যায় থাকাকালীন ওড়িয়া ভাষার সংবাদপত্র 'উৎকল-দর্পণ' প্রতিষ্ঠা করেন।

গ্রন্থ : 'কাশীযাত্রা' (১৮৪৮); 'ঋতুসংহার' (১৮৫১); 'বাঙ্গালা কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২); 'ভেকমূষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮); 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' (১৮৫৮); 'শরীর-সাধনী বিদ্যার গুণোৎকীর্তন' (১৮৬০); 'কর্মদেবী' (১৮৬২); 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮); 'ইউরোপ ও এস্যা-খন্ডস্থ প্রবাদমালা-২য় ভাগ' (১৮৬৯); 'কুমারসম্ভব' (১৮৭২); 'কবিকঙ্কণচন্ডী' (সম্পাদিত : ১৮৭৮); 'কাঞ্চীকাবেরী' (১৮৭৯)।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত : রঙ্গলাল-গ্রন্থাবলী (১৩১২) এবং রঙ্গলাল-রচনাবলী (শান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও হরিবন্ধু মুখটি-সম্পাদিত, ১৮৮১)।

মৃত্যু : কর্মজীবন থেকে অবসর-গ্রহণের পর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েন। বিদায় নেওয়ার কাল আসন্ন হলে, তাঁর ইচ্ছানুসারে ১৮৮৭ সালের ৪ মে খিদিরপুরে গঙ্গায় তাঁর নিম্নাঙ্গ নিমজ্জিত রাখা হয়। নয়দিন এভাবে কাটার পর ১৮৮৭, ১৩ মে (৩১ বৈশাখ, ১২৯৪) শুক্রবার পরলোকগমন করেন।